বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
[illegible]	৪/৪	[illegible]			
[illegible]	[illegible]				

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদা তা

ধর্ম্মপ্রবন্ধ।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. প্রণীত।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
148, BARANASI GHOSE'S STREET.

1892

সূচীপত্র।

ধর্ম্ম প্রবন্ধ।

ধর্ম্ম-সমাজ।

১৬ই নবেম্বর ১৮৯০।

যেমনই ভগবানের ইচ্ছা হইল, অমনই মহাকাশ হইতে প্রেমের মহিমা ঘেরিয়া বেড়িয়া ছুটিয়া চলিল; লহরীর উপর লহরী উঠিল; সেই লহরী হইতে "দেশ কাল" ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; স্নেহনীরে তাহাদের অভিষেক হইল; সেই নীর হইতে প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল; জড় অজড় উদিত হইল। তরঙ্গের উপর আবার তরঙ্গ উঠিল; প্রেমগীত গাইতে গাইতে জীবের বিকাশ হইল; অমনই প্রেমের রেখায় সৃষ্টি-ব্যাপার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল—অন্তর ও বহিঃ দুই বিভাগে প্রেমের ভিত্তিতে চিরন্তন দুই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল—দুয়ে

মিলিয়া প্রেমভরে যুগপৎ গাহিয়া উঠিল "প্রেমানন্দরূপং"—সেই সংগীত প্রতিধ্বনিত হইয়া, মধুরলীলা বিকাশ করিতে করিতে,কত অংশে ভাঙ্গিয়া পড়িল—এক এক অংশে এক এক ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। তাই এক মন্দির সূর্য্যে, এক মন্দির নীলাকাশে, এক মন্দির নক্ষত্রমণ্ডলে, এক মন্দির চন্দ্রে, এক মন্দির সাগরে, এক মন্দির নদীতীরে, এক মন্দির হিমালয়ে, এক মন্দির বিন্ধ্যপর্ব্বতে, এক মন্দির হরিদ্বারে, একমন্দির সাগর সঙ্গমে, এক মন্দির বায়ু-হিল্লোলে, এক মন্দির অগ্নিশিখায়—সর্ব্বত্র এক এক মন্দির স্থাপিত হইল; ইহা ছাড়াও অতিগূঢ় অতি বিস্ময়কর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল—প্রতি জীবহৃদয়ের মূল দেশে ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল; অসংখ্য জীবের অসংখ্য হৃদয়ে,অনন্ত ব্রহ্মলীলা বিকশিত হইল—এক বিকাশ জ্ঞানে, এক বিকাশ ভক্তিতে ; এক বিকাশ জীবনিষ্ঠায়, এক বিকাশ ব্রহ্মনিষ্ঠায় ; এক বিকাশ দয়ায়, এক বিকাশ কর্ত্তব্যে ; এক বিকাশ পাণ্ডিত্যে, এক বিকাশ কবিত্বে ; এক বিকাশ তত্ত্বদর্শিতায়, এক বিকাশ বিশ্বাসে ; এই ত কত, আরও কত কত প্রকার ব্রহ্মলীলা বিকশিত হইল। সমুদয় মন্দির, সমুদয় বিকাশ এক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত—একই প্রেমে পরিবেষ্টিত—একই স্নেহে পূর্ণ। এই সব ত প্রেমের এক অঙ্গ—কিন্তু দুর্ব্বোধ্য চির রহস্যময় আর এক অঙ্গ রহিয়া গেল ; সেই অঙ্গের কোথা হইতে—প্রেমের কোন্ উচ্ছ্বাসে—স্নেহের কোন্

তরঙ্গে—এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল—কোথা হইতে—আনন্দের কোন বাতাসে—রহস্যের সংসার আবির্ভূত হইল; জন্ম মৃত্যু প্রকাশ পাইল; পাপ পুণ্য আসিয়া দেখা দিল; অমনি জ্ঞান-ধর্ম্মের উপদেশ ছুটিতে লাগিল—কত ভক্ত, কত লীলা, জীব উদ্ধারের জন্য আসিয়া পড়িল—ধর্ম্মাধর্ম্মের রহস্যময় নিগূঢ় সংগ্রাম আরম্ভ হইল—সাধুরা গাইয়া উঠিলেন "যথা ধর্ম্মস্তথা জয়ঃ"। ভাবুক ভক্তের উপর এ রহস্য বুঝিবার ভার রহিল—বুঝিবার বুঝাইবার ভার চিদানন্দময় নিজের কাছে রাখিলেন—বুঝি বা বুঝিতে বুঝাইতে প্রেমের বন্যা উঠিতে থাকে—সাধক ভক্ত ভাবুক হৃদয়ই তাহা জানেন।

এ সব ত এক কথা—আর এক কথা আছে—জীবে জীবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধ হইল—একের ভাব অন্যে গ্রহণ করে, একের সংগীতে অন্যে তান দেয়, একের হৃদয় অন্যে দর্শন করে, কিন্তু মূলে রহিলেন শ্রীভগবান্ হরি। তাহার পর কি হইল? তাহার পর মন্দিরে মন্দিরে, ঘটে ঘটে যোগ সংস্থাপন হইল; সকলে মিলিয়া গাইয়া উঠিল "শ্রীসচ্চিদানন্দ হরি"। এই সংগীতে, কত স্থানে, কত জীব-সমিতির উদয় হইল—এই সব সমিতির নাম হইল "ধর্ম্ম সমাজ"। যেখানে সাধু প্রেমে মত্ত হইয়া গাইয়া উঠেন "আনন্দরূপমমৃতম্" সেই খানেই সমাজ; যেখানে পাপী আর্ত্ত হৃদয়ে কাঁদিয়া বলে "কোথায় হে দয়াময় হরি"

সেই খানেই সমাজ ; যেথানে গুরু শিষ্যকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন, সেই খানেই সমাজ ; আবার যেখানে বন্ধুবান্ধব মিলিয়া ধর্ম্মালাপ হয়, সেই খানেই ধর্ম্মসমাজ। কোন সমাজ বা কোন সম্প্রদায় বড় নূতন নহে, অথচ সর্ব্বত্র কত প্রকারে বিচিত্র—তাই যখন যেটি দেখা দেয় তখনই বলা যায় "আজ স্থান বিশেষে নূতন ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল" —ভক্তমণ্ডলীর বিশ্বাস, সাধুরা বলেন, জ্ঞানী পণ্ডিতের উপদেশ "সমুদয় ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্, নেতা, রক্ষয়িতা ভগবান্, আবার উচ্ছেদকর্ত্তাও মঙ্গলময় ভগবান্"। তাই এখানে আজ শুভদিনে শুভক্ষণে ধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল—ভগবান কৃপা করুন্, সাধুরা আশীর্ব্বাদ করুন্, ভক্তমণ্ডলী শ্রদ্ধা প্রদান করুন্, উপাসক-গণ প্রীতি ও স্পৃহা অর্পণ করুন্, বেদ বেদান্তের ঋষিগণ জ্ঞান ও যোগ লইয়া আসুন্, ধ্রুব, প্রহ্লাদ সরল বিশ্বাস লইয়া সমাগত হউন্, পরম বৈরাগী বুদ্ধদেব "বৈরাগ্যের ডালা" সাজাইয়া ধরুন্, পশ্চিমের মহাযোগী মহাজ্ঞানী ঈশা তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রেম ও কর্ম্ম লইয়া সমুদিত হউন্ নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য—বর্ত্তমান সময়ের বিস্ময়কর লীলা —প্রেমের মাতাল প্রেম ভক্তি লইয়া শুভাগমন করুন্, মহম্মদের ঐকান্তিকতা ইহাকে পরিপুষ্ট করুক্, তুলসীর সরল গাথা, কবীরের ভাবতত্ত্ব, রামপ্রসাদের মাতৃসেবা, পলের অদ্ভুত ত্যাগ, লুথার ও পার্কারের ধর্ম্মবুদ্ধি, আর

যত যত পৃথিবীর ভক্ত আছেন, তাঁহাদের ভাব আসিয়া আশীর্ব্বাদ করুন্। হিন্দুর অনুষ্ঠান, খৃষ্টীয়ের বিবেক, মুসলমানের ফকিরি, আর্য্য-সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজ, ইউনিটেরিয়ান ও থিওজফিক্যাল সোসাইটী আর আর ধর্ম্ম সমাজ ইহার পরিপোষণ করুন্—সকলের অগ্রণী হউন্, "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"। ভক্ত ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করুন্, উপাসক উপাসককে শুভ ইচ্ছা প্রদান করুন্, শ্রোতা বক্তা উভয়েই উভয়ের মঙ্গল কামনা করুন্, সকলে মিলিয়া এক হইয়া বলুন্ "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"; তবেই উপাসনায় জমাট্ বাঁধিবে—ভাব রসের উদয় হইবে—প্রাণ শীতল হইবে,—ভক্ত সহবাস ও সাধুসঙ্গ মধুময় হইবে। তখনই বলিতে পারিবে "নিত্যানন্দরূপং একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

আজ এমন দিন, আর একটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না, বলিব "ভগবান্, ভাই, এক ভিন্ন আর দুই নাই". "ধর্ম্ম ও ভাই, এক ভিন্ন আর দুই নাই"। সহসা শুনিয়া পৃথিবীর তার্কিকেরা মারিতে উঠিবেন, ইতিহাস লেখক ভ্রম প্রমাদ দর্শাইবেন, একদেশদর্শী একটু বিরক্ত হইবেন—কঠোর নিষ্ঠাবান্ যিনি, তিনি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন, কিন্তু যিনি ভক্ত, তিনি শুনিয়া মনে মনে হাসিবেন। হাসিতে হাসিতে ভক্ত বলিবেন, তোমরা বিবাদ করিওনা, একটু মনোযোগ করিয়া শুন "কেন ভাই ধর্ম্মকে এত কঠিন করিতেছ? কঠিন করিতেছ বলিয়াই এত

গোল বাধিতেছে, একটু কেন সহজ জ্ঞানে সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে চেষ্টা কর না ? বেদ না পড়িলে—বেদান্তের মর্ম্ম বাহির না করিলে—কি ধর্ম্ম হয় না ? বাইবেল বা ভগবদ্-গীতা, কোরাণ বা হাফেজ না জানিলে কি ধর্ম্ম সঞ্চয় করা যায় না ? কেন অনর্থক ধর্ম্মকে এত কঠিন করিতেছ ? কেন এত দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিতেছ ? কেন বা ইহার মধ্যে স্বর্গ নরক আনয়ন করিতেছ ? যতই গোল করিবে, পাণ্ডিত্যের অভিমান করিবে, মর্ম্ম না বুঝিয়া শাস্ত্র বচনের দোহাই দিবে, ততই ধর্ম্ম দূরের বস্তু হইয়া পড়িবে। সরল পথ ছাড়িয়া কেন বিজন অরণ্যে প্রবেশ কর ? কাম্যবস্তু নিকটে থাকিতে তাহার তত্ত্বে কেন দূরে গমন কর? বলি, বল দেখি, তুমি তোমার পিতা-মাতার কথা না শুনিয়া থাকিতে পার না কেন ? তিনি শাসন করিবেন এই ভয়ে কি ? না—তিনি ত এখন তোমাকে শাসন করিতে পারেন না ; করেনও না ; তবে ত শাসনের তাড়নার ভয়ে নহে, তবে কি জন্য ? তুমি প্রথমেই বলিবে যে 'তাঁহারা যে পিতা মাতা—তাঁহাদের কথা না শুনিয়া কি থাকা যায় ?' এই কথাই যথার্থ কথা—'তাঁহারা যে পিতামাতা তাঁহাদের কথার কি অমান্য করা যায়?' একটু ভাবিয়াই বলিবে, 'তাঁহারা যে বড় ভাল বাসেন, তাঁহাদের কথা শুনিব না তবে কাহার কথা শুনিব ?' শুধু তাই নহে—শুধু তাঁহারা তোমাকে ভাল বাসেন, তাই তুমি অবাধ্য হও না ইহা

নহে ; ইহার মধ্যে আরও একটী দেখিবার আছে ; তুমিও তাঁহাদের বড় ভাল বাস তাই তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই কর। এই কথাই বড় সারবান্ কথা। এই ভালবাসার অনুরোধেই ভ্রাতা ভ্রাতার বাধ্য ; এই ভাল বাসার অনুরোধেই সহধর্ম্মিণী স্বামীর কথামত কার্য্য করেন ; এই ভালবাসার জন্য সহৃদয় বন্ধু বন্ধুর জন্য কি না করিতে পারেন ! এই ভালবাসার একটি আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে যেখানেই ইহা অর্পণ করিবে, সেখানেই ইহার অস্তিত্ব অনুভূত হইবে ; সেখান হইতেই আর এক ভালবাসার প্রতিদান হইবে—হইতেই হইবে ; জড় জগতের ঘাত প্রতিঘাতের সমতার ন্যায় ইহা সত্য। আরও এই আদান প্রদান হইতে হইতেই ভালবাসা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। তাই সময় স্রোতে, পিতামাতার, পতি পত্নীর সুহৃৎসজ্জনের বন্ধুবান্ধবের প্রেম গাঢ় হইতে গাঢ়-তর, গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইয়া আইসে। এই প্রেমের এক স্বভাব এই যে, 'উভয় পক্ষেরই নিজের কথা মনে থাকে না' অর্থাৎ যাহাকে এক কথায় নিঃস্বার্থতা কহে। মাতা যখন পীড়িত সন্তানের শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আকুল হৃদয়ে পীড়া সাম্যের বিধান করিতে থাকেন, তখন নিজের বা অন্য কথা মনে আইসে না—সন্তানই তখন তাঁহার ভাবনা, যত্ন ও উদ্বেগের বিষয়। স্ত্রী যখন অনন্যক্রিয় হইয়া রুগ্ন বা বিপন্ন স্বামীর জন্য ব্যস্ততা সহকারে পরিশ্রম

করেন, তখন আর তাঁহার নিজের শুভাশুভ হৃদয়ে স্থান পায় না। নিজের মঙ্গলামঙ্গল শুভাশুভ চিন্তা স্বামীতেই নিমগ্ন হয়। ইহা ত জগতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, ছোট বড় সকলেই ইহা করিয়া থাকেন, দেখিয়াও থাকেন। মানব জগতে ইহা যেমন একটি সরলতম সত্য—ধর্ম্ম জগতে ঠিক তাই। উভয় স্থলেই "ভালবাসা" ও তাহার অবশ্যম্ভাবি প্রতিদান দৃষ্ট হয়। তোমরাত সকলেই জান এক ভগবানের ভালবাসা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, নিরন্তর সেই ভালবাসার প্রবাহে জগৎসংসার চালিত হইতেছে, এত গেল দূরের কথা—তাঁহার ভালবাসায় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা ঘূর্ণিত হয়, তাহাতে তোমার আমার কি? বাস্তবিক কথাই বটে! চন্দ্রসূর্য্য চালিত হয় বলিয়া কি আমি তুমি ভগবানকে ভালবাসিতে যাইব? ইহা কেমন করিয়া পারিব? কিন্তু ইহার ভিতরে আর একটু কথা আছে, হে উপাসকমণ্ডলি! ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে সেইটির উপলব্ধি করিতে হইবে। যে স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডকে ভাসাইয়া চলিয়াছে, তাহা সেইখানেই শেষ হয় নাই—একবার একটু স্থির হইয়া ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ—দেখিবে অনন্ত ভালবাসার অনন্ত স্রোত মানবহৃদয়, মানবাত্মা, মানবজীবনকে নিরন্তর প্লাবিত করিয়া—অবিরাম অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে—ইহাই দেখিয়া গায়ত্রীরচয়িতা মধুর সরলস্বরে গাহিলেন "ধীমহি

ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।" একটু নিবিষ্টচিত্তে অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে তথায় বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি তিনিই নিরন্তর প্রদান করিতেছেন; হৃদয়ের চিন্তার তরঙ্গের মূলে সেই ভালবাসার স্রোত রহিয়াছে। আবার বাহিরে দৃষ্টি করিয়া দেখিবে, সেই এক ভালবাসায় গ্রহ-তারা ভাসিয়া নাচিয়া চলিয়াছে—তখন অন্তর্বহিঃ দুই ভালবাসার স্রোতের সমতা দেখিয়া অবাক হইবে, আবার সেই গায়ত্রীরচয়িতার ন্যায় সরল কণ্ঠে গাহিবে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ" অর্থাৎ যিনি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল প্রসব করিয়াছেন আর নিরন্তর আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহারই শ্রেষ্ঠ তেজকে ধ্যান করি —ওঁ ভগবানের মঙ্গলব্যাপারের উপলব্ধি সূচক শব্দ। এই যে তুমি তাঁহার ভালবাসা উপলব্ধি করিলে, যাই বুঝিতে পারিলে, অনুভব করিলে, যে তিনি তোমাকে বড়ই ভালবাসেন, সেই তুমি তাঁহাকে আর ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিলে না—তাও কি কখনও হয়?—যে ভালবাসে তাহাকে ভাল না বাসিয়া কি থাকা যায়?—তাহাকে ভাল বাসিতেই হইবে—এই যাই হইল, অমনি তুমি প্রেমজালে নিবদ্ধ হইলে—সাধ্য কি তুমি ছাড়াইয়া পালাও। কে কবে ভালবাসার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিতে পারে? আবার এক কথা—অতি রহস্যময় কথা—সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাল

বাসেন কে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বলিলে "মাতা আমাদের সকলের অপেক্ষা ভালবাসেন"—অতি উত্তম কথাই বটে—তবে আর এক দিকে চাহিয়া দেখ, পৃথিবীর স্নেহময়ী মাতার প্রেমকে অতিক্রম করিয়া, বন্ধু-বান্ধব স্বজনপ্রভৃতির প্রীতি প্রণয়কে কোন্ দূরে রাখিয়া, কাহার প্রেম অনন্ত তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে তোমার হৃদয়কে ভাসাইয়া লইয়া চলিল? তুমি যাই দেখিলে—আর নীরব হইলে; এতক্ষণ কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল—এখন আর তাহা নাই; নীরবে—স্তম্ভিতভাবে সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিলে—সাধ্য থাকে এই ভালবাসার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও। যখন ইহা দেখিলে তখন তোমার আমার ছোট খাট হৃদয়গুলি,—আর সেই ভালবাসার নিদানকে ভাল না বাসিয়া কি থাকিতে পারে?—তাই সাধক প্রেমভরে গাহিতেছিলেন "তোমায় ভাল না বেসে কে থাক্‌তে পারে"—যখন তাঁহার ভালবাসা দেখিলে, তাঁহাকে ভালবাসিতে প্রাণমন ঢালিয়া দিলে—তখন তাঁহার বিরোধি অথবা তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবার কার্য্য কি তোমার দ্বারা হইতে পারে? —অসম্ভব, ভালবাসার শাস্ত্রে ইহা লেখেনা। যে সূত্র অনুসারে পিতামাতার বশবর্ত্তী হইয়াছ, সেই সূত্র অনুসারে ভগবানের বশবর্ত্তী হইলে। ইহারই নাম শাস্ত্রকারেরা আর সাধুমণ্ডলী বলিয়াছেন "ধর্ম্ম"। তোমাকে ভগবান ভালবাসেন ইহা দেখ,

দেখিয়া আর ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারনা, সুতরাং তাঁহাতেই রত হইবে ইহাই ধর্ম্ম ; ভালবাসেন তাই ভালবাসিবে—অবশ্যই ভালবাসিবে—বড় ভালবাসেন তাই বড় ভাল বাসিবে। ইংরাজিতে যাহাকে বলে "রেসিপ্রসিটি" (Reciprocity) ; ইহাই ত হইল "ধর্ম্ম"। ইহা কি আর বেদবেদান্ত নহিলে মীমাংসা হইবে না ? তর্কযুক্তি কর, ভালবাসা পলায়ন করিবে। ভালবাসা ভিতরের, বাহিরের ত নহে ; তবে আর অন্যত্র অনুসন্ধান না করিয়া হৃদয়মধ্যেই অনুসন্ধান কর—দেখিতে পাইবে—জগতের পতি যিনি, পিতা যিনি, নেতা যিনি, তোমার আমার হৃদয়ের যিনি বুদ্ধিবৃত্তির নিরন্তর প্রেরক—তোমার আমার যিনি বড় ভালবাসার বস্তু—তুমি আমি যাঁহার এত ভালবাসার পাত্র—তিনিত জানই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাঁহাকে ভালবাসার নামই ধর্ম্ম ; সুতরাং "ধর্ম্মও এক ভিন্ন দুই নহে" ভালবাসার পাত্র এক, ভালবাসাও এক—কখনই দুই হইতে পারে না।" তাই ভাই বলিতেছিলাম "ধর্ম্মও ভাই এক ভিন্ন দুই নহে।" সন্দিগ্ধচিত্ত তার্কিকগণ বোধ হয়, ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইবেন—ইতিহাস লেখকগণ আর ভ্রমপ্রমাদ দর্শাইবেন না—ভক্ত যিনি, তিনি হাসিয়া আবার বাক্যসংযত করিবেন। হে উপাসকমণ্ডলি, যদি কখনও আমরা দেখি, ধর্ম্ম ক্রমশঃ আমাদের নিকট দুই হইয়া যাইতেছে—তবে বুঝিব সে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মের স্বভাব

এক। কারণ ভালবাসাই ধর্ম্ম—এই সত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, হে উপাসকমণ্ডলি, আমরা ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ভালবাসার উৎস যিনি, তিনিই ধর্ম্ম (ভালবাসা) প্রেরণ করিবেন।

আর একটী কথা বলিলেই আজকার প্রস্তাবনার উপসংহার হয়—অতি পবিত্র কথা—সাধু মহাত্মারা তাহা বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা বলিয়াছেন—তাঁহাদেরই মুখে আমরা শুনিতে পাই। সংসারের সুখের সিংহাসনে বসিয়া একজন আমোদের দোলায় দুলিতেছে, কত আমোদ কত প্রমোদ, বিহার বিলাসের অবধি নাই, সুখ ঐশ্বর্য্য আর ধরিতেছে না—এমন সময় ভগবান আসিয়া বলিলেন, "ওরে সন্তান, দেখ্ বাছা একবার চেয়ে দেখ্, আমি তোর জন্য আরও কি আনিয়াছি—দেখ্‌রে স্তনভরা আমার দুগ্ধ, এ দুগ্ধ তুই ভিন্ন আর কাহাকে পান করাইব?—এক ডাক, দুই ডাক, ছেলে ফিরে চায় না, খেলার সামগ্রী সুন্দর মাটীর পুতুল পাইয়াছে, সে কি আর মার ডাক শুনে? মা আবার বলিলেন, দেখ্ বাছা চেয়ে দেখ্, আমি তোর মা, ডাকিতেছি—তোর ক্ষুধা পেয়েছে, মাটীর জিনিষে কি তোর ক্ষুধা ভাঙ্গিবে? আয় বাছা আমার কাছে আয়" এইরূপ বারবার ডাকের পর, ছেলেত ফিরে চাহিল, কিন্তু আসিতে চাহেনা—মা বলিলেন, আরে বাছা তুই তোর

ক্ষুধাও বুঝিতে পারিস্‌না! নির্ব্বোধ শিশু কি প্রকারেই বা বুঝিবে? এই প্রকার কত সস্নেহ আহ্বান ও চেষ্টায় ছেলেত কাছে আসিল, কোলে বসিল, স্তনপান আরম্ভ করিল, কিন্তু খেলনা ত ভুলে না; ক্রমশঃ খেলনার কথা বড় মনে নাই, স্তনপানেই মত্ত, স্তনদুগ্ধের মিষ্টত্ব অনুভূত হইল, তখন স্তনদুগ্ধে ও খেলনায় বড় আমোদের জমাট বাঁধিল—মাতৃকোলে বসিয়া স্তনপান করিতে করিতে খেলনা লইয়া ক্রীড়া করা শিশুর অধিকতর আমোদের হইয়া উঠিল। শিশু নিরাপদ হইল, সুখী হইল, মাতা শান্ত হইলেন, ছেলে না খেলে কি মায়ের স্বস্তি আছে? এইরূপ মা আমাদের, প্রেমদুগ্ধ লইয়া ধনীর, বিলাসীর দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছেন, বলিতেছেন "একটু পান কর, অমৃত সেবনকর, এই যে সুখভোগ করিতেছ ইহা আরও সুখের হইবে।" এই যে ধনীর সুখলালসা বা আমোদ বা অবিরাম ভোগ বিলাস, ইহা বড় মিষ্ট হইতে পারে—কিন্তু ইহাকে মিষ্টতর করিতে কি ইচ্ছা হয় না? এই যে সুখ পাইতেছ আরও সুখ পাইবে, একবার ভগবতীর প্রেমদুগ্ধ পানকর, সুধু মাটির খেলানার সৌন্দর্য্যে কি ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়? দেখ স্নেহময়ী জননী প্রেমমধু লইয়া অবিরত ডাকিতেছেন—তুমি আমি সহসা বুঝি ফিরিয়া চাহিব না, কিন্তু জননী আমাদের ব্যস্ত হইয়াছেন, তিনি কি সুস্থির থাকিতে পারেন? ইহাই দেখিয়া বুঝি সাধু বলিলেন "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"।

গভীরকষ্টে পড়িয়া একজন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, অমনি জননী আসিয়া বলিলেন "বাছা ভয় পাইয়াছ? আমার স্তনপান কর—ভয় দূর হইবে, কষ্ট চলিয়া যাইবে।" মহাকষ্টে যিনি সংসারে পতিত হইয়াছেন, সমস্ত দিক যাঁহার পক্ষে অন্ধকার, যাঁহার আর কোনস্থানে মাথা রাখিবার স্থান নাই, সৌভাগ্য, সম্পদ, মান, যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পুত্রকন্যা মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াছে, বন্ধু বান্ধবের আশ্বাসবাক্য নিস্তব্ধ হইয়াছে, স্বাস্থ্য যাহার চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তখন ধীরে ধীরে জগজ্জননী আসিয়া কাছে বসিলেন, ধীরে অতি সন্তর্পণে পুত্রের হৃদয়স্পর্শ করিলেন, বলিলেন দেখ বাছা শান্ত হও, তোমার জন্য প্রেমবারি আনিয়াছি, পানকর, সুস্থ হও, তখন সেই কষ্টের জীব ধর্ম্মমধু পান করিতে লাগিল, মাতৃক্রোড়ে মাতৃস্তন্যেই আবার সে বিরাম লাভ করিল। ইহা দেখিয়াই সাধু বলিলেন "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"। তাই বলিতেছি সুখে সম্পদে আছ, ধর্ম্মমধু পানকর, অসার সুখ অবিমিশ্র শান্তিপ্রাপ্ত হইবে, দুঃখে আছ ধর্ম্মমধু পান কর, দুঃখ তিরোহিত হইবে। যিনি নির্ব্বোধ তিনিও ধর্ম্মমধু পান করুন্, কারণ ধর্ম্মবুদ্ধিই প্রকৃত বুদ্ধি। যিনি কুরূপ বা ধনহীন তিনি ধর্ম্মমধু পান করুন, প্রকৃতরূপ ও ধনের অধিকারী হইবেন। কারণ "ধর্ম্মই সকল জীবের মধুস্বরূপ"।

এই সত্য, বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য অপেক্ষাও অধিকতর সত্য। অতএব, আমরা ইহা হৃদয়ে ধারণা করিয়া ধন্য হই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

কর্ম্মযোগ।

২৩শে নবেম্বর—১৮৯০।

পুরাণে বর্ণিত আছে স্বর্গের অধিকার লইয়া দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম হয়; কখনও বা দেবতা জয়ী হইলেন, কখনও বা অসুরদল বিক্রমে দেবতাদিগকে পরাস্ত করিল; কত যুদ্ধ, কত বলক্ষয় হইল, জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই; স্বর্গতল ক্ষত বিক্ষত হইল; সমুদয় ভুবন অশান্ত হইয়া উঠিল; অবশেষে দেবতারা পরাজিত হইয়া স্বর্গ হইতে তাড়িত হইলেন; তাঁহাদের স্বর্গের বাস লোপ হইল; দেবভোগ্য স্বর্গভূমি দৈত্যের বিলাস ভবন হইল—অতুল বিক্রমে অসুরদল দেবগণকে ভুবন হইতে ভুবনান্তরে, তাড়িত করিয়া লইয়া চলিল—মহাভয়ে দেবগণ তিরোহিত হইলেন—জগতে দেববিকাশ অন্তর্হিত হইল; পাপ ও অত্যাচারে বিশ্ব পরিপূর্ণ হইল; অবশেষে দেবদেবের আজ্ঞায় সূক্ষ্মরূপী তেজ নানাস্থান অন্বেষণ করিয়া পদ্মের

মৃণালে দেবতার সাক্ষাৎ পাইলেন; দেবদেবের আজ্ঞায় নূতন বল পাইয়া দেবতাবিক্রম বৃদ্ধি পাইল, অসুরগণ পরাজিত হইয়া স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। পুরাণের এই আখ্যায়িকার মূলদেশে, এক অমূল্য সত্য নিহিত রহিয়াছে। মানব মাত্রেরই মনঃস্বর্গে এই দেবাসুর সংগ্রাম নিয়তই সংঘটিত হইতেছে। দেব প্রবৃত্তির সহিত অসুর প্রবৃত্তির নিয়ত সংগ্রামই সংসারের এত সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্যতম কারণ। সংগ্রামে প্রথমতঃ অসুরের জয় প্রায়ই হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের অবনতিও সংসাধিত হয়। সংসারের প্রলোভন আসিয়া যখন অতি গুরুতর আঘাত করে, মানব-চিত্ত সে আঘাত সহ্য করিতে পারে না; কত বাধা দিবার প্রয়াস পায়, সমুদয় ব্যর্থ হইয়া যায়; শাস্ত্রজ্ঞান লুপ্ত হয়; বিবেকবাণী অশ্রাব্য হয়; সৎসঙ্গ বা ধর্ম্মালাপের ফল স্থান পায় না; ইচ্ছা না থাকিলেও মানুষ পাপাচারী হইয়া পড়ে। পাপের পরিণাম পাপ। এক পাপ করিতে না করিতেই আর এক পাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। অধর্ম্মের পরিণাম অধর্ম্ম। পাপাচার ক্রমে সহজ হইয়া উঠে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কোন্ দূর প্রদেশে পলায়ন করে। পাপাচারে আর সংকোচ হয় না, বিবেক আসিয়াও পাপানুষ্ঠানের প্রতিকূল হয় না। হৃদয়ে পাপের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। এই অবস্থা অবনতির চরম অবস্থা—মনে আর ধর্ম্ম

চিন্তা উদিত হয় না ;—সাধুচেষ্টায় একবারও আর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না; কেবল সর্ব্বদাই পাপ অনুষ্ঠান, পাপ চিন্তা—হৃদয় অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারময়—কোথায়ও ধর্ম্মালোকের রেখাটী দৃষ্ট হয় না। এইত দুর্গতির অবস্থা। তাহার পর কি হয়? আর কি জীবের আশা থাকে না? পাপের পর পাপ, অধর্ম্মের পর অধর্ম্মের দাসত্ব করিতেই কি চিরকাল অতিবাহিত হইবে? ধর্ম্ম জগতের ব্যাপার দেখিয়া আশার সঞ্চার হয়। পুরাণের দেবতারও মৃত্যু নাই, কেবলমাত্র তিরোধান, ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরও বিনাশ নাই কেবলমাত্র অন্তর্ধান। দেবতারা মৃণাল মধ্যে বাস করিয়াছিলেন—মানবের সমগ্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও পদ্মমৃণালে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না ;যখনই আবার সময় হয়, মহাতেজে প্রকাশিত হন। হে উপাসকমণ্ডলি, হৃদয়ের কোন্ অংশে সেই মৃণাল অবস্থিত, একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে।—সকল সৎপ্রবৃত্তিই হৃদয় ছাড়িয়া পলায়ন করেন ; কেবলমাত্র এক দয়া প্রবৃত্তিই আমাদের কখনও পরিত্যাগ করেন না ; ইনিই আমাদের হৃদয়ের মৃণাল। পাপে যখন হৃদয় পূর্ণ, তখন হে মানব, কখনও মনে করিওনা যে, তোমার আর আশা নাই ; যে সব দেববৃত্তি আর দেখিতে পাইতেছ না, সে সমুদয় তোমার দয়াবৃত্তির অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। এই দয়াবৃত্তি কখনও মানুষকে পরিত্যাগ করেন না। ঘোর নর-

ঘাতক, বা বিষয়াসক্ত ধনী, কেহই দয়ার অধিকার হইতে বহিষ্কৃত হন না। মহাপাপে লিপ্ত হও, যতপ্রকার কুকর্ম্ম হইতে পারে সাধন কর, কিন্তু দয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। অতি দুর্দ্দিনে, ঘোর মোহান্ধকারের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মরূপী ব্রহ্মতেজ আসিয়া, এই দয়ার মৃণাল হইতে তোমার দেবপ্রবৃত্তির উদ্ধার করিবেন। একবার যখন ভগবানের কৃপায়, দয়ার উৎস খুলিয়া যাইবে, তখন এক এক করিয়া সমস্ত অসুরবৃত্তি হৃদয় হইতে ভাসিয়া যাইবে। দয়ার বেগ অদমনীয়, তুমি আর স্বার্থচিন্তা করিতে পারিবে না, পরের জন্য ব্যাকুল হইয়া পরের জন্য নিজ মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা পরিত্যাগ করিবে; আপনাকে ভুলিয়া পরকে আপনার করিয়া মহাবিক্রমে সংসারে দেবতার ন্যায় অবতীর্ণ হইবে। দয়াস্রোত এই খানেই রুদ্ধ হইবে না; ক্রমশঃ তোমাকে ভাসাইয়া তোমার প্লাবিত-হৃদয় হইতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পুনরুদ্ধার করিবে; এক এক করিয়া আবার হৃদয়ে দেবের বিকাশ হইবে। তোমার হৃদয় স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে। হে সাধক, কখনও মনে করিও না, তুমি প্রথম হইতেই ধ্যানপরায়ণ হইয়া দিবারাত্রি ভগবানের ভাবনায় নিমগ্ন থাকিতে পারিবে। সাধকের প্রথমাবস্থা অতি বিষম পরীক্ষার অবস্থা, এই সময়েই প্রলোভনকে পরাজিত করিতে হইবে। প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, "পাপ তুমি দূর

হও” বলিবামাত্র পাপ দূর হইবে। তাঁহার পক্ষে সর্ব্বদা ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু কৃপাময় হরি জগতের হিতার্থ, পাপীর উদ্ধারের জন্য, সাধকের উন্নতি হেতু, দয়া প্রবৃত্তির সৃজন করিয়াছেন। তুমি ধ্যানমগ্ন থাকিতে পার বা নাই পার, কীর্ত্তনে উন্মত্ত হও বা না হও, নিয়ত দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া লোকের হিতকার্য্যে ব্যাপৃত থাক, ধীরে ধীরে প্রলোভন তোমাকে ত্যাগ করিবে। পাপের বলবৃদ্ধি অভ্যাসেই হইয়া থাকে; অধিক কি, পাপকে অভ্যাসবিশেষ বলিলেও চলিতে পারে। দয়ার কার্য্যে যদি তুমি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাক, তাহা হইলে আর পাপচিন্তা বা পাপ অনুষ্ঠানের সময় হইবে না। অভ্যাস সময়সাপেক্ষ—সময়ে ইহার উৎপত্তি ও স্থিতি। অতএব পাপ অভ্যাস সদনুষ্ঠানে স্বতঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ অনন্যমনা হইয়া লোকের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানকেই “কর্ম্ম” কহে। ধর্ম্ম রাজ্যের এই প্রথম সোপান। ভগবানের কৃপায় ইহাতে জ্ঞান বুদ্ধি কিছুরই প্রয়োজন হয় না; কঠোর সাধন বা ব্রত পালন কিছুরই আবশ্যক নাই। দয়া আমাদের স্বাভাবিক; প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করাও স্বাভাবিক; সুতরাং সহজ ও অনায়াসসাধ্য। অতএব কর্ম্ম সাধন করা কাহারও পক্ষে কঠিন নহে। এই দয়াপ্রবৃত্তি বা কর্ম্মপ্রবৃত্তি ঈশ্বরপ্রণোদিত, মানবত্মার ইহা অমূল্য রত্ন;

সাধকের পরম বন্ধু; পাপব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ। ইহা দেখিয়াই সাধু বলিয়াছেন—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

তাৎপর্য্য এই—জগদ্বিধাতা পরমেশ্বর হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি। ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজমান, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেও তিনি বিরাজিত জানিবে। এই "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ কখনও তণ্ডুলাদি লইয়া ক্রিয়া কলাপ মনে করা না হয়। জগতের হিতার্থ যাহা যজনীয় তাহাই "যজ্ঞ"। ইহাকেই গীতাকার "কর্ম্ম" বলিয়াছেন; বৈষ্ণবেরা জীবে দয়া আখ্যা দিয়াছেন, ইহাই ফকিরি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মানুষে নিষ্ঠা বা জীবে ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়েরা ইহাকেই চ্যারিটি (Charity) বলেন; পণ্ডিতেরা ইহাকে সারভিস্ অব্ ম্যান (Service of man) বা নরসেবা নাম দিয়াছেন। এই দয়াবিবর্জ্জিত হইয়া যিনি আপনাকে আস্তিক বলেন, তিনি আস্তিক নামের উপযুক্ত নহেন, এই দয়ার বশীভূত হইয়া যিনি মানবমণ্ডলীর ভৃত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি নাস্তিক হইলেও অতি মাননীয় আস্তিক। হে দয়াহীন আস্তিক, তুমি আর তোমার ঈশ্বরভক্তির গর্ব্ব করিওনা। ভক্তির মূল ভালবাসা। পিতৃভক্তি থাকিলে পিতাকে ভালবাসা চাই। পিতাকে ভাল বাসিলে,

ভাইদের ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না ; তুমি মিথ্যাবাদী হইবে, যদি তুমি নির্দ্দয় হইয়া ঈশ্বরভক্ত হইতে চাও। তুমি কি মনে কর, মায়ের প্রিয়পাত্র হইব, অথচ দুঃখপীড়িত সহোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিব না। যদি তাহাই হয় তবে তোমার ভ্রান্তি।

ভগবানকে ভালবাসার নামই ধর্ম্ম। এই ভালবাসার স্রোত ব্রহ্মকৃপায় প্রথমতঃ মানবমণ্ডলীর দিকে প্রধাবিত হয়, পরে পৃথিবী সুশীতল করিয়া, যিনি স্রোতের অধিকারী তাঁহারই অভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে যিনি দয়ার্দ্রহৃদয়ে পরার্থে আপনাকে নিযুক্ত করেন, তখন আর এত কথা মনে আইসে না—তাই তিনি নিঃস্বার্থ হইয়া চলিতে পারেন। সেই জন্য এই দয়া বা কর্ম্ম হইতে জগতে সাম্যভাবের বৃদ্ধি হয়, শান্তিসুখের আতিশয্য হয়, মৈত্রী ও ধর্ম্ম প্রচারিত হয় ; এই আত্মবিস্মৃতি বশতঃই সাধক তাঁহার কার্য্যের ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না। কেনই বা তিনি করিবেন, অন্যের দুঃখ দেখিতে পারেন না বলিয়াই তিনি পরদুঃখ বিমোচনে যত্নশীল হন ; তিনি কি আপনার কথা মনে আনিতে পারেন? ইহাই লক্ষ্য করিয়া গীতাকার বলিয়াছেন ঃ—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

নিরাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন কর। আসক্তি রহিত কর্ম্মানুষ্ঠানেই সাধক পরমগতি প্রাপ্ত হন। সহজ কথায়, যদি "মায়ের ছেলে হইতে চাও, তবে ভাইকে আগে ভাল বাস।" সংসারকে ভাল না বাসিলে সংসার-রচয়িতা তোমাকে কি বলিবেন? হে ধর্ম্মপথের পথিক, আরও দেখিতে পাইবে, যে বিষয়বাসনা তোমার পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাস্বরূপ রহিয়াছে—দয়া হইতে তাহা ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। কারণ দয়াশীলের নিকট সাংসারিকতা স্থান পায় না। দয়াতেই আবার দয়ার বৃদ্ধি। দয়ার বৃদ্ধি হেতুই আবার সাংসারিকতার আরও হ্রাস হইবে; হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রকৃষ্টরূপে জাগরিত হইবে। মোহই সাংসারিকতার মূল, সাংসারিকতার সঙ্গে সঙ্গে মোহও বিগত হইবে।

আর একদিকে—দয়ানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আত্মোন্নতি সাধিত হয়, তেমনই আবার জগতে সুখ-শান্তির বৃদ্ধি হয়। দয়া হইতে ক্ষমা আইসে, ক্ষমা হইতে সন্তোষ, সন্তোষ হইতেই শান্তি। আবার দয়া হইতে নরসেবা, নরসেবা হইতে ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব হইতে ধর্ম্ম ও সুখশান্তি জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হয়। যিনি দয়ার বশবর্ত্তী, পরদুঃখ বিমোচনেও আত্মসুখ পরিত্যাগে সর্ব্বদা তৎপর, তিনি জগজ্জননীর প্রকৃত সন্তান।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

জগতে যত যত মহাত্মা ধর্ম্মবীর আগমন করিয়াছেন, সকলেই জীব দুঃখে কাতর হইয়া সুখের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই দয়াপ্রকাশে ঘোরপাপী নরহন্তার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়া, উদ্ধারের পথ খুলিয়া দেয়। এই সব দয়ালু ধর্ম্মবীরের পক্ষে মৃত্যুও কঠিন নহে; তাঁহাদের নিকট মানবসমাজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম; আত্মজীবনের প্রতি কি অধিক আকর্ষণ থাকিতে পারে? এই স্বর্গীয় প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া—প্রাচীন খ্রীষ্টীয়েরা ধর্ম্মের জন্য, পাপীর উদ্ধারের নিমিত্ত, নির্ভয়ে, সানন্দচিত্তে, হন্তার মঙ্গল কামনা করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাই এক দিন উদ্যতায়ুধ পল্ (Paul) ষ্টিভেনের (Stephen) মৃত্যুমুখ দেখিয়া জীবনে আর তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তাই আহত নিত্যানন্দকে দেখিয়া পাপীর হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল—তাহার স্বর্গদ্বার মুক্ত হইল। তাই আজ দুই সহস্র বৎসর পরে সাহারা অতিক্রম করিয়া, শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি ভেদ করিয়া দয়ার্দ্রহৃদয়ে খ্রীষ্ট শিষ্য ধাবিত হইয়াছেন।

তাই কেহ কুষ্ঠরোগীর জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, কেহ বা আহত সৈন্যের শুশ্রূষায় ব্যস্ত রহিতেছেন ; কেহ আবার রোগ নির্ণয়ের জন্য স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতেছেন। প্যালেষ্টাইনে (Palestine) কোন্ প্রাচীন কালে যে দয়াস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে—তাহা আজও নিরস্ত হইল না—কোথায় তাহার সীমা কে বলিতে পারে? কতজন কত আখ্যা লইয়া সেই স্রোতেই ভাসিয়া চলিয়াছেন। উদ্দেশ্য একই—নরসেবা, জীবে দয়া। হে সাধক, জ্ঞানী, পণ্ডিতের কথা শুনিয়া মানুষকে ভুলিও না। মানুষকে ভুলিলে ভগবান্‌কে ভুলিতে হইবে। যেমন সরল রেখা না ভাবিয়া ত্রিভুজক্ষেত্রের কল্পনা করা অসম্ভব; তদ্রূপ মানবপ্রেম ভিন্ন ভগবানের প্রেম অসম্ভব। সকলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন মানব-প্রেম ও ভগবানের প্রেম হৃদয়ে ধারণা করিয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিনাম।

৩০এ নবেম্বর—১২৯০।

মনুষ্য জগতে কত বিভিন্ন প্রকারেরই মনুষ্য দৃষ্ট হয়। তাহাদের বর্ণ বিভিন্ন; আচার, ব্যবহার, ভাষা, পরিচ্ছদ কত বিষয়েই পার্থক্য রহিয়াছে; সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও অনেক বিভিন্ন প্রকারের সাধু দৃষ্ট হয়। কেহ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন; কেহ বা পৃথিবীর পাপে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া, মানবের পাপক্ষালনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; কেহ বা ফলাফল ভগবানকে অর্পণ করিয়া, মানবের হিতার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া ধাবিত হইতেছেন; কেহ বা আবার অবিকৃতচিত্তে সুখ দুঃখ বহন করিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতেছেন; শুভাশুভ সকল সময়েই বলিতেছেন, "ভগবান্ তোমারই ইচ্ছা;" আবার কেহ বা হরিনামে বিভোর হইয়া কখনও বা হর্ষে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কখনও বা ভগবানের বিরহে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, কখনও বা ভাবে অধীর হইয়া নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা প্রেমে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া হরির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন—এইরূপ কত শ্রেণীর সাধক রহিয়াছেন—হে ধর্ম্মরাজ্যের

পথিক, তুমি ইহাদের কাহাকেও হীন মনে করিও না। মনুষ্য জগতে যেরূপ বর্ণ আচার পরিচ্ছদ প্রভৃতি অনেক সামান্য সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সাধক ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত; কিন্তু তাঁহারা সকলেই সাধক, এক পথেরই পথিক, এক উদ্দেশ্য সাধনেই লালায়িত; তাঁহাদের বাহিরের পার্থক্য দেখিয়া, সত্যান্বেষী কখনই বিমুগ্ধ হন না। ইহা শুনিয়া প্রথমতঃ মনে হইতে পারে, নিশ্চল স্থাণুপ্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, গভীর ধ্যানসাগরে যোগী নিমগ্ন রহিয়াছেন, অন্তর্ব্বহিঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—স্মৃতি সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে, ভূতভবিষ্যৎ তিরোহিত, শুধু কেবল বর্ত্তমান—তাহাও গত-প্রায়—গভীর গভীরতর সুধাস্বাদ, মহান্ অনন্ত সত্ত্বায় নিমগ্ন; আর একজন হরিনামে মত্ত হইয়া দিবা নিশি কীর্ত্তন করিতেছেন; যদি কথা কহেন, তবে হরির কথাই কহেন; যদি কিছু শ্রবণগ্রাহ্য হয়, তবে হরি নামই হয়, যদি কখন কিছু আস্বাদন করেন, তবে হরি নামই আস্বাদন করেন; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখেন হরিনাম, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন হরি নাম; চিন্তায় হরিনাম—বুদ্ধিতে হরিনাম—সূর্য্যোদয়ে তাঁহার হরিনাম বিরাজমান, পত্র পুষ্পে তাঁহার হরিনামাঙ্ক; সমুদ্র তরঙ্গে গিরিশৃঙ্গে তিনি হরিনামের বিচিত্রলীলা দর্শন করেন—আবার সংসারের ছোট বড় সুখ দুঃখময় ব্যাপারে দেখেন হরিনাম;

তাঁহার জগৎপূর্ণ হরিনামে, তিনি পূর্ণ হরিনামে; তাঁহার নিকট হইতে হরিনাম কাড়িয়া লও, দেখিবে আর তাঁহারও সত্ত্বা নাই, তাঁহার বিশ্বেরও অস্তিত্ব নাই। একজন গম্ভীর যোগী, আর একজন চঞ্চল কীর্ত্তনকারী—প্রথমতঃ মনে হইতে পারে, এই দুই সাধকের ভিতরে সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব; একজন স্থির, ধীর, শান্ত;—আর একজন উন্মত্তপ্রায়, সর্ব্বদাই নৃত্যগীতশীল—এই দুইজন কি প্রকারে এক পরিবারভুক্ত হইবেন—হে সাধক বিশ্বাসী ও ভাবুক হইয়া চিন্তা কর, দেখিবে—ইঁহারা সকলেই বিশ্বজননীর পরিবারে একই কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন—দেখিবে উচ্চ কীর্ত্তনে ও নীরব ধ্যানে বড় পার্থক্য নাই; একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্নরূপে বিকাশমাত্র দেখিবে; যোগীর ধ্যান ভক্তের নামগান হইতে ভিন্ন নহে; দেখিবে যোগীই ভক্ত, ভক্তই যোগী; আর যিনি সাধু তিনিই ভক্তযোগী। ভাবুক হৃদয় ইহার তাৎপর্য্য সহজেই গ্রহণ করিবেন; এখন আমরা হরিনামের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। যিনি পুত্রবান্ পিতা, বা পুত্রবতী মাতা, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "পুত্রের নাম করিতে, পুত্রের কথা কহিতে, তোমাদের এত ইচ্ছা হয় কেন?" সখাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "সখার নামে, সখার আলোচনায় তোমার এত হর্ষ—এত উৎসাহ কেন?" যদি স্বামিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয় "পরস্পরের নামে,

আলাপে, প্রসঙ্গে তোমাদের এত অনুরাগ কেন ?” ইহাদের সকলেই একই উত্তর দিবেন, “যাঁহাকে ভালবাসা যায় তাঁহার নাম না করিয়া থাকা যায় না; তাঁহার আলাপে,—তাঁহার প্রসঙ্গে অতীব সুখ ও প্রীতির উদয় হয়।” এইরূপ যিনি যে স্থানটী ভালবাসেন, তাহারই কথা তিনি কতবার বলিয়া থাকেন; যাঁহার যে দ্রব্য-বিশেষের উপর অনুরাগ, তাঁহার সেই দ্রব্যেরই গুণ কথনে অভিলাষ; যিনি যে গায়কের পক্ষপাতী, তিনি তাহারই কণ্ঠের প্রশংসা করেন; যিনি যে শাস্ত্রের পাঠক, সেই শাস্ত্র চর্চ্চাতেই তাঁহার পরম তৃপ্তিলাভ হয়; যেখানে ভালবাসা ও অনুরাগ সেইখানেই পক্ষপাতপ্রসঙ্গ, ভাল-বাসা ও অনুরাগশাস্ত্রের এই বিধি যে, যিনি ইহার সেবক হইবেন, তিনিই পক্ষপাতী হইবেন; কত বিষয়, কত দ্রব্য থাকিতে পক্ষপাতী হইয়া ভালবাসার বস্তুর প্রসঙ্গ করিতে হইবে; এই অন্ধতা বা পক্ষপাতিতা ভালবাসার প্রধান গুণ। এই গুণ বশতঃই ভালবাসা এত মধুর—ভালবাসার বস্তু এত মনোহর ও রমণীয়; তাহার আলাপ হর্ষ ও প্রীতিপ্রদ। মাতাকে জিজ্ঞাসা কর, সন্তানের নামে তাঁহার কেমন আহ্লাদ হয়; সখাকে জিজ্ঞাসা কর, সখার নামে তিনি কেমন নাচিয়া উঠেন, তাঁহার বুক প্রশস্ত হইয়া কেমন উঠে; উভয়েই একবাক্যে বলিবেন ভালবাসার ইহাই রীতি। যখনই ভালবাসার সামগ্রীর

নাম করা হয়, তখনই তাঁহার গুণাবলীসমন্বিত চরিত্র মনশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়, তাঁহার সহবাসের স্মৃতি উদিত হয়; এই ধৃতি ও স্মৃতি আবার ভবিষ্যৎ সহবাসের আশা সংগোপনে হৃদয়ে জাগরিত করে—এত ব্যাপার এই নামোল্লেখে হইয়া থাকে। তাই প্রিয়তমের নামোচ্চারণে এত সুখ, এত আরাম। ইহা ত সব পৃথিবীর কথা—কীর্ত্তনকারী ভক্তও পৃথিবীবাসী—তাঁহার পক্ষেও ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মাতার প্রিয় সন্তান, সখার প্রিয় সখা, ভার্য্যার প্রিয় স্বামী, স্বদেশ বৎসলের স্বদেশই প্রিয়, শাস্ত্রানুশীলনকারী পণ্ডিতের শাস্ত্রগ্রন্থই প্রিয়, আবার দয়ার্দ্রের দীনহীন ও নিঃসহায়ই প্রিয়; হে সাধক, তুমি কি জান না কীর্ত্তনকারী ভক্তের প্রিয় সামগ্রী কি? জননীর স্নেহ অতিক্রম করিয়া, সখার প্রীতি দূরে রাখিয়া, দম্পতীর প্রেম পশ্চাৎ ফেলিয়া কাহার অভিমুখে তাঁহার স্নেহ প্রেম ভালবাসা ধাবিত হইয়াছে? ভক্তের পুত্র আর নাই, ভগবানই তাঁহার পুত্র; তাঁহার সখা আবার অন্যকে, ভগবানই তাঁহার সুহৃদ; তাঁহার আবার স্বামিস্ত্রী কোথায়? ভগবানই তাঁহার প্রেমাস্পদ, তাঁহার আবার ধন সম্পদ কি, ভগবানই তাঁহারআসক্তির সামগ্রী। গৃহীর গৃহ আছে, মাতার পুত্র আছে, সখার সখা আছে; ধনীর ধনসম্পদ ও পণ্ডিতের বিদ্যাচর্চ্চা আছে—কিন্তু ভক্ত সর্ব্বস্ববিহীন, তাঁহার গৃহ নাই, মাতা

নাই, পিতা নাই, পুত্র, স্বামী, বন্ধু, ধন, সম্পদ, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই নাই—আছে মাত্র একটীধন, একসামগ্রী, একবস্তু; তাই আর কিছু না পাইয়া, অন্যদিকে না চাহিয়া, অনন্যমনা হইয়া সেই একজনকেই ভাল বাসি-তেছেন। সকলেরই জানা আছে যাহার এক সন্তান, তাহার সেই সন্তানের উপর স্নেহ বড় প্রবল হয়, কারণ তাহার ত আর দুটী নাই; ভালবাসার আর দ্বিতীয় বস্তু ভক্ত পাইলেন না—তাই প্রাণমন ঢালিয়া সেই ভগবানকে ভাল বাসেন, তাঁহার হৃদয়ের যত প্রেমস্রোত আর পথ না পাইয়া ভগবানের অভিমুখেই প্রবাহিত হয়—তাই আর ভালবাসিবার কিছু নাই বলিয়া ভক্ত উন্মাদের ন্যায় ভালবাসেন; তাঁহার প্রেম অবিমিশ্র ও একদেশে প্রবহমাণ। এখন দেখ ভাবুক, ভক্ত কেন ভগবানের নাম সর্ব্বদাই করেন; সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিনি যাঁহাকে ভাল বাসিলেন, তাঁহারই কথা ভিন্ন আর কোন কথা তাঁহার মনে আইসে না, তাঁহার নাম ভিন্ন আর কোন শব্দই উচ্চারিত হয় না; রসনায় প্রেমময় হরির নাম উচ্চারিত হইতেছে, কর্ণে সেই নাম শ্রবণ করিতেছে; এই উচ্চারণ ও শ্রবণ হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে উল্লাস, উল্লাস হইতে সম্ভোগলিপ্সা, লিপ্সা হইতে মত্ততা; অমনই ভক্তের বিশ্ব হরিনামের বিশ্ব হইয়া পড়িল। হৃদয়ের হরিনাম রসনায় উদিত হইল, অন্তরের হরিগান

জগতে প্রতিধ্বনিত হইল; তাই উন্মত্ত ভক্ত উৎফুল্লচিত্তে শুনিলেন—পৃথিবী, রবি, তারা হরিনাম গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিয়াছে; তরঙ্গ নিচয় হরিনামে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে; ভীম মারুত কঠোর স্বরে তাল দিতেছে, পক্ষিকুল সুধাস্বরে হরিনাম গাহিয়া জগৎ শীতল করিতেছে; আলোক ও আঁধার, দেশকালপারাবার, হরিনামে বিভোর হইয়া সংকীর্ত্তনে মত্ত রহিয়াছে। হরিপ্রিয় ভক্ত স্বয়ং গায়ক, জগৎ তাঁহার শ্রোতা, আবার জগৎ হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে, ভক্ত শ্রবণ করিতেছেন, তাই ভক্ত চক্ষু মেলিয়া দেখেন হরিনাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখেন হরিনাম তাঁহার অন্তর্ব্বহিঃ হরিনামময়; হরিনাম হরিময়, তাই ভক্তের পক্ষে "অন্তর্ব্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্" তাই কীর্ত্তনমত্ত ভক্ত ধ্যানমগ্ন—ধ্যান আবার কি? হরির প্রেম ধারণা করাই ধ্যান। ভক্তের চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, আছেন একমাত্র হরি ও হরিনাম; তিনি সর্ব্বদাই ধ্যানস্থ, তাঁহার আবার অন্য ধ্যান কি? ধ্যান মগ্নও তিনি, যোগী ও তিনি—ভগবান ভিন্ন আর কিছুতেই যাঁহার যোগ নাই, তিনি ভিন্ন আর কে যোগী হইতে পারে?

ভাল বাসেন বলিয়া ভক্ত সর্ব্বদা হরিনাম করেন, ইহা ত হরিনামের একদিক হইল; হরি নামের আর একদিকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পৃথিবীতে সকলেই কখনও সাধুভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না;

সকলেই প্রায় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হন ; বৃথা কামনা ও আসক্তি প্রায় সকলেরই হৃদয় একবার না একবার অধিকার করে ; একবার না একবার সকলেরই প্রায় প্রলোভনের নিকট পরাজিত হইতে হয় ; দুর্ব্বলচিত্ত প্রলুব্ধের সংখ্যাই জগতে অধিক ; সুদৃঢ়মনাঃ তেজস্বী সাধু অতি বিরল। যেমন দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি ও আসক্তিই জগতের সর্ব্বগ্রাসী ব্যাধি, তেমনই হরিনাম এই ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ। আসক্তি ও প্রবৃত্তিই ধর্ম্মপথের দুস্ক্রমণীয় অন্তরায় ; হরিনাম হইতে এই বিঘ্ন অন্তরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া তিরোহিত হয়। হে সাধক ! পাপে তোমার চিত্ত কলুষিত হউক, প্রবৃত্তির আক্রমণে উচ্ছৃঙ্খল হউক, তোমার রসনা ত বশে থাকিবে, সেই সময় ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, হরিনাম করিবে। রসনার হরিশব্দ কর্ণে গ্রহণ করিবে। বার বার উচ্চরবে হরিনাম করিবে, বার বার কর্ণ সেই হরিনাম শ্রবণ করিবে ; শ্রবণ হইতে পাপপঙ্কিল হৃদয়ে হরিনাম গিয়া ধীরে ধীরে আঘাত করিবে—ধীরে ধীরে হরিচরিত্র মনশ্চিত্রে উদিত হইবে। কখনও বা উদিত হইবে, আবার পরক্ষণেই বিলীন হইবে। হে সাধক ভীত হইওনা, আশার সহিত রসনায় ঘন ঘন হরিনাম উচ্চারণ কর—করিতে করিতে ক্রমশঃ হরিচরিত্র হৃদয়পটে সুন্দর প্রতিফলিত হইবে ; যতই হরিচরিত্র উজ্জ্বলতর প্রতিফলিত হইবে ; ততই তোমার পাপ

প্রলোভন দূরে পলায়ন করিবে। হৃদয়ে এই হরিচরিত্র যতই দর্শন করিবে, ততই হরির উপর তোমার আসক্তি হইবে; হরির উপর তোমার যখন আসক্তি হইল তখন হে পাপসন্ত্রস্ত হৃদয়, তোমার মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হইল; হরির উপর যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পাপাসক্তির হ্রাস হইবে; চিত্ত আসক্তিশূন্য থাকিতে পারেনা, হয় হরির আসক্তি, না হয় পাপাসক্তি হৃদয়ে অবস্থান করিবেই করিবে; প্রকৃতি শূন্যস্থান দেখিতে পারেন না; পাপাসক্তি প্রস্থান করিলেই হরির আসক্তি আসিয়া উপনীত হইবে; আবার হরির আসক্তি আসিতেছে দেখিয়া পাপাসক্তি পলায়ন করিবে। এই ভগবানের উপর আসক্তির অন্যতম নাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা ভগবানের উপর আসক্তি যতই প্রবল হইবে, ততই ভগবানকে পাইবার কামনা বলবতী হইবে; পাপ প্রলোভন এই বলবতী বেগশালিনী ভগবৎকামনার নিকট দাঁড়াইতে পারিবে না। যতই ইহার বৃদ্ধি হইবে ততই পাপবোধ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে; ক্রমশঃ হরিময় চিত্ত হইয়া হরি প্রেমে মত্ত হইবে; পাপ অশান্তি হইতে ত্রাণ পাইবে। এই হরিপ্রেম হইতেই মত্ততা অথবা এই প্রেমই মত্ততা—এই প্রেমই হরিভক্তি, হরির উপর ভালবাসা। এই ভালবাসা হইতে হরিনাম মধুর হইবে। তখন হরিনামোচ্চারণ সহজ ও স্বাভাবিক হইবে;

এমনই হইবে যে আর হরিনাম না করিয়া থাকা যাইবে না। হরিনাম করিতে করিতে হরিনাম শ্রবণে প্রবিষ্ট হয়; হরিনাম শুনিতে শুনিতে হরি চরিত্রের স্মৃতি ও উপলব্ধি উদিত হয়। এই স্মৃতি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে প্রেম, হরিপ্রেম হইতে হরিধ্যান সমাগত হয়—ইহা দেখিয়াই পণ্ডিত প্রাচীন সাধু বলিয়াছেন "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যং মন্তব্যং নিদিধ্যাসিতব্যং পশ্চাৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যং;" অতএব হে পাপাচারী, তুমি নিরাশ হইওনা, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া পাপানুষ্ঠান হইতে কিছুতেই বিরত হইতে পারিতেছ না, হরিনাম কর পাপাচরণ লঘু হইয়া আসিবে; ক্রমশঃ ভগবানের কৃপায় পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে। হে শোকতপ্ত! হরিনাম কর, হরিনাম হরিপ্রেম উৎপাদন করে, হরিপ্রেমে তোমার হৃদয়ের অভাব মোচন হইবে। হে বন্ধুহীন সম্পদ হীন ভগ্নাশ হইওনা; হরিনামে তোমার সমুদায় ব্যথা আরোগ্য হইবে। হে ধর্ম্মপথের পথিক! এই হরিনাম অস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিও পাপাসুর তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। হে প্রবৃত্ত-সাধক! হরিনামকীর্ত্তনে কখনও অলস হইওনা। হে উপাসকমণ্ডলি স্ব স্ব জীবনে হরিনাম মাহাত্ম্য পরীক্ষা করিয়া দেখ; ভগবানের কৃপায় আইস আমরা সকলে মিলিয়া হরিনাম ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি,—ওঁ।

আস্তিকতা।

৭ই ডিসেম্বর—১৮৯০

অতি প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্য সমাজে এক বিষম আন্দোলন চলিতেছে ; কত বিবাদ, কত মতভেদ উত্থিত হইয়াছে। কখনও যে এ বিবাদের মীমাংসা হইবে এমন বোধ হয় না। "কে আস্তিক" ইহাই লইয়া জগতে কত কলহ তর্ক হইয়া গিয়াছে, আরও কত কালে যে ইহার অবসান হইবে কে বলিতে পারে ? যতকালের ইতিহাস পাওয়া যায়, দেখিতে পাওয়া যায় এই "আস্তিকতা-সংগ্রাম" কখনই প্রশমিত হয় নাই। সভ্যতার বিস্তারে এ সংগ্রামের বিরাম নাই, জ্ঞানের বৃদ্ধিতে ইহার হ্রাস হইল না। এই সংগ্রামে কত নরশোণিত প্রবাহিত হইল, কত বুদ্ধিবিদ্যা প্রকাশ পাইল, তথাপি ইহার নিষ্পত্তি নাই। কেহ বা আপনাকে শ্রেষ্ঠতম আস্তিক মনে করিয়া অন্যের নাস্তিকতায় ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কেহ বা আপনাকে দেবাংশ দেববংশসম্ভূত জ্ঞানে অন্যের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইলেন। কেহ বা স্বজাতীয় সাধুর অনুসরণ করিয়া তীব্রকণ্ঠে নাস্তিকের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কেহ বা মহাপুরুষের বাক্যে নির্ভর করিয়া

অসিহস্তে আস্তিকতা প্রচারে বহির্গত হইলেন। কেহ বা নাস্তিকতার অভিযোগে আস্তিকতা সংস্থাপনে ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন; কেহ বা জ্বলন্ত বহ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। একেশ্বর বাদ দেবদেবীর উপাসকের প্রতি ঘৃণাকটাক্ষপাত করিলেন; দেবদেবীর উপাসক প্রতিযোগীর নাস্তিকতা প্রমাণে অগ্রসর হইলেন। নিরাকারবাদী পৌত্তলিককে উপহাস করিলেন; পৌত্তলিক প্রতিপক্ষের আকাশ পূজায় বিদ্রূপ করিলেন। জ্ঞানী বলিলেন জ্ঞানমার্গই আস্তিকতার মার্গ। ভক্ত যোগীর বিশ্বাস হইল ভক্তিই প্রকৃত আস্তিকতা। আবার নিষ্ঠাবান আচারভ্রষ্টের নাস্তিকতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এইরূপ আপনার আস্তিকতা ও পরের নাস্তিকতা দেখিয়া কত বিসম্বাদ হইতেছে। বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি সহকারে, পৃথিবীতে আর এক শ্রেণীর নাস্তিকাখ্য সম্প্রদায় উদিত হইয়াছেন। পৃথিবীর দুঃখকষ্টে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া ইঁহারা বলিতেছেন "ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহাতে মানবের প্রয়োজন নাই; যিনি মানবদুঃখমোচনে অক্ষম এমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব দুইই সমান। অতএব তাঁহার আরাধনার প্রয়োজন নাই, নরসেবাই পরমধর্ম্ম।" ইহা শুনিবামাত্র সমগ্র আস্তিকমণ্ডলী অতি ব্যস্ত হইয়া এই নাস্তিক মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কেহ বা নাস্তিকের পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া অধীর হইতেছেন।

পৃথিবীর এই চিরন্তন গোলযোগ কোলাহলের মধ্যে কে আস্তিক, আস্তিকতাই বা কি, হে সাধক তোমাকে স্থির করিতে হইবে। হিন্দু বা খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন বা মুসলমান, সন্ন্যাসী বা গৃহী, আস্তিকাখ্য বা নাস্তিকাভিধেয়, ইঁহাদের মধ্যে কে আস্তিক, ইহাই প্রথমতঃ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

"সঃ অস্তি" এই বিশ্বাস ও জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই আস্তিক। সঃ = তিনি; অস্তি = আছেন; সঃ অস্তি = তিনি আছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? অনন্ত অন্তরীক্ষ, অগণ্য তারকারাজি, অভ্রলেহী গিরিশৃঙ্গ, সুনীল সাগর বক্ষ, মনোহর ফুল-দল, বিহগের কলনাদ; শিশুর অস্ফুট হাসি, শান্তিসুখের গৃহপরিবার, পিতামাতার স্নেহামৃত, সমাজ স্বদেশ; এত ব্যাপার থাকিতে, তিনি আছেন, ইহার অর্থ কি? হে সাধক, ক্ষণকাল ভাবুকের হৃদয় লইয়া চিন্তা করিলে "তিনি আছেন" ইহার অর্থ কি বুঝিতে পারিবে। চক্ষু মেলিলেই অনন্ত আকাশ, অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, বিচিত্র ভৌতিকলীলা, স্নেহ প্রীতি দয়া, জনক জননী, আত্মীয় বন্ধু, বুদ্ধি চিন্তা, মানবজীবন, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভাবুকহৃদয়কে আকর্ষণ করে। এই সব দেখিতে দেখিতে ভাবুক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিলেন; বিস্ময় হইতে ভাবনার উদয় হয়। বিস্ময়াকুলচিত্তে এই বৈচিত্র্যময় জগতের তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। বৈচিত্রের

পর বৈচিত্র, রহস্যের পর রহস্য নিয়ম প্রণালীর পর নিয়ম প্রণালী—দেখিতে দেখিতে ভাবুক ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করেন। বিস্ময়-প্রেরিত হইয়া, ভাবনায় গভীর গভীরতর নিমগ্ন হয়েন। এইরূপ ভাবনামগ্ন হইতে হইতে ভাবুক দেখিতে পান অন্তর্ব্বহিঃ সমুদয় জগৎ কাণ্ডের মূলদেশে কে এক অতীব মহান্ বিরাজমান, তখনই তাঁহার হৃদয় হইতে "সঃ" "তিনি" এই ধ্বনি উত্থিত হয়। ভাবুকের বিস্ময় এই স্থানে নিবৃত্ত হইল না। আরও গভীর প্রবেশ করিতে লাগিলেন—বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—সেই অতীব মহানের আদি অন্ত নির্দ্ধারণ হইল না—তাঁহার দ্বিতীয় ও আর দৃষ্ট হইল না; অমনিই ভাবুক হৃদয়-গ্রন্থে লিখিত হইল "একমেবাদ্বিতীয় মনন্তম্"। সঙ্গে সঙ্গেই ভাবুক দেখিলেন, এই বিবিধলীলাময় জগৎ সেই অনন্ত ভূমায় প্রতিষ্ঠিত "ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং"। ইহার কোন স্বাধীন সত্ত্বা নাই—অমনই জগৎ ক্রিয়ার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া বলিলেন "সঃ অস্তি" "তিনি আছেন"—জগৎ সৎ বা অসৎ তিনি সৎ; জগতের সত্ত্বা যদি কিছু থাকে,তবে তাহা তাঁহার সত্ত্বায় অবস্থিত। যাই ইহা হইল, অমনই ভাবুক পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "সঃ অস্তি""সঃ অস্তি"—বলিতে বলিতে ''সঃ অস্তি'' এই জ্ঞানাক্ষর তাঁহার হৃদয়ে ক্ষোদিত হইল। এতক্ষণে ভাবুকের আস্তিকতা আরব্ধ হইল। তিনি একবার বলেন,

"সঃ অস্তি" একবার বলেন "সৎ"। এই বলিতে বলিতে তিনি মহাধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। নিমগ্ন হইতে হইতে দেখিতে পাইলেন, এই সৎপুরুষ কি মহিমাবিশিষ্ট—দেখিতে দেখিতে নিত্য সত্যের পরম ধ্যান অতি গভীর গাঢ় হইলেন। সৎবস্তুর মহাসাগরে ভাবুক তত্ত্বের সিদ্ধান্ত পাইলেন। যে মীমাংসার অনুসন্ধানে, তিনি এত-দূর আসিয়াছেন, এত গভীর সৎসাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন,সেই মীমাংসা এখানে আসিয়া প্রাপ্ত হইলেন। রহস্যময় বিশ্বের ব্যাখ্যা অধিগত হইল। ভাবুক জ্ঞান গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। ধ্যানমগ্ন জ্ঞানমগ্ন হইয়া বলিলেন "সৎচিৎ" সেই অতীব মহান্ সত্যস্বরূপও জ্ঞান স্বরূপ। "সৎচিৎ" ভাবিতে ভাবিতে সাধক আস্তিকতার আর এক সোপানে উত্থান করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন অনন্ত ভূমায় সৎ ও চিৎ—সত্য ও জ্ঞান মিলিত হইয়াছে।

আবার পুনঃ পুনঃ "সঃ অস্তি" উচ্চারিত হইতে লাগিল—তিনি আছেন, জ্ঞান স্বরূপ হইয়া আছেন—সৎচিৎ ইহা সাধন হইল। জ্ঞানস্বরূপের ভাবনা করিতে করিতে জ্ঞানস্বরূপের প্রেমের আস্বাদ হইল। ক্রমশঃ উপলব্ধি হইল, এই সমগ্র সংসার, ধ্যান, ভাবনা, সমুদয়ই চিৎ-স্বরূপের প্রেম হইতে হইয়াছে—আর সেই অনন্ত ভূমা সচ্চিৎ, ভাবুকের অতি নিকটস্থ পরম প্রেমাস্পদ অতি

প্রিয়তম—যাই এই আশাতীত ফল লাভ হইল, যাই সৎ-বস্তুর অভ্যন্তরে প্রিয়বস্তু লাভ হইল অমনিই ভাবুকের আনন্দ সিন্ধু উথলিয়া উঠিল—তিনি “আনন্দ আনন্দ” বলিয়া উঠিলেন—তাঁহার ‘সচ্চিদানন্দ’ সাধন হইল—তিনি প্রকৃত আস্তিক হইলেন। এই আনন্দবারি পান করিতে করিতে সাধকের মোহভয় বিদূরিত হইল—তিনি “অমৃতত্ব” লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “সচ্চিদানন্দরূপমমৃতম্” সাধক প্রথমে ছিলেন বিস্ময়াবিষ্ট ভাবুক—বিস্মিতচিত্তে মহাসত্বার সর্ব্বমূলত্ব বুঝিতে পারিলেন,—ক্রমে চিৎ আনন্দ সাধিত হইল—ভাবুক আস্তিকতা লাভ করিলেন—আস্তিক আনন্দসুধা পানে অমর হইলেন—তাঁহার মোহ-নিদ্রা বিগত হইল তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

“যে সমস্ত বিষয়ে ভগবানের সত্বা দেখিতে পায়, আর সমস্ত বিষয় ভগবানে অবস্থিত দেখিতে পায়, তাহাকে ভগবান বিনাশ করেন না, সেও ভগবানকে বিনাশ করে না। সে আত্মতত্ব লাভ করে।”

যিনি এইরূপ “সঃ অস্তি” ও “সচ্চিদানন্দরূপমমৃতম্” সাধন করেন, তিনিই প্রকৃত আস্তিক পদবাচ্য। যিনি

ভগবানের সত্ত্বা অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ আস্তিক। নতুবা সম্প্রদায়বিশেষের দোহাই দিয়া বা ধর্ম্মগ্রন্থের নাম করিয়া কেহ কখনও আস্তিক হইতে পারে না। আস্তিকের সম্প্রদায় নাই, জাতি নাই, বিশেষ কোন পন্থা নাই, উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, কেবল মাত্র এক মহাসত্ত্বায় নিমগ্ন হইয়া, আস্তিক পরমানন্দ লাভ করেন। আস্তিকের গুরু নাই, মন্ত্রদাতা নাই, শিষ্য নাই, উপদেষ্টা নাই, তাঁহার সমুদয় জ্ঞান বুদ্ধি সেই বিশ্বরূপে নিহিত। আস্তিকের বিভব নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, সমুদয় সচ্চিদানন্দের মহিমায় লুপ্ত হইয়াছে। আস্তিকের জাতি নাই, ক্রিয়া নাই, চিন্তা নাই বোধ নাই, সমুদয় জ্ঞানময়ের সত্ত্বায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

“যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগর্ত্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥”

“সর্ব্ব ভূতের পক্ষে যখন রাত্রি—সংযমী (আস্তিক) তখন জাগ্রত থাকেন—যখন সর্ব্বভূত জাগ্রত সত্যদর্শী মুনির সে কোলাহল নিশাস্বরূপ।”

যিনি এবম্বিধ তিনিই আস্তিক, তাঁহার স্বভাবকে আস্তিকতা কহে। হে সাধক, প্রকৃত আস্তিক হও, আস্তিকতাই তোমার একমাত্র অবলম্বনীয়। এই আস্তি-

কতা লইয়া সর্ব্বত্র এত বিবাদ বিসম্বাদ। তুমি আমি সকলেই আপনাকে আস্তিক বলিয়া মনে করি—আমাদের বিবেচনা করা উচিত, সত্য সত্যই আমরা আস্তিক কি না। মুখের কথায় কখনও আস্তিকতা লাভ করা যায় না, জগতের নিয়ন্তা স্বর্গে বা অন্যত্র বা সর্ব্বত্র আছেন—এক বার শুনিলাম—বিশ্বাসও করিলাম—কিন্তু উপলব্ধি ও সাধন হইল না—ইহাকে আস্তিকতা বলে না। সর্ব্বত্র ভগবান হরি বিরাজমান, এই বিশ্বাস যদি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত থাকে তবে তাহা আস্তিকতা বাচ্য হইতে পারে। বুদ্ধি-দ্বারা একবার মাত্র স্বীকার করিলাম—ভগবান আছেন—সে স্বীকার অস্বীকার দুইই সমান। সমস্ত সময় সকল স্থানে,ভগবান ব্যাপ্ত—আমরা যাহা করিতেছি ভাবিতেছি—সমুদয় তিনি দেখিতেছেন তাঁহার প্রেমমহিমায় আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা যখন অনুভূত হয়, তখন আস্তিকতা লাভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তখন আর পাপপ্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান পায় না—সম্মুখে অতি নিকটে জনকজননী দণ্ডায়মান, ইহা দেখিয়া আর কে পাপ আচরণ করিতে পারে? সর্ব্বজ্ঞ পিতাকে এত নিকটস্থ দেখিয়া হৃদয় হইতে অপ্রেম, অধর্ম্ম, অপবিত্রতা সমুদয় পলায়ন করে—ভগবৎপ্রেম, মানবপ্রেম আসিয়া চিত্তবৃত্তি আশ্রয় করে। অধিক কি এক কথায় যিনি আস্তিক তিনি পাপ করিতে পারেন না, পাপ ভাবিতেও

পারেন না। কারণ আচরণে আর ভাবনায় বড় প্রভেদ নাই। তাই একদিন আস্তিক নানকশিষ্য নির্জ্জনে জীব হত্যা করিতে অসমর্থ হইলেন—তাঁহাকে গুরু কহিলেন "বৎস, নির্জ্জনে, সকলের অজ্ঞাতে এই পক্ষিশাবক হত্যা করিয়া লইয়া আইস।" গুরুর আদেশ প্রতিপালনে শিষ্য তৎপর হইলেন—গৃহ, অরণ্য, দিবালোক, তামসী রজনী, সমুদয় পরীক্ষা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন—যেখানে যান, মানবের গোচর হইতে ত্রাণ পান, কিন্তু ভগবানের অগোচর হইতে পারিলেন না। অবশেষে বিস্মিত হইয়া—নির্জ্জন স্থান নাই বলিয়া—গুরুর নিকট প্রত্যাগত হইলেন। তাই যিনি আস্তিক তিনি নানক শিষ্যের ন্যায় নির্জ্জন স্থান দেখিতে পান না, পাপাচরণ করিতেও পারেন না। পক্ষান্তরে যিনি পাপকর্ম্ম করিতে পারেন, তিনি কখনই আস্তিক হইতে পারেন না। হে সাধক, যতদিন দেখিবে হৃদয়ে পাপ বিরাজিত, ততদিন জানিও আমরা নাস্তিক, আস্তিক নহি। যতদিন মনোমধ্যে অপ্রেমও হিংসা থাকিবে ততদিন আমাদের আস্তিকতার গর্ব্ব অমূলক ও অসার। আবার যাঁহারা মানবের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, জগতের নিয়ন্তার অপেক্ষা না করিয়া পরহিতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে কৃতসংকল্প, নাস্তিক হইলেও, তাঁহাদের চিত্ত আস্তিকতা ও ধর্ম্মজ্ঞানপূর্ণ। মুখে আস্তিক বলিয়া মিথ্যা কথা কহেন না—সে গর্ব্বও তাঁহাদের নাই। কথায়

তাঁহারা নাস্তিক—কার্য্যে তাঁহারা আস্তিক। শত শত স্বার্থপর বিষয়লুব্ধ ইন্দ্রিয়সেবী হিংস্রক—আস্তিকাখ্যা-ধারীর অপেক্ষা, সর্ব্বদা জীবের হিতে রত নরসেবাপরায়ণ নাস্তিক—সহস্রগুণে প্রশংসনীয়ও আস্তিক। আস্তিকতা শুধু বাক্যে বা গ্রন্থে, শাস্ত্রে বা সম্প্রদায়ে নাই আস্তিকতা হৃদয়ে, আস্তিকতা ব্যবহারে, আস্তিকতা কার্য্যে। সহস্র তর্কযুক্তিনিষ্ঠায়, অভিমানসূচক বাক্যব্যয়ে নাস্তিক আস্তিক হইবে না। আবার শুদ্ধচিত্ত, পরার্থপর, জগতের সেবক নাস্তিকাখ্য আস্তিক সহস্র নিন্দা বা সমাজের তাড়নায় নাস্তিক হইতে পারেন না। যিনি আস্তিক, পাপ-চিন্তা পর্য্যন্তও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পাপস্বভাব যাঁহার বিনষ্ট হয় নাই—তিনিই প্রকৃত নাস্তিক।

আইস, উপাসকমণ্ডলি, আমরা সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি—যেন আস্তিক হইতে পারি—যেন আমাদের নাস্তি-কতা দূর হয়—যেন আস্তিকতাই সকলের সার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কৃপাময় হরি আমাদের আস্তি-কতা প্রদান করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

পাপ।

১৪ই ডিসেম্বর ১৮৯০।

লেখক প্রবন্ধের শীর্ষ লিখিয়াই ভাবিতেছেন, কি লিখিতে হইবে; শ্রোতা শুনিয়াই ভাবিতেছেন, কি শুনিবেন। বিষয় অতি গুরুতর। হে সাধক আইস, প্রেমিক হৃদয়ে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। ভগবান্ চিন্তা ও বাক্যে শুদ্ধি প্রদান করিবেন।

বিচিত্র ভাবুকহৃদয়, বিচিত্র জগৎলীলা অভিনিবেশ সহকারে, নিরীক্ষণ করিতেছেন। কত বিভিন্ন বর্ণের— কত বিভিন্ন আকারের দৃশ্য তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। কখনও বা মনোহরা প্রকৃতি, কখনও বা সুস্নিগ্ধ বন্ধুপ্রণয়, কখনও বা জননীর স্নেহ, কখনও বা সম্পদ বিভব, কখনও পুত্র কন্যার সহাস্য মুখ শ্রী, এক এক করিয়া জগতের কত সুন্দর চিত্র ভাবুকের হৃদয়ে বিকাশিত হইতে লাগিল। গম্ভীর জীমূত-নাদ মধুর বীণাধ্বনি, গৃহের আরামশান্তি যুদ্ধক্ষেত্রের শোণিত-প্রবাহ, দয়ার্দ্রের সর্ব্বস্ব ত্যাগ নিষ্ঠুরের কঠোর ব্যবহার, স্বাস্থ্য ব্যাধি, সমুদয় ভাবুকের নিকট উপস্থিত হইল। ভাবুকের উপর ভার পড়িল—সার দ্রব্য বাহির করিয়া

লইতে হইবে। এক এক করিয়া জগৎ-ক্রিয়ার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বড় বড় গুরু দ্রব্য সার কি অসার, ভাবুক দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রথম মহাকায়, দৃঢ়াবয়ব, অর্থলোভ পরীক্ষায় আনীত হইল—ভাবুক দেখিতে লাগিলেন, ইহার মূল অতিশয় দৃঢ়ীভূত, ইহার শাখা প্রশাখা অনেক, একটী একটী শাখা এত বড় যে স্বতন্ত্র বৃক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয়, আবার ইহার বর্ণ অতি সুন্দর; গৌরব, কীর্ত্তি, পৃথিবীর উপকার প্রভৃতি বিবিধ পত্রে ইহা সুসজ্জিত—কিন্তু এই বৃক্ষের ফলে নির্জ্জীবতা ও জড়ত্ব দৃষ্ট হইল। সন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবুক বৃক্ষের অভ্যন্তর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; দেখিলেন—বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, ফল সমুদয় নির্জীবতা ও জড়ত্ব পূর্ণ; বাহিরে চিত্তহারী ও দর্শনীয় বটে, কিন্তু ভিতরে কেবল নীরস। দেখিয়া শুনিয়া ভাবুক বৃক্ষের আদি মধ্য শেষ অন্তঃসার শূন্যবোধে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর বিলাস পরীক্ষিত হইল; সারত্ব পাওয়া গেল না। এইরূপে একে একে জগতের সমুদয় ব্যাপারের সারহীনতা নিরূপিত হইল। বন্ধুপ্রণয় হৃদয়ের একদেশে মাত্র অবস্থিত; জননীর স্নেহ সমুদয় অভাব মোচনে অক্ষম; শিশুর হাসি তৃপ্তিসাধনে অসমর্থ; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মনোরাজ্যের অভ্যন্তর প্রদেশ স্পর্শ করে না। বাহিরে সার অন্বেষণে ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়া, ভাবুক অন্তরে প্রবেশ করিলেন। বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাশক্তি

সারবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। রিপুদলের অধিকার অশান্তির নিকেতন ও অসার সিদ্ধান্ত হইল। জগতের এই অসারত্ব দেখিয়া ভাবুক আর ইহাতে লিপ্ত থাকিতে পারিলেন না। অসার ত্যাগ করিয়া সারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ; অমনি অর্থলোভ, অসার সঙ্গ, অনিত্য বাসনা আসিয়া তাঁহার পথের অন্তরায় হইল। যাহাদের অসার মনে করেন, তাহাদের পরিত্যাগ কঠোর-সাধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু যতই অসার সম্মুখীন হয়, ততই তাহার অসারতা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। এইরূপ বার বার অসারতা দেখিয়া ; সারবিহীনের তৃষ্ণা ক্রমশঃই দূর হয়। হৃদয় রাজ্যে রিপুর আক্রমণ যত প্রবল হইতে থাকে, রিপুর উপর ঘৃণাও তত বৃদ্ধি পায়। রিপুর আলোড়ন যত অধিক হয়, রিপুবশীকরণ ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পায়। ভাবুক সংগ্রাম করিতে করিতে চিন্তা করেন—সংসারের অন্তর্ব্বহি নীরস ইহার তাৎপর্য্য কি ? পরক্ষণেই বিবেচনা করেন—যদি জগৎ-ক্রিয়া সরস ও শান্তিময় হইত, তাহা হইলে আর কি অন্য কাহারও বিষয়ে আমরা চিন্তা করিতাম ? এ সমুদয় অসার বলিয়াই সংসারে প্রাণের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না, তাই সারের তত্ত্বে হৃদয় ধাবিত হয়। সমুদয় নীরস বলিয়াইত জগতে শান্তি দুষ্প্রাপ্য হইল ; নতুবা এখানে শান্তি পাইলে, আর কখনও কি শান্তিময়ের চেষ্টা হইত ? জগতে শান্তি নাই, সার নাই,

হৃদয় চায় সার ও শান্তি, সুতরাং জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া, কাম্যবস্তুর তত্ত্বে ইহাকে ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। যেখানে তোমার অভাবমোচন হইবে, সেখানে না গিয়া তুমি থাকিতে পার না; আর যেখানে অভাবমোচনের কোনই আশা নাই, সম্ভব নাই, সেখানে তোমার বাস অসম্ভব। তাই জগতের অসারত্ব ও নীরসতা যতই প্রতীয়মান হইল—সারলাভের ইচ্ছা ও ততই বলবতী হইল।—কর্ম্ম-কর্ত্তার গৃহে মহাযজ্ঞের আয়োজন। কত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছেন; প্রকাণ্ড যজ্ঞ বড় ধূমধাম লাগিয়াছে; সকলে বহির্বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন; বহির্বাটীর নির্ম্মাণ কৌশলের, শোভা সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন; কিন্তু সকলেই ক্ষুধার্ত্ত, বাহিরের সৌন্দর্য্য কীর্ত্তনে কি কখন ও জঠরজ্বালা নির্ব্বাণ হয়? কর্ম্মকর্ত্তার উপর অনুরোধ হইল "আমাদের আহারীয় আনয়ন কর; নিমন্ত্রিতগণ কর্ত্তার বড় আত্মীয়, অতি নিকট সম্পর্কীয়; তিনি বলিলেন—"অহে তোমাদের আহারীয় অন্তঃপুরে আছে, আইস আহার করিয়া ক্ষুধার শান্তি-বিধান কর"; নিমন্ত্রিতেরা বলেন, "তাহাতে আর প্রয়োজন কি? তোমার বহির্বাটীর দৃশ্য বড় সুন্দর, ইহা ছাড়িয়া ভিতরে আহারের জন্য যাওয়া—কিরূপে হইতে পারে, তোমার দ্রব্যসামগ্রী বাহিরে আনয়ন কর, এখানেই আমরা আহার করিব।" কর্ম্মকর্ত্তা বলেন,

"এই জন্যই আমি আহারের বন্দোবস্ত অন্তঃপুরে করিয়াছি, এখানে যদি আহার পাও, তাহা হইলে আমার অন্তঃপুরটি আর দেখিবে না; বাহিরেই ভুলিয়া থাকিবে—তোমরা আমার পরম আত্মীয়, তোমরা আমার অন্তঃপুর দেখিবে না তবে আর কে দেখিবে?" অগত্যা বাহিরে আহার না পাইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন অন্তঃপুরের বিচিত্র শোভা দর্শন ও নানাবিধ স্বাদু রস আস্বাদনে কর্ম্মকর্ত্তার ভূয়সী প্রশংসা হইতে লাগিল। তেমনই সংসারের বহির্বাটীতে ভগবান সার বা শান্তি কিছুই রাখেন নাই, সমুদয়ই অন্তঃপ্রদেশে নিহিত আছে। মানুষ চায় পৃথিবীতে শান্তি, ভগবান বলেন, "শান্তি লইয়া পৃথিবীতে থাকিবে কেন? আমার ক্রোড়ে আইস, শান্তি, সার, সুরম্য বাসস্থান সমুদয় পাইবে; সংসারে যদি শান্তি পাও, তাহা হইলে আর আমার পানে চাইবে না, তাই আমি সংসারে শান্তি রাখি নাই; তুমি যাহা চাহ, তদপেক্ষা অধিক শান্তি দিব—আমার কাছে আইস।" ভগবানের এই আহ্বান ধ্বনি সাধক কখনও অবহেলা করিতে পারেন না; কিরূপেই বা পারিবেন? সংসারে শান্তি নাই। যেখানে আছে, সেখানে তাঁহাকে যাইতেই হইবে।

আবার কত সুন্দর সুন্দর ক্রীড়া পুত্তলিকা লইয়া শিশু মত্ত রহিয়াছে, মাতার পানে চাহিতেছে না। নীরস

ক্রীড়নের সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া অবোধশিশু জননীর কথা মনে করিতেছে না; ক্রমে শিশুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল, নীরস ক্রীড়নে ক্ষুধার শান্তি হইল না। মাতা বুঝিলেন, ডাকিলেন, "আয় বাছা কাছে আয়, স্তন পান করিয়া ক্ষুধার শান্তি কর্।" শিশু শুনিয়াও মনোযোগ করে না, সৌন্দর্য্যের মোহ তাহার এখনও দূর হয় নাই। মাতা বলেন, "আরে অবোধ শিশু, খেলার সামগ্রীতে কি স্তন-দুগ্ধ মিলে?" বার বার আহ্বানের পর, শিশু ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া, খেলনা দূরে ফেলিয়া জননীর স্তন পান করিতে লাগিল। মা বলিলে, ন"বাছা খেলনায় স্তনদুগ্ধ পাইলে, আমার কাছে আর ত আসিতিস না।" সেইরূপ নীরস সংসারে রস পাইলে, আমরা কি কখনও পরমরসের চেষ্টা করিতাম? ভাবুক জানেন, ভগবতীর স্তন্যেই একমাত্র ক্ষুধা দূর হয়—তাই সংসার ফেলিয়া সেই স্তনপানের জন্য তিনি ধাবিত হন।

সংসারের সর্ব্বত্র এই সার-হীনতা, নীরসতা, অথবা পাপ—সার লাভের প্রধান উপাদান। সংসার সারবিহীন বা পাপময় বলিয়াই আমরা সারাৎসারের জন্য লালায়িত হই। প্রাণের ক্ষুধা একমাত্র সার বস্তুতে নিবৃত্ত হয়; সার ও শান্তিময় বস্তুর উপযোগী করিয়া হৃদয় নির্ম্মিত হইয়াছে। অসারে কিরূপে ইহা লিপ্ত থাকিতে পারে? তাই আবার সারের উপযোগী বলিয়াই হৃদয় সংসারের পাপ অনুধাবনে

সমর্থ। হৃদয় সারগ্রাহী, এই জন্যই অসারের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। হৃদয় অজড়প্রকৃতি, সারাসার বিচারক্ষম, তাই ইহা অসার পরিত্যাগ করিয়া সারলাভে ব্যস্ত হয়। জীবহৃদয়ের স্বভাব সারময় ও সরস সুতরাং সংসারে শান্তি ও রসাস্বাদ অসম্ভব। মৃত্তিকার ক্রীড়ন, শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে না; কর্ম্মকর্ত্তার বহির্বাটীর সৌন্দর্য্যেও নিমন্ত্রিতের তৃপ্তি হয় না; শিশুর খাদ্য মাতৃস্তন্য, নিমন্ত্রিতের অন্ন। সেইরূপ হৃদয়ের অন্ন পানীয় ভগবানের প্রেম—সংসারে তাহা কিরূপে পাওয়া যাইবে? হৃদয়ের এই সারগ্রাহিত্বরূপ বিশিষ্ট স্বভাবই জগতের অভাব-মূলত্বের কারণ। নতুবা জগতের অসারতা বা পাপ গুণবিশেষের অস্তিত্ব নহে, বরং নাস্তিত্ব। হৃদয় সারগ্রাহী জগৎ সারদানে অক্ষম, সুতরাং ইহার অসারত্ব ও পাপময়ত্ব। হৃদয়ের সারগ্রাহিতা যতই বৃদ্ধি পাইবে, জগতের অসারতা ও পাপ ততই অনুভূত হইবে। হে সাধক, এখন দেখিতেছ এই পাপই তোমার সাধনের সহায়তা করে। তোমার হৃদয় ত পাপ সহ্য করিতে পারে না, তাই ইহা অপাপের জন্য ব্যস্ত। প্রবল ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বার হইয়া উঠিল; সাধক তীব্রবেগ সম্বরণে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন; ইন্দ্রিয়ের আঘাত কঠোর বোধ হইতে লাগিল; সাধক ইন্দ্রিয়লালসা অসার—অসারতর জ্ঞান করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড বিষয়লোভ আসিয়া

আক্রমণ করিল; সাধকের সংগ্রাম আরম্ভ হইল; বিষয় মোহের অসারতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। পাপ যখন হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করে, তখনই পাপের যন্ত্রণাও যেরূপ বোধ হয়, ইহার অসারতাও তদ্রূপ বোধ হয়। যেরূপ দেবমন্দিরের বহির্দ্দেশে পাপের জঘন্য চিত্র দেখিয়া, উপাসক নিষ্পাপ মনে ভিতরে প্রবেশ করেন, সেইরূপ হৃদয়ে পাপের ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া সাধক নিষ্পাপের জন্য উৎসুক হন। এই পাপসংগ্রাম ভগবৎপ্রেরিত। এই পাপ মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানস্বরূপ। হে ভাবুক সাধক, পাপ দেখিয়া কখনও হতাশ হইও না। যখন পাপ আসিয়াছে, জানিও, সেই সঙ্গে ভগবানও আসিয়াছেন। ভগবানকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপ তোমাকে অধিকার করিবে না। পাপ যাহা করে, তাহা ভগবানের নিয়োগেই করে। পাপের আবার অন্য বিধাতা কোথা? ভগবানই তাহার বিধাতা। তাঁহার বিধি তোমার কখনও অমঙ্গল করিতে পারে না। পাপের পরিমাণ যত অধিক, ভগবানের কৃপার পরিমাণও তত অধিক। অতীব গভীর রজনী, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তুমুল বজ্রধ্বনি হইল, আতঙ্কে শিশু মাতৃবক্ষঃ জড়াইয়া ধরিল; যতই ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, শিশু সভয়ে মাতৃক্রোড়ে ততই আশ্রয় গ্রহণ করে। তেমনই পাপের মূর্ত্তি যত ভয়ানক বোধ হয় ও পাপ যত সন্নিকট বোধ হয়,

ভগবানের ক্রোড়ে, সাধক, ততই তোমাকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পাপ দেখিয়া ভয় পাইলে, অপাপের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

দলভ্রষ্ট হইয়া গোবৎস পলায়ন করিয়াছে। গোপাল উৎকণ্ঠিতচিত্তে অন্বেষণে বহির্গত হইল। বহু আয়াসে বৎসের সন্ধান মিলিল; কিন্তু নির্বোধ বৎস, গৃহে আসিতে চাহে না; বিপদ্‌সঙ্কুল প্রান্তরেই থাকিবার বাসনা। গোপাল প্রথমতঃ কত প্রলোভন দেখাইল, কোনই ফল হইল না। পরে গোপালবনিতা বৎসের গলরজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল, গোপাল পশ্চাতে প্রহার করিতে লাগিল। এই সম্মুখে আকর্ষণ ও পশ্চাতে প্রহারবশতঃ বৎস দুই এক পদ করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেইরূপ ভগবান সাধককে সম্মুখে স্বর্গের শান্তিরজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিতেছেন ও পশ্চাতে সংসারের কশাঘাত করিতেছেন। এই আকর্ষণে ও আঘাতে সাধকের গতিবৃদ্ধি হইতেছে।

পাপ ও অশান্তি ভগবৎপ্রেরিত, ইহা ভাবিয়া, হে সাধক! তুমি কদাচ পাপীকে অবহেলা করিবে না। কখনও মনে করিওনা পাপী পুণ্যাত্মা হইতে নিকৃষ্ট। পাপীকে ভগবান পাপাচারী করিয়াছেন, তুমি তবে কি প্রকারে তাহাকে ঘৃণা করিবে? আর পাপীর পাপযন্ত্রণা তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত, অতএব তুমি পাপীকে ঘৃণা করিতে পার না।

আর এক কথা, যত দিন দেখিবে পাপ ভাবিবার ক্ষমতা তোমার আছে, তত দিন স্থির জানিও তুমি নিষ্পাপ হও নাই। পাপ কার্য্যে নহে, পাপ হৃদয়ে; তুমি যদি নিষ্পাপ হইতে চাও, তবে এইরূপ কর যাহাতে পাপচিন্তা পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ে না আইসে। যেরূপ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্তের অঙ্গসঞ্চালন অসম্ভব, সেইরূপ নিষ্পাপের পক্ষে পাপচিন্তা পর্য্যন্ত অসম্ভব। তাই সাধক, যদি নিষ্পাপ হইতে চাও, তবে শরীর ও মনে পূর্ণ শুচি হও। কায়মন বিশুদ্ধ না হইলে কি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের পূজা হয়?

হৃদয়ের এই পাপ দূর করিতে গিয়া সাধকের মহা-সঙ্কট উপস্থিত হয়। কত আয়াস, কত চেষ্টা কিছুতেই পাপ দূর হয় না। আচার্য্য উপদেশ দিলেন, শাস্ত্রাধ্যয়ন হইল, সাধুসহবাস, তীর্থ পর্য্যটন অনেক হইল, গৃহত্যাগ, বিলাসত্যাগ, কত ত্যাগ হইল, তথাপি স্পৃহা দূর হইল না। পাপাচরণ বন্ধ হইল, কিন্তু পাপচিন্তা ও পাপ ইচ্ছার ত নিবারণ হইল না। যে পাপ চিন্তা করিতে পারে, সে পাপ আচরণও করিতে পারে। সাধকের ত অপাপ-স্বরূপ শুদ্ধ চিতের পূজা হইল না—সমুদায় চেষ্টা, আয়াস, ব্যর্থ হইয়া গেল; রিপুর কোলাহল, বাসনার সংগ্রাম স্তব্ধ হইল না। সাধক হতাশ হৃদয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন—তখন হৃদাকাশসম্ভূতা বাণী উত্থিত হইল—

"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

"সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মের উপর নির্ভর ত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।" এই আকাশবাণী শুনিয়া সাধক আশ্বস্ত হৃদয়ে, নিশ্চেষ্ট হইয়া, সমুদয় ভগবানকে অর্পণ করেন। সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে বলেন,—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া, হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

এই নিশ্চেষ্টতা ও নির্ভর হইতে পাপ দূর হয়, অপাপস্বরূপের বিকাশে অচ্যুতস্থান অধিকৃত হয়; কিন্তু সকলের মূলীভূত ও অগ্রণী "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।" হে উপাসকমণ্ডলি, এই পাপতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, সাধনবলে ভগবানের কৃপায়, অপাপত্ব প্রাপ্ত হও। ভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

—০—

সাধন।

২১ শে ডিসেম্বর ১৮৯০।

গৃহী জিজ্ঞাসা করেন সন্ন্যাসীকে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন গৃহীকে, "সাধন কাহাকে বলে?" জ্ঞানীর মনে সন্দেহ হয় "সাধন কি?" ভক্ত ভাবিতে থাকেন "সাধন কি।" ফকির সাধনবলে নৃত্য করিতেছেন, কঠোর নিষ্ঠাবান্ সাধন কি স্থির করিতে পারিতেছেন না; সাধনের মীমাংসা করিতে পণ্ডিত শাস্ত্র বেদ উদ্ঘাটন করিলেন, সন্দিগ্ধচিত্তে শিষ্য সাধনতত্ত্বের নিমিত্ত গুরুর নিকট গমন করিলেন। এই এক ব্যাপার লইয়া জগতে বড় হুলস্থূল পড়িয়াছে। সমগ্র মনুষ্যসমাজ সাধনের মীমাংসার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই শ্রোতা ভাবিতেছেন, "সাধন কি?" বক্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সাধন কি?" ভগবান হরিই ইহার মীমাংসা করিবেন। মনুষ্যমণ্ডলী অসমর্থ হইয়াছে।

হে সাধক, তুমি ত সাধন পথে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "সাধন কি?" ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? লক্ষণই বা কি? ইহার কর্ত্তাই বা কে? কোন অপাদান হইতে ইহা নিঃসৃত? কোন অধিকরণে ইহা স্থিত? কাহার সহিতই বা ইহার সম্বন্ধ? সহসা

উত্তর প্রদানে সাধক সক্ষম নহেন। ভাবুকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভাবুকই ধর্ম্মজগতের ইতিহাস-লেখক; তাঁহারই নিকট সাধন-সাম্রাজ্যের মানচিত্র পাওয়া যাইবে। আইস, উপাসকসম্প্রদায়, ভাবুকের হৃদয় লইয়া, আমরা ইহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই। পথ প্রদর্শক হউন ভগবান, উপদেষ্টা হউন কৃপাময় হরি।

যখনই আমাদের কোন অভাব বোধ হয়, তখনই আমরা সেই অভাব মোচনের জন্য সচেষ্ট হই। জীবমাত্রেরই ইহা প্রকৃতি গত। ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, শরীরে আর বল পাই-তেছ না, বায়ু সেবনে বা অঙ্গসঞ্চালনে তাহার নিবৃত্তি হইতেছে না, সুতরাং খাদ্যের জন্য তোমাকে ব্যগ্র হইতে হইবে। প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছ, সুমধুর খাদ্যে বা স্নিগ্ধ আলোকে বা সুমিষ্ট সংগীতে ইহার শান্তি হইবে না, জল পান না করিলে আর নিস্তার নাই। দেহে রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছে, শরীর দিন দিন ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হইতেছে; যত দিন ঔষধ না সেবন করিবে, তত দিন আর স্বাস্থ্য লাভের আশা নাই। ক্ষুধিতের অন্নই অভাব, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়ই অভাব, আর রোগীর স্বাস্থ্যপ্রদ ঔষধই অভাব। যখনই এই অভাব উপস্থিত হয়, তখনই অভাবমোচনের ইচ্ছাও জাগরিত হয়; প্রকৃতি এবিষয়ে শিক্ষয়িত্রী। আবার ইচ্ছা হইতে চেষ্টা ও কার্য্য সংঘটিত হয়; আর অভাব পূরণই কার্য্যের বিরাম ও ইচ্ছার নিবৃত্তি। এই কার্য্য,

চেষ্টা ইচ্ছা সমুদয়ই অভাব-বোধমূলক।—এবং প্রকৃতিই এই অভাব বোধের হেতুভূত। প্রকৃতির নিয়মে শরীরে কোন না কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হয়; এই প্রয়োজন বশতঃই অভাব বোধ ও তজ্জনিত মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া নিচয় হইয়া থাকে। প্রাণিজগতে যেমন ইহা এক মহাসত্য ধর্ম্মজগতেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়।

সংসারে এত বিলাস এত আরামের দ্রব্য থাকিতেও মানবাত্মার সম্যক তৃপ্তিসাধন হইল না। শরীরে যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে আত্মারও সেইরূপ আছে। অন্নে বা পানীয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উপশম হয়, কিন্তু আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের পদার্থ সংসারের বিলাসভোগ সুখ, দুঃখে রক্ষিত হয় নাই। তাই ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা, সংসার সেবন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না। সংসারের অতীত উপাদানে আত্মা গঠিত, তাই আত্মার আহার পানীয় সংসারে পাওয়া অসম্ভব। ভাগবতী প্রকৃতিই আত্মাকে এরূপ করিয়া রচনা করিয়াছেন; ভাগবতীপ্রকৃতিই ইহাকে অতৃপ্তিকর সংসারে নিবাস করাইতেছেন; সুতরাং তিনি এই ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অভাব বোধের কারণ। রসলুব্ধ হৃদয়, নীরস সংসারকে আলিঙ্গন করিয়া আরাম পাই-তেছে না, প্রকৃতির নিয়মে, ইহাকে রস অন্বেষণ করিতেই হইবে। এই তৃপ্তিবাসনা, ও চেষ্টাতেই সাধনের সূত্রপাত; কিন্তু মূলে রহিলেন মহাযন্ত্রী বিধাতা। সাধনের সূত্রপাত

হইল, হৃদয় অভাবমোচনের জন্য ব্যস্ত হইল, পীড়িত আত্মা স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রযত্নশীল হইল। সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, তৃপ্তিকর স্বাস্থ্যকর বস্তু তথায় নাই, অন্তর্দ্দেশে দেখিতে পায়, রোগবিকারের প্রাদুর্ভাব। তখন অস্থির হইয়া হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, "অভাব ত আমার প্রচুর, কিন্তু কোথায় যাইলে এ অভাবের মোচন হয়?" যতই সময় অতীত হয়, এই অভাববোধ ততই বৃদ্ধি পায়; তৃপ্তিসাধনার স্পৃহাও বলবতী হয়। তখন ব্যগ্র হইয়া হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, "কে আছ, আমায় কে বলিয়া দিবে, আমার অভাবই বা কি, ও তাহার নিরাকরণই বা কি প্রকারে হইতে পারে?" ক্রমশঃ এই অতৃপ্ত অভাব তীব্র তীব্রতর হইয়া উঠে; অধীর হইয়া মানবচিত্ত, শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে, তীর্থ পর্য্যটন আরব্ধ হয়, গুরুর উপদেশে ও সাধুর আখ্যায়িকায় মন আকৃষ্ট হয়। সম্যক সদুত্তর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।—পর্ব্বতের নিভৃত কন্দরে নদীর উৎপত্তি; পার্ব্বত্য প্রদেশে নদীর বিরামের স্থান নাই; দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আরাম-স্থল প্রাপ্ত হয় না; অবশেষে উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহবেগে কত-রাজ্য বিধৌত করিয়া, যখন সমুদ্র-সঙ্গমে উপনীত হয়; তখন বিরামস্থল লব্ধ হয়। যত দিন সাগরসঙ্গম প্রাপ্ত না হয়, তত দিন নদীর বিরাম নাই, সেইরূপ যত দিন মানবাত্মার অভাব বস্তুর নিরূপণ ও অধিকার না হয়, ততদিন আর

তাহার শান্তি নাই। পর্ব্বত হইতে সমুদ্রে যেরূপ নদীর গতি অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ অশান্তমানবাত্মার শান্তি-নিকেতন প্রাপ্তি ও স্বতঃসিদ্ধ। নদীর সহিত সমুদ্রের সম্বন্ধ, তাই সমুদ্রের অভাব সহ্য করিতে না পারিয়া নদী সাগরসঙ্গমে ধাবিত হয়—সম্বন্ধই অভাবের কারণ এবং অভাব তৃপ্তিরও কারণ। মানবাত্মার সহিত কাহার সম্বন্ধ? কাহার জন্য ইহা লালায়িত হয়? কোন সাধ্য বস্তুর ক্ষুধা প্রজ্বলিত হওয়ায় আত্মার, সংসার অশান্তিময় বলিয়া বোধ হয়? সাধুর মুখে বা শাস্ত্রের অক্ষরে ইহার উত্তর অবগত হইলে কোন ফল নাই। হে সাধক, তোমাকে এই সম্বন্ধ স্বয়ং পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষা ভিন্ন, সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। শ্রদ্ধা ও ব্যগ্রতার সহিত পরীক্ষা কর দেখিবে—তোমার অতিদৃঢ় সম্বন্ধ ভগবানের সহিত চিরনিবদ্ধ রহিয়াছে—আর এক ক্ষীণ রজ্জুতে, সংসারের সহিত তোমার আত্মার ক্ষণিক যোগ রহিয়াছে। তোমার আত্মা ভগবানের উপাদানে গঠিত, তাঁহার অভিমুখে ইহার স্বাভাবিকী গতি, সংসারের বন্ধনে এই গতি প্রতিহত হইতেছে। এই মোহ-রজ্জু যখনই ছিন্ন হইবে, তখনই ভগবানের সহিত তোমার অবিচ্ছিন্ন মিলন স্থাপিত হইবে। সংসাররজ্জু-ছেদনই তোমার প্রকৃত সাধন; ভগবানই তোমার এক-

হইল—তাঁহাকে প্রাপ্তি ভিন্ন আর এ ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই, এ ভবরোগেরও শান্তি নাই। অতএব হে সাধক,ভগবানই তোমার সাধনের মূলীভূত কারণ; ইহার উৎপত্তি ও গতির কর্ত্তা তিনিই; তাঁহারই দ্বারা সাধনের অঙ্গবৃদ্ধি হয়; তাঁহার সহিত তোমার সাধনের একমাত্র সম্বন্ধ। ইহা ত হইল সাধনের সংক্ষিপ্ত কথা।

তাহার পর সাধনের লক্ষণ কি? হে সাধক! তুমি বিস্মিত হইও না—সাধনের প্রধান লক্ষণ ইহা অতি সহজ—তুমি পরীক্ষা কর দেখিবে, ইহা সহজ কি কঠোর। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির অন্নভোজন বিশেষ কঠিন নহে—সেইরূপ আত্মার ভগবানকে লাভ করাও কঠিন নহে। পাপী কি পুণ্যাত্মা, ভাবুক বা সাধক, সমুদয় জীবই এক প্রেমের রজ্জু দ্বারা ভগবানের সহিত আবদ্ধ—এই ভালবাসা বশতঃই তুমি সংসারে শান্তিলাভ করিতে পার না—যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তোমার প্রতি যাঁহার প্রেম প্রগাঢ়—তাঁহার নিকট ভিন্ন আর কোথায় বিরাম পাইবে? প্রেমের শৃঙ্খলে হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে—প্রেমের শৃঙ্খলে হৃদয় প্রেমময়কে আকর্ষণ করিতেছে—এই আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণের প্রতিবাদী হইয়া সংসারের মোহ উপস্থিত হইল। প্রেমিকে প্রেমিকে যোগ সংস্থাপন হইতেছে—কোথা হইতে প্রবৃত্তি আসিয়া বাধা দিতে উপস্থিত হইল। বাধা পাইলে প্রণয়-বেগ প্রবলতর হয়, প্রেমশাস্ত্রের ইহাই

রীতি ; হৃদয় এই প্রবৃত্তির বাধা সহ্য করিতে পারে না—যেমন করিয়াই হউক এই বাধা দূরীভূত করিতেই হইবে। হে সাধক, মনে করিও না—এই প্রবৃত্তি ত্যাগ অতি কঠিন কার্য্য। তোমাকে একজন অবিরাম প্রেম-দান করিতেছেন—তুমিও তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছ—অতএব প্রেমময়ের সহিত মিলিত হইতে তুমি কি না করিতে পার? প্রবৃত্তির অপেক্ষা ভগবানের প্রতি তোমার প্রণয় অধিক ; তাই ভগবানের জন্য তুমি প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পার। প্রিয়তমের জন্য অপ্রিয়বস্তু ত্যাগ সাধকের পক্ষে সহজ ভিন্ন কঠিন হইতে পারে না। তাই কোন সাধক বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন, কেহ বা নিজের সুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া জীবহিতে রত হয়েন ; কেহ বা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন—কিন্তু এ সমুদয়ের কিছুই তাঁহাদিগের নিকট কঠিন নহে। প্রিয়বস্তুর নিমিত্ত অপ্রিয়বস্তু ত্যাগ অতি সহজ কার্য্য। কিন্তু এই মোহশৃঙ্খল ছেদন অতি রহস্যময় ব্যাপার। প্রবৃত্ত অবস্থায় সাধক কত যত্ন কত আয়াস করেন, তথাপি হৃদয়ের ভগবদ্বিরোধিনী প্রবৃত্তি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না—তুমুল সংগ্রামে তাহাদের বেগ হ্রাস হয়, কিন্তু একবারে লোপ হয় না—সাধক সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকেন—প্রবৃত্তিও দূর হয় না, প্রিয়বস্তুও অধিগত হন না—এই বিপদকালে সাধক, অধীর হইবে না—ভগবানের নাম করিয়া, তাঁহার

উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে; পাপপুণ্যে তাঁহারই নাম করিবে; ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইবে। অতি কঠিন, কণ্টকাকীর্ণ ভূমি কিরূপে পরিষ্কৃত করিতে হয়, সাধক, তুমি তাহা বিদিত আছ—বারম্বার শাখা প্রশাখা ছেদেও কণ্টক তরু বিনষ্ট হয় না—তাহাদের মূল সর্ব্বদাই ভূমিতে নিবদ্ধ থাকে;—কঠিন ভূমি হইতে কণ্টকমূল উৎপাটন করা যাইতে পারে না—অগত্যা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়—বৃষ্টিজলে সম্যক্ অভিষিক্ত হইলে মৃত্তিকার কাঠিন্য দূর হয়—তখন অবলীলাক্রমে কণ্টকমূল উৎপাটন করা যাইতে পারে। সেইরূপ হে সাধক, তুমিও ভগবানের কৃপাবারির জন্য অপেক্ষা করিবে; যাই শুভক্ষণে তোমার হৃদয় আর্দ্র হইবে, অমনি প্রবৃত্তি নিচয়কে দূরে ফেলাইয়া দিবে; তোমাকে প্রয়াস পাইয়া কিছু কঠোর সাধনা করিতে হইবে না—যাঁহার ক্ষেত্র তিনিই পরিষ্কৃত করিবেন।

আর এক কথা—সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিবে তোমার মোহের রজ্জুর অগ্রভাগ ভগবানে নিবদ্ধ; তাঁহারই ইচ্ছায় মোহ আসিয়া তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে—যাই দেখিলে, ভগবানের রজ্জু ও সংসারের রজ্জু একই প্রেমের প্রকারভেদ মাত্র, তখনই সাধনপথে তোমার গতি অতি বেগবতী হইবে। যে প্রবৃত্তি পূর্ব্বে তোমার অন্তরায় ছিল, এক্ষণে তাহা তোমার সহায়

হইবে। তুমি তখন—ধর্ম্মাধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পাপ পুণ্যকে দূরে রাখিয়া, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, প্রেমপথে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে।

নিবিড় অন্ধকারময় গৃহে গৃহস্থ ক্ষীণ দীপ প্রজ্বালিত করিলেন—গৃহের গবাক্ষাদি সমুদায় উন্মুক্ত,—প্রবলবেগে বায়ু আসিতেছে;—দীপ অতি ক্ষীণ, নির্ব্বাণপ্রায়;—গৃহস্থ ভীত হইয়া বর্ত্তিকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন—ক্রমে স্থূল স্থূলতর বর্ত্তিকা অর্পিত হইল—বায়ুর প্রভাব কিছুতেই রোধ হইল না; গৃহস্থ বর্ত্তিকা ছাড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাহ্য পদার্থ অর্পণ করিতে লাগিলেন—অগ্নি ক্রমশঃই সতেজ হইতে লাগিল—কিন্তু বায়ুর প্রভাব নিরস্ত হয় না; ক্রমে ক্রমে কাষ্ঠখণ্ড অর্পিত হইতে লাগিল—অগ্নির তেজও তত বর্দ্ধিত হইল—কিন্তু বায়ুবেগ প্রতিকূলাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইল না; গৃহস্থ এক এক করিয়া যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাহ্যপদার্থ ছিল সমুদয়ই অগ্নিসংযুক্ত করিলেন, তথাপি অগ্নির স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ রহিল—তখন গৃহস্থ অনন্যোপায় হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড অগ্নিতে অর্পণ করিলেন—অগ্নি সংযোগে বৃহৎ কাষ্ঠ জ্বলিতে আরম্ভ করিল—ক্ষীণ দীপ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল—তখন বায়ুর প্রতিকূলাচরণ বন্ধ হইল—বরং যতই বায়ুর তেজ বৃদ্ধি হয় ততই অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়—গৃহস্থ সহর্ষচিত্তে সমুদয় বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, অবাধে

বায়ু আসিয়া, অগ্নির সহায়তা করিতে লাগিল। সেইরূপ সাধনের প্রথমাবস্থায়, অতি ক্ষীণ জ্ঞানালোক হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়; দুর্ব্বার মোহ আসিয়া সেই আলোক নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করে—হে সাধক, সেই সময় এক এক করিয়া তোমার যাহা কিছু আছে, সেই জ্ঞানাগ্নিতে অর্পণ করিতে হইবে। এক এক করিয়া বিষয় বাসনা গুলি যতই অর্পণ করিবে, অগ্নির তেজ ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ক্রমে ক্রমে যখন সমগ্র বুদ্ধি, চিন্তা, কামনা, স্বার্থ, জীবন, সেই অগ্নিতে অর্পণ করিবে, তখন তোমার প্রবৃত্তির হিল্লোল অনুকূল প্রবাহিত হইবে। অধোমুখী প্রবৃত্তি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া তোমাকে ভগবানের সন্নিধানে লইয়া যাইবে। প্রবৃত্তিরহিত, কর্ম্মাকর্ম্মরহিত, হৃদয়ের গতি তখন আর কেহ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইবে না।

"সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥"

"ধ্যান নিষ্ঠগণ জ্ঞান প্রজ্বলিত আত্মসংযম যোগাগ্নিতে সমুদয় ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।"

ভগবানের কৃপাতেই সেই সমুদয় সংসাধিত হয়। তোমার উপর ভগবানের প্রেম অসীম, কৃপাও অসীম;

অতএব এই কৃপাবলে তোমার পরমার্থ-প্রেম সহজেই সম্পন্ন হইবে। এই সমুদয় পরীক্ষা করিলে, সাধক, জানিতে পারিবে, যে সাধন অতি সহজ ও অনায়াসসাধ্য—তখনই বুঝিতে পারিবে যে, সাধন সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের দ্বারাই নিয়মিত ও ভগবানের কৃপায় অবস্থিত। মোহের আক্রমণ, হৃদয়ের অভাববোধ, সাধনের সূত্রপাত, প্রবৃত্তির প্রতিরোধ; প্রবৃত্তির সখ্য, প্রেমময়লাভ, সমুদয়ই ভগবানের প্রেমে অবস্থিত। তাঁহার কৃপায় সাধক-জীবনে, এ সকল অতি সহজেই সংঘটিত হয়। এখন প্রতীয়মান হইবে যে—সাধনের কর্ত্তা ভগবান্; ভগবানের প্রেম অপাদান হইতে ইহা নিসৃত; ভগবানের কৃপাকরণে পরিবর্দ্ধিত; ভগবন্মহিমার অধিকরণে অবস্থিত; ভগবানের সহিতই সাধনের সম্বন্ধ; ভগবানই উদ্দেশ্য; আর ভগবানের কৃপামূলত্ব হেতু, সাধন সর্ব্বদাই সহজ।

এই সাধনতত্ত্ব অবগত হইয়া, হে সাধক, তুমি পাপ দেখিয়া ভীত হইও না। ভগবানের নাম করিয়া পাপের সম্মুখীন হইবে—দেখিবে সমুদয় পুণ্যময় ও পবিত্র হইয়া গিয়াছে। দুঃখ কষ্ট দেখিয়া নিরাশ হইও না, ভগবানের কৃপায় সমুদয় শুভফলপ্রদ হইবে। হৃদয়ের দুর্ব্বার প্রবৃত্তি দেখিয়া ভগ্নাশ হইও না, ভগবানের কৃপায় দেখিবে প্রবৃত্তি পুণ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—সুখে থাক, দুঃখে থাক, পাপীই হও, আর পুণ্যাত্মাই হও—যখন যে অবস্থাতেই থাক,

আশার সহিত প্রাণ ভরিয়া বলিবে, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" —কৃপাময় হরি পাপ দূর করিয়া শান্তিপ্রদান করিবেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

—০—

ধ্যান।

২৮ সে ডিসেম্বর ১৮৯০।

বায়ু যখন অস্বাস্থ্যকর হয়, শরীরের পীড়ার তখন প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। স্বাস্থ্যের সহায় নির্ম্মল বায়ু; সেই বায়ু দূষিত হইলে শরীর কখনও স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। পীড়ার যখন সূত্রপাত হয়, শরীরের জীবনীশক্তিরও তখন হ্রাস হইয়া থাকে। পীড়ার বৃদ্ধি সহকারে কত বিকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পীড়িত ব্যক্তি চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে কখনও বা পীড়ার ক্ষণিক শান্তি হয়, কখনও বা কিয়ৎ-পরিমাণে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়—কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ কোনরূপে সুসিদ্ধ হয় না। রোগী অনন্যো-পায় হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বহির্গত হয়েন। অস্বাস্থ্যকর গৃহ দেশ ত্যাগ করিয়া সুদূর স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে

গমন করেন। কত ঔষধে যে পীড়ার উপশম হয় নাই, নির্ম্মলবায়ুসেবনে তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া যায়। রোগীর শরীর দৃঢ় ও সুস্থ হইয়া উঠে। তথায় দীর্ঘকাল বাস করিতে করিতে শরীর সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় পীড়োৎপত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর হয়। দূষিত বায়ু-জনিত শারীরিক ব্যাধির ন্যায়, হে সাধক, তোমার আত্মার এক মহাব্যাধি আছে। এই ব্যাধির নাম "ভবরোগ।" সংসারের দূষিত বায়ু দিন দিন তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, ক্রমশঃ এই রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। একদিনে যে ব্যাধি হয়, একদিনে তাহা আরাম হইতে পারে। কিন্তু অল্প অল্প করিয়া অনেক দিনে যে রোগ শরীরকে আক্রমণ করে, তাহার হস্ত হইতে ত্রাণ পাওয়া বড় দুষ্কর। প্রথমতঃ রোগ প্রবেশ অনুভবই হয় না—কিন্তু জীবনীশক্তি হ্রাস হইতে থাকে ও ক্রমশঃ চিকিৎসক ও ঔষধের সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। তদ্রূপ প্রতিদিনের প্রতি কথায়, প্রতিকার্য্যে, প্রতি ইচ্ছায়, প্রতি ভাবনায়, প্রতি সংসর্গে, এই ভবরোগের সৃষ্টি হইয়াছে। শরীরের পীড়ার জন্য বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে হয়, আত্মার ব্যাধির জন্যও বায়ু পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য। সংসারের বাতাসে আত্মার অকল্যাণ হইতেছে; সেই পীড়া ও অকল্যাণ শান্তির নিমিত্ত, আত্মার ধ্যান প্রদেশে গমনই বিহিত। হে সাধক, আত্মার পীড়ায় তুমি পীড়িত তোমাকে ধ্যান-

রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ধ্যানরাজ্য, সংসাররাজ্য, উভয়ের সংবাদ ভাবুক উত্তমরূপে অবগত আছেন; ভাবুককে জিজ্ঞাসা কর, ধ্যানরাজ্যের কথা শুনিতে পাইবে।

যাহার প্রতি যাহার আসক্তি, সেই তাহার চিন্তার বিষয়—সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহাসক্তি কত অধিক, তাই সন্তানই তাঁহার চিন্তার বিষয়; যেখানেই থাকেন সন্তানের বিষয়ই তাঁহার মনে আইসে; সখা চিন্তা করেন সখার বিষয়; ভ্রাতা ভাবেন ভ্রাতার কথা; দাতার চিন্তনীয় দীন দরিদ্র; কবির চিন্তনীয় প্রকৃতি; বীর ভাবেন সমরক্ষেত্র; প্রবাসী চিন্তা করেন স্বদেশ জন্মভূমি। এইরূপ যাঁহার যে বস্তুতে আসক্তি, তাঁহার সেই বস্তুই চিন্তার বিষয়। এই আসক্তির মূল প্রেম বা ভালবাসা। ভালবাসেন বলিয়াই জননী ভাবেন সন্তানকে; প্রেমবশতঃই সখা ব্যস্ত সখার জন্য; প্রকৃতির প্রতি কবির প্রগাঢ় প্রেম, তাই প্রকৃতির চিন্তায় তাঁহার উল্লাস। প্রেম সূত্রে দাতা দরিদ্রের সহিত নিবদ্ধ—তাই তিনি চিন্তা করেন দরিদ্রকে, দরিদ্র চিন্তা করে তাঁহাকে। প্রবাসে কত মনোহর পদার্থ থাকিতে পারে—কিন্তু স্বদেশের দ্রব্য প্রবাসীর যেমন প্রীতিপ্রদ, বিদেশের তেমন নহে। তাই বিদেশে স্বদেশের অনুরাগ আরও বৃদ্ধি হয়। প্রেমও ভালবাসার গাঢ়তা যত অধিক হয়, ভালবাসার বস্তুর প্রতি অনুরাগও

তত অধিক হয়—এই অনুরাগ হইতে চিন্তা, ও চিন্তা হইতে প্রাপ্তির ইচ্ছা উত্থিত হয়। যতদিন না প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই চিন্তা ও ইচ্ছা অণুমাত্র প্রশমিত হয় না। হে সাধক, তুমিও এই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভূত। তুমি যাহাকে ভালবাসিবে, তাহারই চিন্তা করিবে—যাহার প্রতি তোমার ভালবাসা যত অধিক; তাহার চিন্তাও তুমি তত অধিক করিবে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত দূষিত বায়ু শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগের সৃষ্টি করে, সেইরূপ সংসারের মোহ-চিন্তা তোমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভবরোগের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্মপথে পদার্পণ করিয়াই তুমি বলিতে পার না, তোমার প্রেম-পদার্থ ভগবান্, তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে তোমাকে ভবরোগে আক্রমণ করিত না। তোমার যাহা কিছু ভালবাসিবার ক্ষমতা আছে, প্রায় সবটুকুই সংসারকে দিয়াছ, ভগবানের জন্য অতি অল্পই রক্ষিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে অর্থ, বিলাস, আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তোমার যাহা কিছু ভালবাসা ছিল তাহারাই লইয়া গিয়াছে। এখন যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও ভগবান্‌কে দিবে, কি সংসারকে দিবে, তাহাই ভাবিতেছ। সংসারকে ভালবাস বলিয়াই তুমি সংসারের চিন্তা কর; ভগবানকে যদি ভালবাসিতে তাহা হইলে তাঁহারই চিন্তা করিতে—সাংসারিক চিন্তা আর স্থান

পাইত না। এই সংসারকে ভালবাসিয়া তোমার কখনই তৃপ্তি হইবে না,—সংসারকে যত আপনার বলিয়া আকর্ষণ কর, তৃপ্তি দূরে থাকুক, অতৃপ্তি, অশান্তি, যন্ত্রণা ততই বৃদ্ধি হয়। সংসারকে ভালবাসাই তোমার রোগ। সংসার-প্রেম তোমার আত্মার স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে—তোমার জীবনীশক্তির হ্রাস করিয়াছে। জীবনহীন সংসারকে ভালবাসিয়া, তুমি ভবরোগ প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন নির্জীব হইতেছ। রোগে যখন বড়ই আক্রান্ত হইয়াছ, তখন তোমার চেতনা হইয়াছে ও ঔষধের জন্য ব্যস্ত হইতেছ; রোগপ্রতিকারের জন্য উদ্বিগ্ন হইতেছ। শরীর সম্বন্ধে সুপথ্য ভিন্ন ঔষধ সেবন যেমন কোন ফলদায়ক নহে; আর ব্যাধিকারণ একবারে দূরীভূত না হইলে স্বাস্থ্যলাভ যেমন অসম্ভব; তদ্রূপ আত্মার ব্যাধিমূল যত দিন পরিত্যাগ না করিবে, ততদিন সুস্থতা লাভ করিতে পারিবে না। ভব-ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ ভগবৎ-প্রেম। তুমি ভগবানকে ভালবাস রোগমুক্ত হইবে। ভগবানের প্রতি ভালবাসা যতটুকু বৃদ্ধি হইবে, সংসারের প্রতি মমতা ততটুকু হ্রাস হইবে। মনে করিও না এমন কোন ঔষধ ব্যবস্থা হইতে পারে, যাহাতে তোমার সংসারেই স্বাস্থ্য-বিধান সম্ভব। ভবরোগ দূর করিতে চাও, ভগবানকে ভালবাস ও ধ্যান কর। ভগবৎ-প্রেমই আত্মার অমৃতৌষধ; ধ্যানই আত্মার বায়ু পরিবর্ত্তন। তোমাকে যদি বলা

যায়—সংসার পরিত্যাগ না করিলে রোগমুক্ত হইবে না—তুমি অমনি উপদেষ্টার প্রতি খড়্গহস্ত হইবে। রোগের কারণ বলিয়া ভালবাসার সংসারকে পরিত্যাগ করিতে তুমি সমর্থ হইবে না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে আর তোমাকে রোগগ্রস্ত হইতে হইত না। প্রথমাবস্থায়, সাধক, তোমার ভগবৎ-প্রেম অতি ক্ষীণ; সুতরাং ভবরোগ নিরাকরণ সহসা হইবে না। শীঘ্র স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে, ধ্যানের প্রয়োজন। সংসারে অশান্তি ও ভগবানে শান্তির আভাস হৃদয়ে যতই আলোচিত হইবে, ততই, ভগবানের উপর অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। এই অনুরাগ-বৃদ্ধির সহকারে, ভগবচ্চিন্তা তোমার হৃদয়ে স্বতঃই উত্থিত হইবে। এই ভগবচ্চিন্তাই ধ্যানের প্রধান অঙ্গ। ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে, সংসার তোমার পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে —তুমি ধীরে ধীরে সুস্নিগ্ধ ধ্যানরাজ্যর অভিমুখে অগ্রসর হইবে। মোহের বিষময় বায়ু ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তখন সংসার ও ভগবানের প্রভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ইহাই ধ্যানের প্রথম সোপান। মনে করিও না প্রথম সোপানে উঠিয়াই তুমি নিরাপদ হইয়াছ। সংসারের আকর্ষণ হইতে তুমি এখনও মুক্তিলাভ করিতে পার নাই—বার বার ধ্যানচ্যুত হইয়া তোমাকে সংসারে জড়িত হইতে হইবে। কিন্তু তুমি হতাশ হইও না—এই ধ্যানচ্যুতি ও ধ্যানপ্রাপ্তি হইতে

ক্রমশঃ তোমার ধ্যানের গভীরতা আরও বৃদ্ধি হইবে। একবার কিয়ৎক্ষণমাত্র ধ্যানস্থ হইলেই,তোমার ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধি হইবে। যেরূপ স্থলবিশেষ, বস্তুবিশেষ, বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সংসর্গ হইতে আসক্তি জন্মে; যেরূপ দীর্ঘকাল সংসর্গহেতু তোমার সংসারাসক্তি জন্মিয়াছে; সেইরূপ ধ্যানকালে ভগবানের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি হইবে। তুমি কতবার ধ্যানচ্যুত হইতে পার, কিন্তু তাহাতে ভীত হইও না—ধ্যানচ্যুতিতেও ভবিষ্যৎ ধ্যানস্থিতির সম্ভাবনা নিহিত আছে ও বার বার ধ্যানবশতঃ সংসারাসক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। সংসারে লিপ্ত থাকিয়া ভগবানকে অধিক ভালবাসা যায় না, সুতরাং ভবরোগের পরিমাণমত ঔষধ সেবন হয় না। একবার সংসার ছাড়িয়া ধ্যানের নির্দ্দোষ বায়ুতে আরোহণ কর—ব্যাধির উপশম হইবে।—

—সংসারের পূতি-গর্ত্তে কত কীট বিচরণ করিতেছে। কোন কীট বা পূতিহ্রদের অতি গভীর নিম্ন প্রদেশে, কোন কোনটা বা আবার হ্রদের উপরেই সঞ্চরণ করিতেছে। যাহারা উপরে ভাসিতেছে,তাহাদের মস্তকের উপর নির্ম্মল আকাশ—এক একবার কোন কোনটার বা গগনবিহারের ইচ্ছা হইতেছে ও আকাশে পরিভ্রমণার্থ মস্তক উত্তোলন করিতেছে। কিন্তু পক্ষহীন, হ্রদ হইতে উঠিবার সাধ্য নাই। বার বার ইচ্ছা করিতে করিতে পক্ষ বহির্গত

হইল—কিন্তু পক্ষদ্বয় বলহীন—কীট এক একবার পূতি পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, পরক্ষণেই পতিত হয়—আবার উত্থিত হয়। এইরূপ কখনও বা নিকট হইতে কখনও বা দূর হইতে পড়িতে পড়িতে কীট পক্ষ-বিশিষ্ট হইয়া উচ্চপ্রদেশে উঠিতে থাকে। কিন্তু যখন অতি ঊর্দ্ধে উঠিয়া, স্থির বায়ুতে অবস্থিতি করে, তখন আর পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। পূতির কীট, পক্ষ-বিশিষ্ট হইয়া, উঠিতে উঠিতে, পড়িতে পড়িতে, মহাকাশে গমন করে।—

ভগবানের কৃপায় সংসারের কীটেরও পক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যতটুকু সংসারী আত্মা, ভগবৎ-প্রসঙ্গ করে বা তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হয়, ততটুকুই তাহার পূতি ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধোত্থান। এইরূপ ধ্যানচ্যুতি ও ধৃতি হইতে হইতে আত্মার পূর্ণস্থিতি প্রাপ্তি হইবে। অতএব হে সাধক, তুমি একবার কি দুইবার ধ্যান করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না। বার বার ধ্যান করিবে, বার বার মনন করিবে। তোমার পাপধূলি অল্পে বিধৌত হইবে না ; তোমার সংসার ব্যাধি সহজে দূরীভূত হইবে না। বার বার ধ্যানের গভীর গভীরতম সমুদ্রে অবগাহন কর, বার বার ধ্যানের নির্ম্মলবায়ু সেবন কর, সাংসারিকতা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিবে। সংসারের মলিন খনির গর্ত্তে, মানবাত্মা উজ্জ্বল মাণিক্য। ধ্যানাস্ত্রদ্বারা এই মলিনতা

দূর করিতে হইবে। তবেই ইহা হইতে ভাগবতী প্রভা নিঃসৃত হইবে।

সংসার পীড়িত, ধ্যানস্থ হইয়া, ভগবানে ঔষধপ্রাপ্ত হইলেন ; একজন ভালবাসিবার সামগ্রীও দেখিতে পাইলেন। সংসারকে ভালবাসিয়া মানব প্রতারিত হইয়াছে ; এইবার সে ভগবানকে ভালবাসিবে, তাঁহাকে ভালবাসিলে আর প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই। তাই ধ্যান যতই বৃদ্ধি হয়, ভগবানের সংসর্গ হেতু, তাঁহার প্রতি আসক্তি ও ভালবাসা ততই বৃদ্ধি হয়। তাই সে প্রেম করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হয় ; ধ্যান করিতে করিতে প্রেমে নিবদ্ধ হয়। এই প্রেমই ঊর্দ্ধগতির কারণ। প্রিয়তমের আলাপে বড় আরাম সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সংসর্গে অধিকতর আরাম শান্তি ও প্রেমবৃদ্ধি। এই ভগবৎ-ধ্যানে ভগবৎ-সংসর্গ লুক্কায়িত আছে। হে সাধক, তোমাকে ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে।

ধ্যানস্থ হইয়া এক অপূর্ব্ব ব্যাপার,সাধক, দেখিতে পাইবে —সংসারকে ভালবাসিয়া ভালবাসা পাও নাই,কিন্তু এবার তোমার সে সাধ পূর্ণ হইবে। দেখিবে, তুমি ভালবাসিবার পূর্ব্ব হইতেই, ভগবান তোমাকে অতীব ভালবাসিতেছেন। যত কিছুর উপর তোমার আসক্তি আছে, সমুদয় একত্র করিলেও, তোমার উপর ভগবানের আসক্তির সহিত তুলনা হয় না। তুমি ভালবাস আর নাই বাস, ভগবান

তোমাকে ভালবাসিতেছেন। সেই চিরন্তন ভালবাসা দেখিয়া তুমি অবাক্ হইবে। ভাবিবে—এমন যিনি ভালবাসেন, তাঁহাকে কিরূপে ভালবাসিতে পারিবে। একবার ভগবানের ভালবাসা ভাবিবে—আরবার সংসারের বৈরিতা অনুভব করিবে—ভালবাসার বস্তুকে কি দিবে, কেমন করিয়া ভালবাসিবে, তাই ভাবিয়া তুমি আকুল হইবে। সংসারকে ভালবাসিয়া, ভগবানকে ভালবাসিতে পারিতেছ না—সংসার তোমার প্রিয়বস্তু, ভগবানকে একমাত্র ভালবাসার পাত্র করিতে পারিতেছ না—ইহা দেখিয়া তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। ভালবাসার আবেগে সংসার ও সংসারের সমগ্র সুখ দুঃখ, বিলাস কামনা, সমুদয় ভগবামকে অর্পণ করিবে। তখন সংসার ও ভগবানে অর্পিত হইয়া সাধকচিত্তকে ভগবানের দিকেই আকর্ষণ করিবে। একটী একটী করিয়া সমুদয় কর্ম্মাকর্ম্ম ফল ভগবানেই অর্পিত হইবে।

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ
জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ
স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥

"অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হইতে ধ্যান

প্রধান, ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ, ত্যাগ হইতেই শান্তি।”

যখন ভালবাসার আধিক্যহেতু সমুদয় প্রীতির বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে, তখনই তুমি ব্যাধিমুক্ত হইবে। তখন আর সংসারে মুগ্ধ হইবে না। যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভাব, সমুদায়ই ভগবানের সহিত সম্বদ্ধ রহিবে। দিবানিশি তোমার হৃদয় হইতে প্রেমসঙ্গীত উত্থিত হইবে—অবিরাম সেই সঙ্গীত উঠিতে থাকিবে—সংসারের কার্য্য করিতে করিতেও সেই সঙ্গীত স্তব্ধ হইবে না—এখন তোমার ধ্যান সর্ব্বক্ষণস্থায়ী—নিশ্বাস প্রশ্বাস যেরূপ সহজ, বিনা আয়াস সাধ্য, তদ্রূপ ভগবানের ধ্যানও বিনা আয়াসে অহর্নিশি সাধিত হইবে। যখন যাহা কিছু দেখিবে শুনিবে, সমুদয় তোমার ধ্যানের সহায়তা করিবে—সূর্য্যোদয় ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে ধ্যানের শব্দ শ্রুত হইবে, আলোক ও আঁধারে ধ্যানের গীত প্রবাহিত হইবে—অতীত ও ভবিষ্যতে ধ্যানের রেখা অঙ্কিত হইবে—প্রকৃতির ধ্যান গীতি তোমার হৃদয় সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া, যুগপৎ প্রেমাকাশে সঞ্চারিত হইবে। এইরূপ মধুর গম্ভীর ধ্যান হিল্লোলের মধ্য দিয়া জীব প্রেমময়ের সকাশে উপনীত হন—প্রেমিকে প্রেমিকে সাক্ষাৎ অপূর্ব্ব ব্যাপার! কোথায় রবিশশী অন্তর্হিত হইল-তারকা নির্ব্বাপিত হইল—প্রকৃতির নিশ্বাস স্তব্ধ হইল

—আলোক আঁধার পলায়ন করিল—অতীত ভবিষ্যৎ, সংসার, অনন্তে মিলিত হইল—চিন্তা স্তম্ভিত হইল—বুদ্ধি ভীত হইয়া দাঁড়াইল—স্মৃতি লোপ হইল—পূর্ণ আবেশ, পূর্ণ সম্ভোগ, পূর্ণ রসাস্বাদ,—রহস্যময় ব্যাপার! একাকী সাধক বিজন বিশ্বে অবস্থিত—একাকী ভগবান বিজন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত! হৃদয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়াছে—আত্মার ক্ষমতা লোপ হইয়াছে—চেষ্টা চলিয়া গিয়াছে—ভগবান চাহেন আত্মার প্রতি—আত্মা চাহে ভগবানের প্রতি-নিস্পন্দহৃদয় মোহিত হইল—মোহিত হৃদয় বশীভূত হইল—কোথায় প্রেমের অনন্ত গম্ভীরে মিলিত হইল। কোলাহল নির্ব্বাণ হইল—প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। কাহার বা অস্তিত্ব থাকিল, কাহারই বা না থাকিল, কে জানিবে! প্রেমিকে প্রেমিকে মিলন, কেবা ইহার বাধা দিবে! কেবা ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিবে! কেই বা জানিত সংসারের হীন পাপীর হৃদয়ে এত প্রেম ছিল!

কে জানে কাহার অদৃষ্টে এই প্রেম সম্ভোগ লিখিত হইয়াছে! ভাবুক বলেন সকলেই এই সম্ভোগ করিবে ও করিতেছে—এই প্রেমসম্ভোগের নির্ঘোষ হইতেই জগতের উৎপত্তি; ইহাতেই স্থিতি, ইহাতেই লয়।

হে সাধক, আর বৃথা কালহরণ করিও না। ভগবানের আজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হইয়া ধাবিত হও। যে দেশে অমৃত আছে, আত্মার স্বাস্থ্য পাওয়া যায় সেই

দেশে যাও। তথায় যাইয়া দিব্য কান্তি লাভ করিবে। দিব্যদেহে দেব দেবের সহিত মিলিত হইবে। হে সাধক প্রেম নাই বলিয়া ভীত হইও না—তুমি যাঁহার প্রেমপাত্র, তিনি তোমার হৃদয়ে প্রেমবীজ রোপণ করিয়াছেন —শুভক্ষণে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে—শুভক্ষণে বৃক্ষে পরিণত হইয়া, ফলপুষ্পে সুশোভিত হইবে। শুভক্ষণের জন্য অপেক্ষা কর, আর বল "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"। হে সাধক ধৈর্য্য অবলম্বন কর—ধীরভাবে পাপের গতি ও পুণ্যের কাণ্ড অবলোকন কর—একাগ্রচিত্তে প্রেমময় হরির অপেক্ষায় কালযাপন কর—শুভদিনে প্রেমময় সখা আসিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবেন। শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন—তাঁহারই কৃপায় ধ্যানস্থ হইয়া প্রেমময়ের প্রেম সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হও। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

ব্রহ্মদর্শন।

৪ঠা জানুয়ারি ১৮৯১।

সংসারের গৃহে কত কন্যা বিবাহ বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন; উপযুক্ত বয়সে কন্যাগণ স্বামিলাভার্থে উৎসুক—কোন কন্যা গৈরিক পরিধান করিয়া, স্বামীর অন্বেষণার্থে বহির্গত হইয়াছেন—কেহ বা কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া পতির তত্ত্বে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেছেন; কোন কন্যা ফকিরের চারু বেশ পরিধান করিয়াছেন, কেহ বা বৈরাগ্যবসনে দেহ আবৃত্ত করিয়াছেন; কেহ বা নরসেবার হার গলদেশে ধারণ করিয়াছেন; আর কেহ বা সংযমের ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন। উচ্চবংশীয়া কন্যা—কোথায় উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতে পারে,—মহা চিন্তার বিষয়। নানাস্থানে, নানা ঘটক প্রেরিত হইল—পাত্রের তত্ত্বে শাস্ত্র প্রচারিত হইল—বেদবেদান্ত উচ্চারিত হইল—গুরু উপদেশ বহির্গত হইল—সাধুসঙ্গ, সমাজ, সাধুপ্রসঙ্গ—দিগদিগন্তে ছুটিতে লাগিল। নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া অতিকষ্টে কেবলমাত্র একটী পাত্রের সন্ধান মিলিল। কিন্তু পাত্রের বংশ নাই, গোত্র নাই, নাম নাই, খ্যাতি নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, পদ নাই, মর্য্যাদা নাই—কন্যা সমর্পণে পাত্রের যে সমুদয় গুণ থাকা প্রয়োজন তাহার কিছুই নাই। কন্যাকর্ত্তা সংসার মহা-

সঙ্কটে পতিত হইলেন—এরূপ নিঃস্ব পাত্রের করে কিরূপে কন্যা অর্পিত হইতে পারে? কাহার মুখে কন্যারা শুনিয়াছেন, বিবাহে বড় সুখ—তাই তাঁহারা বিবাহ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন না। সংসার বড় উদ্বিগ্ন হইলেন—বার বার পাত্রের তত্ত্ব হইল, কিন্তু সেই গুণহীন রূপহীন নিষ্কুল পাত্র ভিন্ন আর প্রাপ্ত হওয়া গেল না। সংসার বিজ্ঞ ব্যক্তি—কন্যাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ তোমরা বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, কিন্তু এই ধনমানহীন পাত্র ভিন্ন আর পাত্র নাই, বিবাহ করিবে কি? কিন্তু জগতে আমার কুলের দোষ জন্মিবে" —সংসারের প্রিয় কন্যা যিনি, তিনি বলিলেন আমার "বিবাহে কায নাই—ধনসম্পদ-কুল-গৌরবহীনকে বিবাহ করা সুধু কলঙ্কবহন মাত্র আর কিছুই নহে।" কিন্তু বিবাহ লিপ্সা যাঁহার বড় বলবতী, তিনি বলিলেন—"পাত্র যেমনই হউন, কুমারী হইয়া আর থাকা যাইতেছে না, বিবাহ করিতেই হইবে—কৌমার অসহনীয় হইয়াছে"— সংসার স্বীকৃত হইলেন, বিবাহ হইবে—পাত্রের পণ নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন—সমুদয় ঘটক মিলিত হইয়া স্থিরীকৃত হইল—সংসারের কিছুমাত্র দিতে হইবে না— কিন্তু কন্যার জীবন সর্ব্বস্ব। পণ শুনিয়া সংসার চমকিত হইলেন। কুমারী কন্যা সুখের আশায় বিবাহ করিতেছে —জীবনসর্ব্বস্ব কিরূপে অর্পণ করিবে? যদি ঈষৎ কম

হইতে পারে এই চেষ্টা করা হইল—কিন্তু অহঙ্কারী পাত্র স্বীকৃত হইলেন না—সেই একপণ জীবন সর্ব্বস্ব। গুণ-হীনের নানা দোষ—আবার বলিলেন "সংসার তোমাব কন্যা আমি বিবাহ করিতে পারি, কিন্তু পণ জীবন সর্ব্বস্ব, আর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কথনও তোমার গৃহে থাকিতে পারিবে না"। সংসার কন্যাভারগ্রস্ত, মহা গোলযোগে পতিত হইলেন—পণের কথা কন্যাদিগকে বলা হইল—যে কন্যা এত পণ দিতে পারিলেন না, তাঁহার বিবাহ হইল না। কিন্তু বিবাহ না করিয়া যিনি আর থাকিতে পারিতেছেন না, তিনি বলিলেন—"জীবন সর্ব্বস্ব কি, আরও যদি কিছু থাকে তাহাও দিব"—তাই একজন বিবাহ মানসে জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্জন কানন আশ্রয় করিলেন, কেহ বা অনাহারে শরীর ক্লিষ্ট করিতে লাগিলেন, আর কেহ বা সাধু সমাজের সঙ্গতি গ্রহণ করিলেন—আর একজন বিবাহের জন্য অতি ব্যস্ত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভং
নৈবাসনাৎ কায় মতশ্চলিষ্যতে॥"

"এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ; ত্বক, অস্থি,

মাংস, নষ্ট হইয়া যাউক, বহু তপস্যাসাধ্য বোধি স্বামীকে প্রাপ্ত না হইয়া, আসন হইতে আমার শরীর বিচলিত হইবে না।"

এই শব্দ শুনিয়া পাত্র হৃষ্ট হইলেন—শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইবে—ধ্যানগৃহে বাসর সজ্জিত হইল—শুভলগ্নে বিরাট পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন—শুভদৃষ্টি হইবে; কুলহীন পাত্র সময় বুঝিয়া বলিলেন, "আমার প্রাপ্য পণ দাও নতুবা শুভদৃষ্টি হইবে না।" ব্যাকুল হৃদয়ে কন্যা বলিলেন,—"কি চাই লও"—তীব্রস্বরে পাত্র বলিলেন, "তোমার গৃহে বড় রিপুর কোলাহল হইতেছে ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও"—বলিবামাত্র রিপু ইন্দ্রিয় নিশ্চল হইল। কন্যা বলিলেন, "আর কি চাই স্বামী!" পাত্র বলিলেন, "তোমার ধর্ম্মাধর্ম্মের আবরণ আমাকে অর্পণ কর"; অমনি ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্পিত হইল; কন্যা বলিলেন, "আর কি চাই," স্বামী বলিলেন, "তোমার কামনা চাই;" কন্যা বলেন, "এই লও"—পাত্র বলেন, "তোমার ইচ্ছা চিন্তা, বুদ্ধি, সংজ্ঞা সমুদয় দাও"—প্রহৃষ্টচিত্তে কন্যা সমুদয় অর্পণ করিলেন; আবার বলিলেন, "কি চাই স্বামী"—তখন স্বামী বলিলেন—"আমি তোমার আসক্তির বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভূষণ আমাকেই দিয়াছ, কামনা, বুদ্ধি, চিন্তা, সংজ্ঞা, প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সমুদয় আমাকেই দিয়াছ, আর

আমাকে কি দিবে, তোমার আর কি আছে?” কন্যা বলেন, “কেবল আমিই আছি, আর ত কিছুই নাই” —স্বামী বলেন, “তুমি বড় সুন্দর হইয়াছ, তোমাকেই চাই” বলিবামাত্র সর্ব্বস্বহীন কন্যা স্বামীর হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন—বালিকা পত্নীকে বিরাট স্বামীর প্রগাঢ় আলিঙ্গন!—চন্দ্রসূর্য্য চমকিত হইয়া পলায়ন করিল, দেশকাল ম্রিয়মাণ হইল—স্থিতি অস্থিতি বিলুপ্ত হইল—নির্জন ধ্যান নদীতীরে, জীবে শিবে, উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল—নির্জনে শুভদৃষ্টি হইল—কেহ সম্বাদ পাইল না। পাত্রকেও কেহ দেখিল না।

হে সাধক, এই শুভদৃষ্টির অন্যতম আখ্যা “ব্রহ্মদর্শন”। যদি তুমি প্রেম রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাও, তাহা হইলে এই ব্রহ্মদর্শন দ্বার দিয়া তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে। মনে করিও না এই শুভদৃষ্টিই তোমার সাধনের শেষ; মনে করিও না একবারমাত্র ব্রহ্মদর্শন করিলেই তোমার যথেষ্ট হইল; এই ব্রহ্মদর্শনেই তোমার সাধনের প্রকৃত আরম্ভ হইবে। তোমার সাধনের অর্থ দর্শন নহে—প্রেম সম্ভোগ। যাহাকে তুমি কখনও দেখ নাই—তাঁহাকে কিরূপে ভাল বাসিবে? এমন হইতে পারে তাঁহার কীর্ত্তি তোমার নয়নগোচর হইতেছে, তাঁহার প্রশংসাও অনেক শুনিতেছ—তাই বলিয়া তুমি তাঁহাকে মান্য করিতে পার, মহান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে পার—কিন্তু

তিনি তোমার প্রেমাস্পদ কিরূপে হইবেন? যদি ভগবানকে প্রেমাস্পদ করিতে চাও, তাঁহাকে দর্শন করা চাই। দর্শন ভিন্ন প্রেম অসম্ভব। হে সাধক, দুই একটী কার্য্য করিয়াই তুমি আপনাকে উচ্চশ্রেণীর সাধক বলিয়া মনে করিতে পার না—যতদিন ব্রহ্মদর্শন না হইবে তত দিন ভগবৎ প্রেম হয় নাই জানিও।

আর এক কথা—জীব নারীর সহিত শিবপুরুষের বিবাহ হইল—একবার মাত্র দেখিয়াই বালিকা জীব মোহিত হইল, প্রেমের অঙ্কুর হইল—কিন্তু সর্ব্বদা স্বামীর সহবাস তাহার অদৃষ্টে লিখিত হয় নাই; সে তখন তাহার উপযুক্তও হয় নাই। তাই প্রেমময় স্বামী নববিবাহিতা বালিকা পত্নীর নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মধ্যে মধ্যে একবার ক্ষণ-কালের নিমিত্ত আসেন। বালিকার মন হরণ করিয়া যান। যতই বার বার আসিতে থাকেন, বালিকা আত্মা ততই তাঁহাতে অনুরক্ত হয়, ততই প্রেম বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন বুঝিতে পারে রূপহীন স্বামী নিতান্ত রূপহীনও নহেন, গুণহীনও নহেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে সহবাস হইতে প্রেম ক্রমশঃই বৃদ্ধি হয়, আত্মার ভগবান দর্শন স্পৃহাও বলবতী হয়। বৈষ্ণবেরা এই স্পৃহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন, ইহাই ভক্তির মূল, আর এই বিবাহই প্রকৃত জ্ঞান।

হে সাধক মনে করিও না—তাঁহার রূপে সুধু তোমা-কেই মোহিত হইতে হইবে—তিনিও তোমাতে নিয়ত

আসক্ত; যখন তোমার প্রেম কিঞ্চিৎ গাঢ় হইবে, তখন সংসার গৃহে বসিয়া ভগবানের প্রেমকুঞ্জে মধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইবে, সেই স্বরে তোমার প্রাণ আকৃষ্ট হইবে—ভাবপূর্ণ হৃদয়ে, প্রেমের উচ্ছ্বাসে মত্ত হইয়া কুঞ্জবনে ধাবিত হইবে। আবার যখন ধীরে ধীরে স্বামী আসিয়া তোমার হাত ধরিবেন, ও সংসার তাহার প্রতিরোধ করিবে ও স্বামীর মধুর স্পর্শ অনুভব করিবে ও সংসারের বৈরিতা স্পষ্ট অনুভূত হইবে—এই মধুর ও কটু এককালীন উপলব্ধ হওয়ায় মধুরেব উপর আসক্তি বৃদ্ধি হইবে ও কটুর প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইবে। তখন স্বামীকে একবার দেখিলে, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করিবে; একবার স্পর্শ করিলে, আর একবার স্পর্শ করিতে বাসনা হইবে। এইরূপ দর্শন লালসার বৃদ্ধি সহকারে তোমার প্রেমও বৃদ্ধি হইবে,সুতরাং ভগবানের বিরহও বুঝিতে পারিবে। প্রেম যতই প্রবল হইবে, বিরহ ততই প্রখর হইবে। তাই একদিন ভগবানের বিরহে কাতর হইয়া মহম্মদ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে লম্ফ দিতে গিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্য কতবার জলমগ্ন হইয়াছিলেন। অতএব সাধক—সর্ব্বদা মনে রাখিও প্রেমের মূল দর্শন ও প্রেমের বৃদ্ধিকারণ স্পর্শ। দর্শন ভিন্ন প্রেম হয় না, স্পর্শ ভিন্ন প্রেম বৃদ্ধি হয় না। তাই ভগবানকে দেখিতে নিয়ত যত্নশীল হইবে, একবার দেখিলে তাঁহার প্রেমময় আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইতে

চেষ্টা করিবে; প্রথমে শুভদৃষ্টির নিমিত্ত জীবন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে। ভয় করিও না? জীবন তাঁহাকে দিলে জীবনের বিনাশ নাই, বরং বৃদ্ধি। উদ্বিগ্ন হইও না, তাঁহাকে বিবাহ করিলে আর তোমার কোন কষ্ট থাকিবে না।

ভাবুক বলিবেন—"কুমারীর বিবাহ ত সহজে হয়—কিন্তু যে ব্যভিচারিণী, তাহার বিবাহ কিরূপে হইবে?" হে সাধক সর্ব্বপ্রথমে পরীক্ষা করিবে তুমি ব্যভিচারিণী কি না। যদি দেখ ভগবান ভিন্ন তোমার অন্য স্বামী আছে তাহা হইলে তুমি দ্বিচারিণী হইবে—দ্বিচারিণী যে সে স্বামীকে কি প্রকারে ভাল বাসিবে? দুই স্বামীকে কি ভালবাসা যায়? যদি অর্থপতি সম্পদপতিকে ভালবাস, তাহা হইলে ভগবান পতিকে কি প্রকারে ভাল বাসিবে। স্বামী তোমার ভগবান—তিনি স্বয়ং সত্যবান—তিনি চাহেন সাবিত্রী সতী পত্নী—যদি তুমি সতী না হও, তাহা হইলে কি তুমি ভগবানকে স্বামী করিতে পারিবে? সতী হইতে হইলে অন্য পতিকে ত্যাগ করিতে হয়। 'তুমি অন্য পতিতে যদি বড় আসক্ত হইয়া থাক, তবে কিরূপে তাহাকে ত্যাগ করিবে? হে সাধক, তুমি হতাশ হইও না, যিনি তোমার প্রকৃত স্বামী তিনি সুধু সত্যবান নহেন, অসতীকে সতী করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। যখনই দেখিবে বিশ্বপতি তোমার পতি আর তিনি তোমার প্রতি সর্ব্বদা প্রেমময় কিন্তু তুমি অসতী হইয়া,

মোহপতির শরণ লইতেছ—তখন লজ্জায় তুমি ম্রিয়মাণ হইয়া ,সত্যবান পতির নিকট আসিবে, আসিয়া বলিবে—"প্রভু আমি ব্যভিচারিণী , তোমাকে স্বামী বলিবার কি আমি উপযুক্ত, কেন তুমি আমাকে এত প্রেম ঢালিয়া দিতেছ ?" ভগবান বলিবেন "তুমি শোক করিও না, আমার পণ জীবন সর্ব্বস্ব অর্পণ কর ।তুমিও অন্যের ন্যায় সতী সাবিত্রী পত্নী হইয়া আমার অঙ্ক পরিশোভিত করিবে ।"

এই জীবন সর্ব্বস্ব পণ ভগবানের মঙ্গলময় বিধান ; ইহাই তাঁহার প্রেমসম্ভোগের সেতু। হে সাধক, কখনও ভাবিও না—যে এই জীবনসর্ব্বস্বের বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায় না। ইহার বিনিময়ে অমূল্যরত্ন পাওয়া যায়। তোমার সামান্য জীবন সর্ব্বস্ব লইয়া—অসামান্য ভগবান্ তোমার নিকট বিক্রীত হইবেন। ধর্ম্মরাজ্যের অতি রহস্যময় ব্যাপার—নারী হইয়া ভগবানকে স্বামিত্বে বরণ না করিলে আর নিস্তার নাই। যিনি প্রকৃত সাধক, তাঁহাকে প্রথমতঃ বালিকা পরে বয়ঃপ্রাপ্তা নারী হইতে হইবে। নারী ভিন্ন ভগবানের প্রেমরাজ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। হে উপাসকমণ্ডলি এই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ও এই জীবন সর্ব্বস্ব ভগবান স্বামীকে অর্পণ করিয়া, সকলে কৃতার্থ হও। ভগবান হরি তোমাদের শুদ্ধি প্রদান করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

অহঙ্কার।

১৮৯১। ১১ই জানুয়ারি।

গভীর রজনী ভাবুক ভাবনায় মগ্ন, প্রলয় শঙ্খ নিনাদিত হইল, বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হইল "আমি আছি।" শব্দ শুনিয়া ভাবুক স্তম্ভিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ বজ্র-নির্ঘোষবৎ শব্দ উত্থিত হইল "আমি আছি।" দূর—অতি দূর—হইতে ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; কোথা হইতে আইসে, কেই বা শব্দ করিতেছে, কিছুই নির্ণয় নাই। সুপ্তো-খিত ভাবুক বিস্মিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের ধ্বনি হইতেছে—অন্য উত্তর নাই, প্রত্যুত্তর নাই, কেবল মাত্র একই শব্দ "আমি আছি।" শঙ্খের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বার বার ধ্বনি হইতেছে "আমি আছি।" মহাশব্দে ভাবুকের আর সুষুপ্তি আসিতেছে না। ক্ষণে, অক্ষণে গভীর ধ্বনি হইতেছে "আমি আছি।" ভাবুক ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন"কেহে তুমি গভীর রজনীতে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে? কেনই বা বার বার একই কথা বলিতেছ—"আমি আছি" "আমি আছি।" কিন্তু কোনই উত্তর নাই—সেই একই শব্দ। ভাবুক বলেন, "কেহে তুমি, প্রকৃতি কি তোমায় আর কোন কথা শিক্ষা দেন নাই? তাই ক্রমাগত একই কথা—বলিতেছ?"

কোন উত্তরও নাই, সেই সর্ব্বক্ষয়কর ধ্বনির বিরামও নাই। ভাবুক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেরে এমন অহঙ্কারী এমন অহঙ্কারের কথা বলিতেছে? তুমি আছ, আর কি কিছুই নাই? তাই নিদ্রার সময় 'আমি আছি' 'আমি আছি' বলিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলে? কে তোমাকে আমার সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল?" সত্যই বুঝি বা শব্দকার এক ভিন্ন আর অন্যভাষা শিক্ষা করে নাই; ভীম রবে নিনাদ হইল "আমি আছি।" ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবুক বলিলেন, "ভাল ভাল তুমি আছ তাহার জন্য এত শঙ্খধ্বনি কেন? আমার রবিশশী রহিয়াছে, দেশকাল ক্রীড়া করিতেছে, সমীর বিচরণ করিতেছে, নক্ষত্র ফুটিতেছে, সুখদুঃখের তরঙ্গ উঠিতেছে, চিন্তাহিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে, বুদ্ধিবৃত্তি ধাবিত হইতেছে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজন বেষ্টন করিতেছে, মধুময় সংসার গীত গাহিতেছে—এই সমুদয় রহিয়াছে, ইহারা কতবার তোমার ন্যায় 'আমি আছি' 'আমি আছি' বলিয়া চীৎকার করিতেছে—কেহে তুমি অহঙ্কারী অহঙ্কারধ্বনি করিতেছ? মহাবিস্মিত চিত্তে, অতি ব্যাকুল হৃদয়ে যাই ভাবুক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনি ভীম ভয়ঙ্কর শব্দে উচ্চারিত হইল "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "আমি আছি—আর কিছু নাই"।—অমনই সংসারের ভিত্তি কম্পিত হইল, বন্ধুবান্ধব বিত্রস্ত

হইল, চন্দ্রসূর্য্য পলায়নপর হইল, বুদ্ধিচিন্তা স্তব্ধ হইল, দেশকাল সঙ্কুচিত হইল, ভাবুক-হৃদয় নিস্পন্দ হইল; শঙ্খ আরও নিকটবর্ত্তী হইল, সর্ব্বত্র হইতে সর্ব্বধ্বংসকারী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল—রবিকর ভেদ করিয়া, দেশকালের অভ্যন্তর দিয়া, বুদ্ধিচিন্তার মূলস্পর্শ করিয়া, জীবনগ্রন্থি শিথিল করিয়া, সংসারের ভিত্তি কম্পমান করিয়া—নিয়ত, অবিরাম সেই ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল "আমি আছি"—"আর কিছু নাই"—"একমেবা-দ্বিতীয়ম্"। ভাবুক দেখিলেন, মহাব্যাপার, কোথায় কোন্ দূর হইতে নিনাদ শ্রুত হইতেছিল এখন সর্ব্বত্রই সেই ধ্বনি উঠিতেছে। কে এমন অহঙ্কারী নিয়ত এতাদৃশ শঙ্খ বাজাইয়া তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিতেছে? ভীষণ শঙ্খ ভীষণতর হইল; ভাবুক দেখিলেন—সেই অতীন্দ্রিয় শব্দ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বচরাচর অন্তর্ব্বহিঃ সমুদয় গ্রাস করিয়া একাকী নিরবলম্বভাবে বাস করিতেছে, আলোক ও অন্ধকার তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছে না, প্রকৃতি গতিশূন্য হইয়া পড়িতেছে। মহা অহঙ্কারের ব্যাপার দেখিয়া ভাবুক স্তম্ভিত হইলেন।

হে সাধক! কখনও কি তোমার এই অহঙ্কার-ধ্বনি কর্ণগোচর হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে এই ধ্বনির কি আকর্ষণ-শক্তি! নিয়ত এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তোমার চিত্ত সেই দিকে

আকৃষ্ট হইবে। যতই শুনিবে "আমি আছি—আর কিছুই নাই" ততই তোমার সমুদয় বৃত্তি সেই শব্দ-কেন্দ্রাভিমুখে চালিত হইবে। তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহঙ্কার সেই বিরাট অহঙ্কারের প্রতি ধাবিত হইবে। যেরূপ শত শত নদী পর্ব্বতহ্রদ হইতে নির্গত হইয়া সাগরে যাইয়া মিলিত হয়, কিন্তু সাগরের তাহাতে হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই নাই, তদ্রূপ সেই মহাহঙ্কারের অভ্যন্তরে তোমার ক্ষুদ্র অহঙ্কার লয়প্রাপ্ত হইবে।

হে সাধক! যদি জীবনে একবার কখনও এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। নিরন্তর সেই অহঙ্কার-বংশীধ্বনি তোমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিবে। সংসারের গৃহমধ্যে সংসারের সেবায় মত্ত আছ, এমন সময় সেই ধ্বনি আসিয়া তোমাকে আকৃষ্ট করিবে। মোহে মুগ্ধ হইতেছ, অমনই সেই ধ্বনি আসিয়া তোমায় জাগরিত করিবে। এক দিকে সংসার তোমাকে সেবায় নিযুক্ত রাখিতেছে, আর এক দিকে বংশীরব তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে। সংসার বলে কোন্ দূরে কোন্ অপরিচিত ব্যক্তি অহঙ্কারপ্রকাশ করিতেছে, তুমি ও রব শ্রবণ করিও না। তোমার হৃদয় সংসারের উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। বন্ধুই হউন, আর যিনিই হউন, সেই অহঙ্কারী পুরুষের প্রতি হৃদয় ধাবিত হয়। সংসার বলে ঐ দুর্জ্ঞেয় অদ্ভুত রবের

অনুসরণ করিও না, সুখে স্বচ্ছন্দে আমার গৃহে বাস কর ; হৃদয় কিন্তু কোন কথাই—কোন প্রলোভনই গ্রাহ্য করিবে না, নিরন্তর, অবিরাম সেই শব্দের প্রতি ধাবিত হইবে। দিবস,রজনী, নিদ্রা ও জাগরণে এই ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে তোমার স্মৃতি জাগরিত হইবে, তখন মনে হইবে—সেই একদিন শুভক্ষণে, সংসারের অমতে, ধ্যান নদীতীরে রূপগুণহীনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে, সংসার তোমাকে কত প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিল—কুলনাশ হইয়াছে বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল—তিনিই কুঞ্জে বসিয়া "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া বংশীধ্বনি করিতেছেন। সেই বংশীধ্বনিতে কত অমৃত সংগীত প্রবাহিত হইতেছে, কত মাধুরী, কত গাম্ভীর্য্য মিলিত হইয়াছে। সংগীত শুনিতে শুনিতে বিশ্ব উঠিতেছে, আবার মিলিয়া যাইতেছে। সেই সংগীত এক কথায় বার বার বলিতেছে—"কেগো আমায় পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তোমার ভয় নাই, সংসারের তিরস্কার গ্রাহ্য করিও না, সংসারের উপহাস মনে করিও না ; তোমার জন্য বনে বসিয়া আমি বংশীরব করিতেছি সংসার তোমাকে কুলহীনপাত্রস্থা বলিয়াছে, এখন দেখি কাহার কুল আছে, সংসারের কি আমার ; এই বংশীরবে মোহগৃহ ধ্বংস হইবে—অমৃতগৃহ প্রস্তুত হইবে"। এক "আমি আছি" এই বাক্যের মধ্যে কোটী কোটী অমৃত সংগীত

সাধক শ্রবণ করিতেছেন। দূর কুঞ্জে বাসিয়া স্বামী সংগীত করিতেছেন, সংসারগৃহে নিরন্তর সেই সংগীত প্রবিষ্ট হইয়া জীবনারীর প্রাণ মন হরণ করিতেছে। কে এ অদ্ভুত রহস্য বুঝিতে সক্ষম হইবে; অহঙ্কারের কথায় প্রেম বৃদ্ধি, কে এ সমস্যার মীমাংসা করিবে। একদিকে স্বামীর অমৃতকণ্ঠ, অন্যদিকে পতি-নিন্দা; সতীপত্নী আর কত সহ্য করিবেন, সংজ্ঞাহীন হইয়া কুঞ্জাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার গতি আর কে রোধ করিবে? মোহকবাট ভগ্ন হইল, আসক্তি লজ্জা দূর হইল—জীববালা শিবের উদ্দেশে অমৃতকুঞ্জে ধাবিত হইল, অহঙ্কার আসিয়া অহঙ্কারের সহিত মিলিত হইল; রূপে রূপ মিশ্রিত হইল; সংসারের রূপ ভ্রষ্ট হইল; আসক্তির বন্ধন স্খলিত হইল—নির্জ্জনে লজ্জাবিহীনা জীবসুন্দরী বিবস্ত্রা হইয়া শিবস্বামীর দেহে মিলিত হইল। প্রেমের তুফান বহিয়া গেল, অমৃতস্ফুট উঠিতে লাগিল, অনন্তরস উত্থিত হইল; রসের আবেশে স্বামী ধরিলেন পত্নীকে, পত্নী ধরিলেন স্বামীকে—চারিদিকে অনন্তভাব-রস ঘেরিয়া দাঁড়াইল, কেন্দ্রস্থলে পত্নী আশ্রয় করিলেন স্বামীপদ, স্বামী প্রবেশ করিলেন পত্নীহৃদয়ে—রসের পর রস ছুটিতে লাগিল, ভাবমালা চাহিয়া রহিল, ভাগবতী প্রকৃতি অমৃত সংগীত গাহিয়া উঠিল "একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্রীরাধাসহিতম্"। রসময়ের অদ্ভুত রসলীলা—কে ইহা

বুঝিতে সক্ষম হইবে! কঠোর বজ্রনাদী অহঙ্কারের ভিতর এত অমিয়রস লুক্কায়িত ছিল কে ইহা জানিত! ভাবুকের এতক্ষণে কথা ফুটিল, তিনি বলিলেন "জীবশিব দুইজনই বড় অহঙ্কারী, উহাদের প্রণয় হইবে না ত, তবে আর কাহাদের প্রণয় হইবে? সংসার-মোহ শিষ্ট ব্যক্তি ইহার অহঙ্কার নাই, অহঙ্কারীর মিলন দেখিয়া ইনি পলায়ন করিয়াছেন।" জীব আকুলহৃদয়ে বলে, "ওহে নিরহঙ্কারী সংসার তুমি আর আমার স্বামীসম্ভোগের অন্তরায় হইও না"—শিব অমৃত কঠোর হুঙ্কারে বলেন, "কাহার সাধ্য আমাকে জীবনারীর প্রেম হইতে বঞ্চিত করে?" ভাবুক বলিলেন, "তুমি শিব, যত প্রেমিক বুঝিতে পারিয়াছি, সংসার গৃহে কত কত সুন্দরী রহিয়াছে, তাহাদের প্রেম দাও দেখি"। ভগবান বলেন, "ওহে তোমরা দেখ, এই আমি বংশীধ্বনি করিতেছি, অহঙ্কারীর বংশীতে কয়জন স্থির থাকে দেখ!" ভাবুক প্রণাম করিয়া বলেন,"শুভ তুমি প্রেমময় তুমি, অপ্রেমিক আমি, প্রেমের শাস্ত্র কি বুঝিব"।

এই ত এক অহঙ্কারের কথা, আর এক অহঙ্কার আছে—ঘোর পাপী, মহাপাপাচরণে আসক্ত, হৃদয় অন্ধকারময় বিভীষিকাপূর্ণ, ইন্দ্রিয়ের প্রবল অত্যাচার, রিপুদলের তীব্রকোলাহল, পাপীর আর গতি নাই, আশা নাই ভরসা নাই; সংসার বিষময়, চিন্তায় বৃশ্চিকদংশন,

স্বজন বান্ধবের তিরস্কার, সাধুপ্রকৃতির ভ্রূকুটী, শাস্ত্র বেদ নরকযন্ত্রণা নির্দ্দেশ করিলেন, মানব-সমাজ রাজদণ্ড প্রচার করিলেন। পাপী এখন যায় বা কোথায়, আশ্রয় বা কোথায়, উপায়ই বা কি? সংসার তাহাকে গ্রহণ করিবেনা, শাস্ত্রবেদে শান্তি প্রদান করিবে না; সমুদায় অন্ধকারময়, পাপীর আর উপায় কোথায়?—এমন সময় অমৃতস্বরে সুদূরে বংশীধ্বনি হইল "আমি আছি"—এমন দুর্দ্দিনে এরব শুনিয়া পাপী কি বিশ্বাস করিতে পারে?—এমন মহাপাপী তাহার জন্য অমৃত লইয়া "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া কে আহ্বান করিবে, শুনিয়াও পাপী স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। সুমিষ্ট বংশীনিনাদ আসিয়া হৃদয়ে অমৃতসিঞ্চন করিতে থাকে; বারে বারে বংশী গাহিয়া বলে "আমি আছি, পাপী তোমার ভয় নাই, তুমি পাপী নও, শান্ত হও, আশ্বস্ত হও"—সেই বংশীরব শুনিয়া পাপী চমকিত হইয়া উঠে—বলে "কে গো তুমি এমন অন্ধকার হইতে বংশী বাজাইতেছ, আমার যে কোন উপায় নাই।" বংশীতে ধ্বনিত হয় "আমি আছি বাছা, ভয় নাই; আমি তোমার মাতা তুমি আমার পরম স্নেহের সন্তান, ভয় নাই, সংসার তোমাকে ত্যাগ করে করুক, তাহার কি সাধ্য তোমার কোন অনিষ্ট করে"—আশার উদ্রেক হইল, পাপী উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে "কে গো তুমি, আমার মা হও বলিতেছ, আমার যে আর উপায়

নাই, আমি যে ঘোর পাপী, আমার কি কেহ মা আছেন?" —বংশীতে উচ্চারিত হয় "আমি আছি সন্তান, তুমি নিরাশ হইও না, ভীত হইওনা, পাপের সাধ্য নাই, আমি থাকিতে তোমায় নষ্ট করে; তোমার মাতা আমি, পিতা আমি, সখা বন্ধু সবই আমি; হতাশ হইও না, সংসারের বেদশাস্ত্রের, শাস্তিবিধানের কথা শুনিও না, আমার ক্রোড়ে আইস শান্তি পাইবে"। এই অমৃত বংশী শুনিয়া পাপী আশ্বস্ত হইল; মাতার সগর্ব্ব বচনে উৎসাহিত হইয়া, পাপী দুঃসহ পাপভার দূরে নিক্ষেপ করিয়া নাচিয়া হাসিয়া মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে সাধক! জগজ্জননী দিবানিশি বংশীধ্বনি করিতেছেন "পাপী ভীত হইও না, আমি আছি, তোমায় আমি উদ্ধার করিব।"— এই অহঙ্কারের গীতি শুনিয়া পাপী জাগিয়া উঠে; এই অমৃত গীত আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করে, ভাবুকচিত্ত ভাবতত্ত্বের মীমাংসা করে, পাপী পুণ্যাত্মা এক হইয়া যায়।

অহঙ্কারের আর দুই এক কথা আছে—হে সাধক তুমি কখনও বন্ধুত্ব করিয়াছ বা কখনও কাহাকে ভাল বাসিয়াছ? যদি বাসিয়া থাক তাহা হইলে তুমি অবশ্যই জান, যে অহঙ্কার থাকিলে ভালবাসা যায় না; তুমি ধনী বা রূপবান বা বিদ্বান—কোন প্রকার প্রাধান্য তোমার আছে, তুমি মনে করিতেছ;—এইরূপ বিশেষ বিষয়ে আমি উঁহার

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই ভাব মনে থাকিলে কি প্রকারে তুমি উপযুক্তরূপ ভাল বাসিতে পার? তোমার প্রকৃতপক্ষে বন্ধুত্ব বা ভালবাসা হয় না; ভালবাসা এক শ্রেণীতেই বিচরণ করে; উচ্চনীচ গমন,বা ভিন্ন শ্রেণীতে গমন করা ভালবাসার স্বভাব নহে; তোমার পদ বা ধন বা বিদ্যা বা রূপ আছে বলিয়া বন্ধুত্বের অধিকারী হইতে পার না; যদি হইতে চাও, তাহা হইলে হৃদয়ে এই অধিকারের বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা অসম্ভব। যিনিই কখনও কাহাকে ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহাকেই এইরূপ করিতে হইয়াছে। অনন্যমনা ভিন্ন ভালবাসা হইতে পারে না, ভালবাসা এক স্রোতেই প্রবাহিত হয়; বহুধা বিভিন্ন হওয়া ইহার স্বভাব নহে। যদি ভালবাসা বহুধা বিভিন্ন হইল অমনই ইহার বিনাশ হইল। তুমি সাধক কাহাকে ভাল বাসিবে?—ভগবানকে ভালবাসাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আর অন্য কাহাকে ভালবাসিতে পার না। যদি অর্থ-পদ-প্রভৃতিকে ভাল বাস, তাহা হইলে অর্থপদের অধিকারী হইয়া তুমি অহঙ্কারী হইবে; এই শ্রেণীর অহঙ্কারী হইয়া ভগবানকে কি প্রকারে ভাল বাসিবে? অর্থ, পদ, সংসারকে ভাল বাসিয়া ধনী হইয়া নির্ধন ভগবানকে ভালবাসা যায় না। ভগবান ধনহীন, সম্পদহীন; তাঁহাকে যদি ভালবাসিতে চাও, তোমাকেও ধনহীন পদহীন হইতে

হইবে; কারণ অসম শ্রেণীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা হইতে পারে না। তাই কাঙ্গাল ঠাকুরের যদি সখা হইতে চাও, তাহা হইলে স্বয়ং তোমাকে কাঙ্গাল হইতে হইবে! তাই সেই দিন কাঙ্গাল ফকির গাহিতেছিলেন "যার যত ভাই পুঁজি পাটা ছেড়ে দাঁড়াও পথে, ঘুচিয়ে নেটা কাঙ্গালের মেলাতে সবে খাড়া হও সাক্ষাতে।" তাই সাধক, ভগবানের সখ্য পাইতে হইলে, তোমাকে সংসারের সখ্য ত্যাগ করিতে হইবে। সংসারত্যাগের কথা শুনিয়া চমকিত হইও না। মস্তকে ভগবান, হৃদয়ে অনাসক্ত বিশুদ্ধ মানব-প্রেম সংসার-প্রেম, কর্ম্মক্ষেত্রে নিরহঙ্কারী হইয়া অগ্রসর হও, ভগবান শুদ্ধি প্রদান করিবেন।

আর একপ্রকার অহঙ্কার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—যাঁহার যে কোন প্রিয়বস্তু আছে, তিনি তাহাই লইয়া অহঙ্কারী; তাই পিতা পুত্র পাইয়া গর্ব্বিত, সখা সখার প্রেমে অহঙ্কৃত, ধনী ধনমান লইয়া অহঙ্কারে স্ফীত। হে সাধক, তোমাকেও অহঙ্কারী হইতে হইবে। তোমার আরত কিছুই নাই—তোমার গৃহ পরিবার কিছু নাই, স্বজন বন্ধু তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ধন পদের কামনা আর হৃদয়ে স্থান দাও না, সর্ব্বস্ব হীন হইয়া তুমি একাকীমাত্র কাঙ্গালের নিধি পাইয়া, মহাধনী অহঙ্কারী হইয়া বসিয়া আছ—তুমি ভগবানধনে ধনী, তোমার অহঙ্কার করিবার বিষয় "তোমার ভগবান"—কেনই বা অহঙ্কার না করিবে?

—এমন অমূল্য রত্ন কি কোথায়ও পাওয়া যায়? এই ধনে ধনী হইয়া তুমি অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়া শত্রুদলকে দূরীভূত করিয়া দিবে; যখন পাপ ও রিপুদল তোমাকে আশ্রয় করিতে আসিবে, তখন ভগবানের গর্ব্বে শির উন্নত করিয়া বলিবে "পাপ তুই দূর হ," অমনই পাপ দূর হইবে—এই অহঙ্কারের নিকট দণ্ডায়মান হয় পাপের সাধ্য কি? এই ভাগবত অহঙ্কার তোমার অপাপত্বের কারণ হইবে। অতএব হে সাধক, ভগবানের অহঙ্কার-বংশী রবে জীবনারীর প্রেম সম্ভোগ, ভগবতীর অহঙ্কার-নিনাদে পাপীর উদ্ধার, আবার সংসারাহঙ্কার ত্যাগে জীবের ভগবৎ সখ্য ও ভগবদহঙ্কারের বলে পাপ দূরীকরণ—এই সব বিবিধ অহঙ্কারতত্ত্ব অবগত হইয়া জীবনে পরীক্ষা কর। শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

যোগ।

১৮ই জানুয়ারি ১৮৯১।

হে সাধক তোমরা সকলেই জান, কন্যার যখন বিবাহ হয়, তখনই সে স্বামীর গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করে না। শুভদৃষ্টির সময় একবারমাত্র স্বামিসন্দর্শন হইয়াছিল, স্বামীর রূপগুণ বালিকাপত্নীর হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই শুভক্ষণে প্রেমের অঙ্কুর হয়, কিন্তু সেই প্রেমবৃক্ষ ফলপুষ্পে সুশোভিত হইতে সময় লাগে। বিবাহ করিয়া স্বামী প্রস্থান করেন, কখন কখনও আসিয়া দেখা দেন, কিন্তু সহসা স্বামী পত্নীকে গৃহে লইয়া যান না। ক্রমে যখন পত্নীর যৌবনের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হয়, স্বামী কি বস্তু বুঝিতে পারে, যখন পিতামাতা প্রভৃতির অভাব স্বামীতেই মোচন হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, আর যখন স্থির হয় স্বামী অভাবে পিতৃগৃহে বাস করা তাহার অসহনীয়, তখনই স্বামী আসিয়া পত্নীকে স্বগৃহে লইয়া যান। হে সাধক সংসারক্ষেত্রে দিবারাত্রি এই ব্যাপার দেখা যায়, তোমার জীবনেও ইহা সংসাধিত করিতে হইবে। বালিকা কন্যার ন্যায় সংসারগৃহে জীব বাস করিতেছে, সংসর্গবশতই হউক, শুভাদৃষ্ট বশতই হউক, অথবা স্বামী দেবতার কৃপাতেই হউক, জীববালার হৃদয়ে বিবাহ-

বাসনা জাগরিত হইল। দিন দিন যৌবন বিকাশের ন্যায় এই ভাগবতী বাসনা বৃদ্ধি হইতে থাকে—স্বামীর তত্ত্ব ত কোথায়ও পাওয়া যায় না—অবশেষে অতি আয়াসে বা অতি সহজে জীবনসর্ব্বস্ব পণ লইয়া ভগবান স্বামী জীববালার পাণিগ্রহণে সম্মত হয়েন। তাই এক-দিন নির্জ্জনে উপযুক্ত পণ লইয়া অমৃতনদীতীরে ব্রহ্মপতি জীবপত্নীর চিত্ত হরণ করিয়া অন্তর্হিত হন। অপ্রাপ্ত-পূর্ণ-যৌবনা পত্নী পতিশূন্য সংসারগৃহে প্রত্যাগত হন, কিন্তু স্বামীকে বিস্মৃত হইবার আর সাধ্য থাকে না। তথাপি অপ্রাপ্তবয়স্কা; স্বামী কি বস্তু বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। কখনও বা তাঁহার কথা মনে উদিত হয়, কখনও বা হয় না। কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হয়, স্বামিচিত্র হৃদয়ে ততই স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়; স্বামিদর্শনলালসা ক্রমে জাগরিত হয়; তখন সুদূরে অতিক্ষীণ ভগবানের বংশীরব শুনিতে পায়। বংশীর আহ্বানে জীবের যৌবন ফুটিয়া উঠে। সংসারের দিকে চাহিয়া দেখে, স্বামী তথায় নাই, প্রমত্ত মনে স্বামিকুঞ্জে ধাবিত হয়, তথায় জীবে শিবে মিলন হয়। কিন্তু হে সাধক মনে করিও না এই মিলন অবিচ্ছিন্ন মিলন। সংসারের ভয়ে জীব মহা-ভীত ক্ষণকাল স্বামিসম্ভোগের পরই তাহাকে পুনরায় সংসারে যাইতে হয়। সংসারের তর্জ্জন গর্জ্জনে জীবের ভগবৎ-সম্ভোগ অল্পক্ষণব্যাপী হইয়া উঠে। কিন্তু

এইবার সংসারে আসিয়া জীবের চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্মদর্শন মাত্র; এখন ব্রহ্মসম্ভোগ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ সম্ভোগবাসনা বলবতী হয়। পুনঃ পুনঃ বংশীরব শ্রুত হয়, জীববালা বিবশা হইয়া পড়ে, ভগবানের পিপাসায় সংসার ছাড়িয়া প্রেমকুঞ্জে প্রবেশ করে—আবার সেই ব্রহ্মসম্ভোগ। এইরূপ বার বার ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মস্পর্শ লাভ করিতে করিতে সম্ভোগ কাল ক্রমে দীর্ঘ—দীর্ঘতর হয়, জীবের সংসারভীতিও হ্রাস হইয়া আইসে। সংসারের ভয়ে আর সহসা ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয় না। এইরূপ সম্ভোগের পর সম্ভোগ হইতে জীব অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগ লাভ করে। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া স্বামী আকর্ষণ করেন পত্নীকে, পত্নী অনুসরণ করেন স্বামীকে—জীব শিব দুই সত্তা সংযুক্ত হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, নিম্নে—অতিনিম্নে সংসার ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর হইয়া আইসে, ক্রমে বিলীন হইয়া যায়—মহাকাশ পরব্যোম দুই সত্তা ধারণ করিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠে,মঙ্গল দুন্দুভি ওঁকার উচ্চারিত হয়, ভাগবতী প্রকৃতি সমুদয় পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, অমৃত চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, প্রেমকুসুম বিকসিত হয়; দূরশূন্যপথে জীব শিব প্রস্থান করে; এক সৃষ্টির বিনাশ হইল, অন্য সৃষ্টির সূত্রপাত হইল—দেখিয়া শুনিয়া ভাবুক স্তব্ধ হইলেন, বলিয়া উঠিলেন জীবে শিবে মহাযোগ সংস্থাপিত হইল! যাই এই

সংবাদ প্রচারিত হইল—অমনই বিবাহার্থী হইয়া কেহ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, কেহ হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—উদ্দেশ্য মধুকণ্ঠে স্বামি-চিত্ত হরণ করিবেন। কেহ বা আবার গৃহে বাস করিয়া শুভাশুভ ভগবানকে অর্পণ করিয়া বলিলেন“আমার যাহা কিছু আছে লও, তোমাকে পতিত্বে বরণ করি, অরণ্য পথে যাইবার আমার সাধ্য নাই।” ফকির হাসিয়া দেখিলেন—দিন নাই,রাত নাই, অবিরাম এক যোগসংগীত ইঁহাদের হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। সূর্য্যকিরণে বিন্দু বিন্দু বারিকণা যেমন সদা সর্ব্বদা নদীতড়াগ হইতে উত্থিত হয়,তদ্রূপ নিভৃত হৃদয়স্তর হইতে এক সুধাসংগীত নিরন্তর ভগবানের উদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে। এই মধুগীতির কিছুতেই অবসান নাই, সুখে ইহার বৃদ্ধি নাই—দুঃখে ইহার হ্রাস নাই; স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে একইভাবে প্রবাহিত হইতেছে। নিদ্রা ও জাগরণে এ সংগীতের পরিবর্ত্তন নাই,—মোহের জড়কবাট ভেদ করিয়া, দেশকাল অতিক্রম করিয়া, দূর শূন্য দেশে ভগবানের চরণের সহিত যোগস্থাপন করিতেছে। গীতির এক এক রশ্মি এক এক যোগরেখায় পরিণত হইয়া ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে।—যোগাকৃষ্ট হইয়া গৃহী যোগী দেখিতেছেন—এক যোগ রেখায় বদ্ধ হইয়া আকাশ-পথে মার্ত্তণ্ড বেগে ধাবিত হইয়াছে, চন্দ্র স্নিগ্ধকিরণে শীতল করিতেছে, তারাদল স্তব্ধ গগনে

বিরাজ করিতেছে, বায়ু-হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে, সাগরবক্ষ স্ফীত হইতেছে, পর্ব্বত শীর্ষ উন্নত করিতেছে, সমুদায় জড়প্রকৃতি সজীবতা প্রাপ্ত হইয়াছে—আর এক যোগ রেখায় বদ্ধ হইয়া জন্মমৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, সুখ দুঃখ জগৎবৈচিত্র সাধন করিতেছে, বন্ধুবান্ধব পরিজন ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, শত্রুতা মিত্রতা স্থির হইয়া আছে,—সমুদয় জগৎ যোগবদ্ধ হইয়া গাহিতেছে "মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।" তখন যোগী, সূর্য্যে যোগ, চন্দ্রে যোগ, নক্ষত্র সাগরে যোগ, পর্ব্বতে নদীতে যোগ, জন্মে যোগ, মৃত্যুতে যোগ, সুখে যোগ, দুঃখে যোগ, বুদ্ধিতে যোগ, চিন্তাতে যোগ, আর হৃদয়ের অবিরাম যোগ—অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত্র যোগেশ্বরের যোগ অবলোকন করেন—মহাহর্ষ বিস্ময়ে গাহিয়া উঠেন

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ॥
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি, ততোসি সর্ব্বঃ ॥"

"হে সর্ব্বময় তোমাকে সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার, তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি, হে অনন্তবীর্য্য, হে অনন্ত শক্তি তুমি সমুদায় ব্যাপিয়া আছ, তুমিই সমুদায়, তোমাকেই নমস্কার, তোমাকেই নমস্কার।" তখন যোগী যাহা দেখেন তাহাতেই যোগেশ্বরের কথা তাঁহার

চিত্তে উদিত হয়; জড়দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, দেখেন রক্ত, মজ্জা, হৃদ্‌যন্ত্র সমুদায়ের যোগ যোগেশ্বর হরির সহিত; ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, সাধুসঙ্গ, গুরুউপদেশের প্রতি চাহিয়া দেখেন—এক মহা যোগরজ্জুতে ভগবানের সহিত নিবদ্ধ; প্রবৃত্তি নিচয়ের প্রতি অবলোকন করেন—দেখেন সকলে উর্দ্ধমুখী হইয়া বিনাশার্থ ভগবানের রুদ্রতেজে প্রবিষ্ট হইতেছে। সমুদয় বিশ্ব যোগে নিবদ্ধ, কীট, পতঙ্গ, মরুৎ, ব্যোম সমুদয় চরাচর হইতে, জড় অজড় হইতে যোগধ্বনি উত্থিত হইতেছে—সেই ধ্বনির সহিত ভক্তি পুলকিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥

"হে ভগবান্‌, দেখিতেছি তুমি অক্ষয় পরমব্রহ্ম, তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয় স্থল, তুমিই নিত্য, তুমি সনাতন পুরুষ আর তুমিই নিত্য ধর্ম্মের রক্ষা কর্ত্তা।" তাই বুঝি এই সব দেখিয়া সাধু হরিদ্বারে গাহিতেছিলেন—"[illegible]রেব জগৎ জগদেব হরিঃ।"

হে সাধক, যদি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে চাও, তাহা হইলে এই যোগ তোমাকে সাধন করিতে হইবে। তুমিত জান ধর্ম্মপথ ভগবান হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে,—ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যই ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া—এই যোগই তোমার একমাত্র করণীয়। এখন বুঝিয়া দেখ যোগ নিতান্ত সামান্য নহে। প্রথমতঃ তোমার বিচার্য্য কাহার সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইবে, আর কেনই বা করিতে হইবে,—তাহার পর যাহার সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইবে, বিনা দর্শনে সে যোগ স্থাপনের কোন আশাই নাই। যদি কখনও সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট-যোগে তাঁহার দেখা পাও, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে চেষ্টা করিবে—মনে করিও না কেবলমাত্র দেখি-লেই যোগস্থাপন সম্পন্ন হইল—দর্শনের পর পুনঃ পুনঃ স্পর্শ ও সম্ভোগ করিবে। এই ভালবাসা বৃদ্ধি হইতে হইতে, ভগবানের *সহিত নিত্য সহবাস নিত্য যোগ স্থাপিত* হইবে। এই প্রগাঢ় প্রেমই যোগের মূল, আর দর্শন ও স্পর্শ হইতে প্রেম, এবং ভগবানের কৃপায় দর্শন-লিপ্সা সংজনিত হয় সর্ব্বদা মনে রাখিবে। এই ভগবানের কৃপার উপর অহর্নিশি নির্ভর করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার দর্শনার্থ অপেক্ষা করিবে। যদি কখনও দর্শন মিলে তাহা হইলে, স্পর্শ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিবে, তাঁহার দর্শনে অমৃত, স্পর্শনে অমৃত। ভীত হইও না,

তাঁহারই কৃপায় এই অমৃতের অধিকারী হইতে পারিবে। অনুক্ষণ জপ করিবে "ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্।"

এ সমুদয়ত যোগের ভাব পক্ষ, এখন অভাব পক্ষের দুই একটা কথা আলোচনা করা যাউক। সংসারের অসংখ্য বন্ধনে জীব বদ্ধ। কোন বন্ধন স্থূল, কোন টা বা সূক্ষ্ম, কিন্তু সমুদয় গুলিই একশ্রেণীর। এই সমুদয় বন্ধন—আবার ভগবানের যোগবন্ধন সাধন করিতে হইবে। হে সাধক মনে করিও না অসংখ্য বন্ধন ত রহিয়াছে, ইহার উপর আরও একটী যোগের বন্ধন পড়িবে ইহাত আর কঠিন ব্যাপার কি। সংসারের বন্ধন জড়ের সহিত আবদ্ধ, সুতরাং তোমাকে নির্জীবতার অভিমুখে নিবদ্ধ রাখিবে; আর ভগবানের বন্ধন সজীব গতিবিশিষ্ট তোমাকে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবে। এই যোগ যদি পাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে সংসারের যোগ তোমাকে ছিন্ন করিতে হইবে। প্রেমযোগ যদি তোমার কাম্য হয় তাহা হইলে আসক্তি যোগ ছেদন করিতে হইবে। নতুবা প্রেমরাজ্যের অভিমুখে তোমার গতি বৃদ্ধি হইবে না। পর্ব্বত হইতে নদী নিস্সৃত হইয়া যদি শৈল-শ্রেণী দ্বারা প্রতিরুদ্ধ গতি হয় তাহা হইলে যতদিন নদীবেগ শৈল ভেদ করিতে না পারে, ততদিন সাগরের দিকে আর সে অগ্রসর হইতে পারে না, তদ্রূপ হে সাধক, মোহ শৈল তোমার প্রেম নদীর অন্তরায় হইয়া রহি-

য়াছে। এই মোহ ভগ্ন করিতে না পারিলে আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যাহা কিছু প্রয়োজন এই মোহ বিনাশের জন্য করিবে। যদি হস্তই তোমার মোহের মূল, তবে হস্তকে পরিত্যাগ করিবে, যদি দেখ চক্ষু মোহ বৃদ্ধি করিতেছে তবে চক্ষুকে শাস্তি দিবে। মোহ নাশের জন্য যাহা পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাই করিবে, নতুবা তোমার যোগাশ্রয় হইবে না। যাহাতে মোহবৃদ্ধি হয় এইরূপ সন্দেহ হইবে তাহাই পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা মনে করিও কষ্টকর হইলেও শুভানুষ্ঠানের ফল শুভই হইয়া থাকে। হে সাধক, এই পরিত্যাগের কথা শুনিয়া শঙ্কিত হইও না। কোনরূপ কষ্টই তোমাকে সাধন করিতে হইবে না। যোগের এক উদ্দেশ্য পাপ তাপ কষ্ট দূরীকরণ। পাপই প্রকৃত দুঃখ ও কষ্ট—যোগাভ্যাসের জন্য পাপ পরিত্যাগ অতি সহজ ও অনায়াসসাধ্য দেখিতে পাইবে। যাহা কষ্টকর তাহা পরিত্যাগ করিয়া সুখ ও শান্তিপ্রদ বস্তু গ্রহণ করা স্বাভাবিক। অতএব যোগের জন্য তোমাকে কোন গুরুতর কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না। সমুদয় ত্যাগ একমাত্র অনাসক্তিতেই নিহিত আছে। চিত্তের অনাসক্তভাব অতি রহস্যময় ব্যাপার। যখনই দেখিতে পাইবে, পাপ বিষয়ে তোমার বড় আসক্তি তখনই জানিও সেই পাপের উপর তোমার আসক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ অনাসক্তি হইতেছে। এক দিন দুই দিন পাপকে

পাপ বলিয়া জ্ঞান করিতে করিতে তোমার পাপপরিত্যাগ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। যখনই বুঝিতে পারিবে চিন্তা, বাসনা, অস্থি মাংস সমুদয় হইতে অর্থ-লোভ উঠিতেছে, তখনই জানিও অর্থলোভের মূল শিথিল হইয়াছে। অর্থলোভ তোমার আছে ইহাই বার বার উপলব্ধি কর দেখিবে অর্থলোভ হ্রাস হইয়াছে। ছোট বড় সমুদয় পাপকে এইরূপ পাপ বলিয়া অবলোকন করিবে, দেখিবে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সহিত তোমার যোগ বিনষ্ট হইয়াছে। অতি সাবধানে অগ্রসর হইবে—কারণ পাপের গতি অতীব কুটিল, পরস্পর সমুদয় সংসৃষ্ট। এইরূপ সাধন করিলে বুঝিতে পারিবে পাপযোগ ছেদনের অস্ত্র অনাসক্তি,—অনাসক্তির মূল পাপদর্শন।

হে সাধক, সর্ব্বদা পাপকে পাপ বলিয়া অবলোকন করিবে, তাহা হইলে তোমার সহিত ইহার যোগচ্ছিন্ন হইবে—জীবনে ইহা পরীক্ষা কর, নতুবা কথামাত্র কোনই ফলদায়ক নহে। হে উপাসক-মণ্ডলি যোগের ভাব পক্ষ ও অভাব পক্ষ এই দুই পক্ষ সাধন করিয়া কৃতার্থতা লাভ কর। শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ॥

শ্রীরাধা।

২৫ শে জানুয়ারী ১৮৯১।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যুগে যুগে এই গীতি শ্রবণ করিয়াছেন; জগৎবিশ্ব হইতে পলে পলে এই অমৃত গীতি উত্থিত হইতেছে; সাধুভক্ত হৃদয় হইতে নিরন্তর এই আখ্যায়িকা প্রচারিত হইতেছে; দেশ বিদেশের কৃষ্ণসেবকেরা এই বেশ পরিধান করিয়াছেন; শাক্ত বৈষ্ণব, জ্ঞান ভক্তি, একত্র মিলিত হইয়া ইঁহার ভূষা রচনা করিয়াছেন। আইস উপাসকমণ্ডলি যথা সম্ভব ইঁহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। শ্রোতা বক্তা উভয়ে উভয়ের কল্যাণ কামনা করুন; বক্তা প্রবেশ করুন শ্রোতার হৃদয়ে, শ্রোতা গ্রহণ করুন বক্তার হৃদয়; দুইপক্ষ একত্র মিলিত হইয়া অমৃতালাপে প্রবৃত্ত হউন। শ্রীরাধিকারমণ হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন—

বড় আশা করিয়া কত সাধক কতভাবে প্রেমরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, কাহারও অঙ্গে যোগের শান্তপরিচ্ছদ, কাহারও তনু দাস্যাবরণে আচ্ছাদিত, কেহবা সখ্যহার গলদেশে পরিধান করিয়াছেন, কেহবা বা সন্তান-বাৎসল্য জগজ্জননীর জন্য লইয়া চলিয়াছেন;

অনেকে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি প্রেমরাজ্য ত অনেক দূরে রহিল ; সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। ভাবুকের উপর আজ্ঞা হইল "প্রেমরাজ্যের সংবাদ কি বল ?" হরিনাম গাইতে গাইতে ভাবুক বলিলেন "তোমরা সকলেই উত্তম উত্তম সজ্জা করিয়া আসিয়াছ বটে, কিন্তু শ্রীরাধার বেশ পরিধান না করিলে প্রেমরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না।" সাধকেরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন—পুরুষ হইয়া নারীবেশ পরিধান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। ভাবুক বলিলেন—নারী না হইলে প্রেমরাজ্যে প্রবেশের অধিকার নাই—প্রেমরাজ্যে কেবলমাত্রএকজন পুরুষ আর সকলেই নারী—তাই তথায় পুরুষবেশে যাওয়া অসম্ভব।—শুনিয়া সাধকেরা চমকিত হইলেন ? সকলেই ভাবেন—শুদ্ধ পবিত্রের সন্নিধানে যাইতে কুলঙ্কিনী রাধার বেশ পরিধান না করিলে হইবে না—এ কি প্রকার রহস্য ! কলঙ্কিনী কেমন করিয়া হইব। মধুর কৃষ্ণ নাম গায়িতে গায়িতে আবার ভাবুক বলেন—হে সাধক, কৃষ্ণকলঙ্কিনী রাধা রাজকন্যা অযোনি-সম্ভবা, মহাচক্রে পতিত হইয়া জগৎ-ব্রজপুরে ব্রজাঙ্গনার বেশ ধরিতে হইয়াছে, রাধিকা পরমরূপবতী, ব্রজপুরে তাঁহার আশ্রয় নাই, অগত্যা সংসারআয়ানের আশ্রয়ে পত্নীরূপে বাস করিতে হইল। রাধার অতুল রূপযৌবন, অনুপম কান্তি, আয়ানের বিস্ময় হইল, আয়ান জড়স্বভাব

ও রসহীন, গৃহে বিভাসমন্বিতা নারী—মহাব্যস্ত হইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনের পর বেষ্টন প্রদত্ত হইল। জটিলা-আসক্তি জননীর উপর আদেশ হইল "অগ্নিসমা রাধায় সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে" সখী ভগ্নী কুটিলা-প্রবৃত্তি নিয়ত রাধার ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহকর্ম্মে জটিলা আসক্তি রাধায় ঘেরিয়া থাকে, গমনাগমনে প্রবৃত্তি কুটিলা সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে। আয়ানের ব্যগ্রতা যত অধিক হউক না হউক প্রহরিণী জটিলা কুটিলার উদ্বেগ ততোধিক। অতি বন্ধন অতি সন্দেহ, অতি সতর্কতার পরিণাম অসাবধানতা। আয়ান জটিলা কুটিলারও তাই হইল। দৈবযোগে কোন এক শুভক্ষণ পাইয়া শ্রীরাধা ধ্যান-যমুনা-তীরে গোপীজন-বল্লভের সহিত মিলিত হইলেন। একবার মাত্র সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আর তাহা বিস্মৃত হইতে হইল না। নিশি দিন হৃদয়মন্দিরে সেইরূপের লালসাই জাগরিত রহিল, সংসার আয়ান নির্ব্বোধ লোক, এ সংবাদ সে পাইল না, জটিলা কুটিলার মনে সন্দেহ হইল। শ্রীরাধা ভাবিলেন সংসার, আসক্তি প্রবৃত্তির অজ্ঞাতসারে যমুনাতীরে বল্লভের সহিত মিলিত হইয়াছেন, এইরূপ বার বার সংসার প্রভৃতির অগোচরে এই মিলন সাধিত হইবে, অনুরাগ গোপন থাকিবে। জীব-রাধার হৃদয়ে এই চিন্তা হয়, কিন্তু ভগবানের ক্রিয়া

অন্যরূপ। দিবাভাগে রাধা আয়ানের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, জটিলা কুটিলা জাগরিত, ভগবান মৃদু মধুর "রাধা রাধা" করিয়া বংশীরব করেন; গৃহে রাধার প্রাণ আকুলিত হয়, বংশীস্বরে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, আসক্তি প্রবৃত্তির ভয়ে গৃহের বাহির লইবার সামর্থ্য নাই। বংশীরবের কিন্তু বিরাম নাই, লজ্জা ভীতি কিছুই নাই, অনুক্ষণ "রাধা রাধা" ধ্বনি করিতেছে। শ্রীরাধা লজ্জায় সংকুচিত হন; প্রবৃত্তি জাগিয়া রহিয়াছে, আসক্তি ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সংসার সসঙ্গ, এত গুরুজন স্বজন সকলেই রহিয়াছে, বংশী কিন্তু রাধা-নাম গায়িতে বিরত হয় না; সময় নাই অসময় নাই অবিরত মধুরস্বরে রাধা-নাম গান করিতেছে। আসক্তি প্রবৃত্তি কলরব করিয়া উঠে, কোন্ অপরিচিত বংশীরবে গৃহবধূর নাম উচ্চারিত হইতেছে——বড় সংশয়ের বিষয়। রাধার চিত্ত বংশীর অভিমুখে ধাবিত হয়, কিন্তু দিবাভাগে সকলেই জাগরিত —ভয়ে যাইবার সামর্থ্য নাই। উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে শ্রীরাধা রজনীর অপেক্ষা করিতে থাকেন। ক্রমে নিশা সমাগত হয় প্রবৃত্তি নিচয় নিস্তব্ধ হয়, আসক্তি শিথিল হইয়া পড়ে, সংসার সংজ্ঞাহীন, সমুদয় সংসার-প্রকৃতিই নীরব, কোলাহল-শূন্য, ইন্দ্রিয়গ্রাম নিশ্চল; সমুদয় স্থির অবিচল; সকলেই নিদ্রাভিভূত; এক মাত্র শ্রীরাধা জাগরিত; ঘন ঘন বংশীধ্বনি প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং
তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি
সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥"

এখন আর কে রাধার গতি রোধ করে, সখার সহিত সখী মিলিত হইবেন, কে এখন ইহার প্রতিকূলাচরণ করিবে? সংসার গৃহ ত্যাগ করিয়া ভগবানের কুঞ্জে রাধা ধাবিত হন। নিবৃত্তি সখী সজ্জা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে, প্রীতি কুসুমহার রচনা করে, ভক্তি চন্দন-চর্চ্চা করে। অতি নিভৃতে, অতি মধুময় গম্ভীর প্রদেশে বেণুরবসমন্বিত যোগমন্দিরে শ্রীরাধা ভগবানের সহিত মিলিত হন। গম্ভীরে মধুরে মিলিত হইল,—বিশালে সরল মিশ্রিত হইল—অনন্তে জীব লিপ্ত হইল—স্রোতস্বতী প্রেম সাগরে উপনীত হইল—নিবৃত্তি ও ভক্তি গায়িতে লাগিল "গোপীজন-বল্লভঃ শ্রীরাধাসহিতঃ"। অপূর্ব্ব প্রেম-সম্ভোগ, অদ্ভুত প্রেমবিলাস! শ্রীরাধার ইচ্ছা হইতে লাগিল রজনীর আর অবসান না হয়, প্রেমালাপেরও বিরাম না হয়। কিন্তু পুনরায় আবার দিবা সমাগত হইল, রাধা গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, জটিলা কুটিলা জাগরিত হইল, বংশীরব আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ শ্রুত

হইল। আসক্তি প্রবৃত্তি চিন্তা করে একি বংশীর ত বিরাম নাই, আবার রাধার ত রূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হই-তেছে; এই বংশীরবে কত ব্রজাঙ্গনার কুলনাশ হইয়াছে, বুঝিবা রাধারও হইয়াছে। কুটিলা প্রবৃত্তি চতুরা, রাধার সঙ্গে সতর্কভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সর্ব্ব সমক্ষে বংশীর প্রেম-আহ্বান শুনিয়া প্রাণ ব্যাকুলিত হয়; সখা সন্নিধানে যাইবারও সুবিধা নাই; হৃদয় ভেদ করিয়া বিলাপ উত্থিত হয়; প্রবৃত্তি কুটিলার সন্দেহ দৃঢ়তর হয়; জটিলা বুঝিতে পারে গৃহকর্ম্মে আর রাধার মন নাই; তখন দুই জনে সিদ্ধান্ত হয়-রাধাও কলঙ্কিনী ব্রজাঙ্গনার মার্গ অনুসরণ করিয়াছে। ভগবানের বংশী শুনিয়া সাধুভক্ত, যোগী ঋষি, ঈশা, নিমাই, যে পথে গিয়া কুল হারাইয়া কলঙ্কিনী ব্রজাঙ্গনা হইয়াছেন; রাধাও বুঝি সেই মোহন-বংশীর রব অবহেলা করিতে পারে নাই; সংসারকূলে জলাঞ্জলি দিয়া গোপীনাথের প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছে। যাই এই সিদ্ধান্ত হইল অমনিই ব্রজপুর ব্যাপিয়া রাধা-কলঙ্কিনী নাম প্রচার হইল। জটিলা কুটিলার মহাক্ষোভ, এমন রূপবতী কুলকামিনী কলঙ্কিনী হইল! যেখানে যায় এই কথাই প্রচার করে—অর্থের নিকট গিয়া বলে রাধা কলঙ্কিনী হইয়াছে; মানসম্পদের নিকট সংবাদ দেয় রাধা অসতী কলঙ্কিনী; বিলাসকে বলে রাধায় ভগবানের প্রেম কলঙ্ক ধরিয়াছে; এইরূপ

দিবসের পর রজনী আইসে, রাধা সখার সহিত বিহার করেন, পুনরায় নিশাবসানে প্রত্যাগত হন, জটিলা কুটিলাও ঘোর রবে কলঙ্কের কথা প্রচার করে। লজ্জাহীন, ভয়হীন বংশী, দিন নাই—রাত নাই বাজিতে থাকে। রাধা ভাবেন—কলঙ্ক ত হইল, যাঁহার জন্য কলঙ্ক হইল তাঁহাকে ত পাইলাম না; নিশার পর কেন আবার দিবার উদয় হয়, কেন অবিচ্ছিন্ন নিশা থাকে না, দিবাভাগে প্রবৃত্তি ও আসক্তির যাতনা বহিত নয়—কাঁদিয়া আকুল প্রাণে রাধা প্রার্থনা করেন "হে প্রেমময় সখা দিবসের কোলাহল নির্ব্বাণ করিয়া দাও—তোমার প্রেম সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই।"

এইরূপ একদিন দুইদিন করিয়া সময় অতিবাহিত হয় রাধার প্রেম ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসে, সখীবৃন্দ সাজসজ্জার সৌন্দর্য্য বিধান ততই অধিকতর করিতে থাকে। ক্রমে রাধার ভয়ের হ্রাস হইতে থাকে, প্রেমাসক্তি অতি প্রবল হইয়া উঠে, নিশায় প্রেমালাপে পরিতুষ্ট না হইয়া দিবসেই প্রেম সম্ভোগের লিপ্সা জন্মে। দুর্ব্বার প্রবৃত্তি আসক্তি ক্রমাগত অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে একদিন প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে বঞ্চিত করিয়া প্রেমকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া আছেন, সুস্পষ্ট দিবালোকে প্রীতি ভক্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি সখীরা সখার সেবার উপহার লইয়া দণ্ডায়মান আছেন, সখা আসিয়া মধ্যস্থলে বসিয়াছেন;

রাধার নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতেছে; সখা ভগবান হরি মৃদু মধুর হাস্য করিতেছেন সখীরা মধুর নাদে জয়-ধ্বনি করিতেছে; অতৃপ্ত অবরুদ্ধ প্রেমে রাধার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে; সহসা প্রবৃত্তি আসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল; প্রেমের উচ্ছ্বাসে রাধা তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিলেন না। প্রবৃত্তি দেখিল ভয়ানক ব্যাপার! আসক্তি দেখিল সর্ব্বনাশ উপস্থিত—ছুটিয়া সংসারের নিকট সংবাদ দিল,—সংসার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইল—এমন সুন্দরী নারী অবিশ্বাসিনী হইল! দিবাভাগে প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে! অসহনীয় ব্যাপার! মহা বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে সংসার ধাবিত হইল। কুঞ্জে বসিয়া রাধার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, বলিলেন "দেখ সখা দেখ, ঐ সংসার গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছে; এই সময় রক্ষা কর; সংসারের গুরু আঘাত আমি সহ্য করিতে পারিব না; সংসার বড় নির্দ্দয়; উহার নির্দ্দয় প্রহার, কঠোর যাতনা, নির্ম্মম পীড়ন, সহ্য করি আমার সাধ্য কি? প্রভু সখা রক্ষা কর।" সখা হাসিয়া বলেন "তুমি ভীত হইও না, আমার সব গুণ বুঝি জানা নাই, সংসারকে আসিতে দাও"—যেমনই সংসার প্রেমকুঞ্জে রাধার বিনাশার্থ উপ-নীত হইল, দেখে মধুর মূর্ত্তি কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কোথায় প্রেমহার, কুসুমস্তবক পলায়ন করিয়াছে, এ

সমুদয় কিছুই নাই। এক মহাভীমা, মহাঘোরা অনন্তমস্তকা অনন্ত-বদনা, নিবিড়কৃষ্ণা, অনন্ত নেত্রা, অনন্তবিভা, মহা-রুদ্ররূপিণী, শ্যামা দণ্ডায়মানা। মহাদেবীর জিহ্বা লকলক করিতেছে; স্থাবর অস্থাবর, সদসৎ, শুভাশুভ তাহাতেই প্রবেশ করিতেছে; মহারুদ্র-তেজে সমুদয় আকৃষ্ট হইয়া সমুদয় সৃষ্টি তাহাতেই প্রবেশ করিতেছে। অমিত বিক্রমে কালত্রয় দেশ ক্ষেত্র বিধ্বস্ত করিয়া দেবদেবী বিরাজমান রহিয়াছেন; বিরাটনয়নজ্যোতিতে প্রবৃত্তিনিচয় দগ্ধ হইতেছে; তীব্র রৌদ্র অসি আস্ফালন করিয়া পাপা-সুরকে দমন করিছেন; মুখে মাভৈঃ মাভৈঃ কঠোর বজ্রনাদে ভক্তবৃন্দকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন; প্রচণ্ড চণ্ডীমূর্ত্তি দেখিয়া সমুদয় বিক্ষোভিত হইতেছে; সংসার ভীত হইয়া স্পন্দরহিত হইল; সসম্ভ্রমে বার বার নমস্কার করিয়া দূরে পলায়ন করিল; আবার সমুদয় শান্তভাব ধারণ করিল; সখা মধুময় রূপ ধারণ করিলেন। রুদ্রতেজ অপসৃত হইল, পাপ বিনষ্ট হইল, সংসার প্রবৃত্তি আসক্তি সমুদয় পরাজিত হইল। হৃষ্টমনে রাধা সখীগণের সহিত গাহিয়া উঠিলেন, "প্রেমানন্দরূপম্ অমৃতম্"।

এ সমুদয় ত হইল, কলঙ্ক ত অপনীত হয় না; সংসা-রের গৃহে রাধা বাস করেন, সংসারে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, সংসারের হিতকামনায় তিনি রত নহেন, সুধু অন্য কাহারও উদ্দেশে নিয়ত ব্যস্ত, এ কলঙ্ক ত কিছুতেই দূর

হয় না। সখা বলেন "তোমার মত সতী কেহ নাই, তোমার ন্যায় সংসারের সেবা কেহ করিতে পারে না, তোমাকে যাহারা কলঙ্কিনী বলে তাহারাই কলঙ্কিনী, সর্ব্বসমক্ষে এইবার তাহা পরীক্ষিত হইবে।" যেমনই ভগবানের আদেশ হইল, অমনই জগৎ-ব্রজপুরে মনুষ্য সমাজে আনন্দের অন্তর্ধান হইল, সুখ শান্তি তিরোধান করিল—সকলে অনুতপ্ত হইল, সকলেরই চিন্তা হইল "এই আনন্দের, সুখের, শান্তির কিসে আবার বিকাশ হয়।" বৈদ্যরাজ জ্ঞানী চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন "সহস্র ছিদ্রযুক্ত হৃৎকলসে পুণ্যবারি সঞ্চয় করিয়া যদি কেহ নরসমাজের শিরে অর্পণ করে, তাহা হইলেই পুনরায় এই আনন্দ দেখা দিবে, নতুবা নহে; আর সতী নিষ্কলঙ্কিনী ভিন্ন কেহ ইহা করিতে সমর্থ হইবে না।" সকলেই শুনিয়া অবাক্ হইল—হৃদয়ে শত সহস্র ছিদ্র—এত যে অসংখ্য ছিদ্র কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্যবারি সঞ্চয় করিতে না করিতে পুনরায় সমুদয় বহির্গত হইবে এ ছিদ্র বদ্ধ করা কাহার সাধ্য। এক এক করিয়া যত সতী আখ্যাগ্রস্তা নারী পরীক্ষা দিতে লাগিল—সকলে পরাজিত হইল, পরিশেষে কুটিলা প্রবৃত্তি অতি গর্ব্বিতা—হৃদ্‌ছিদ্র রোধ করিয়া পুণ্য ও শুভ সঞ্চয় করিতে অগ্রসর হইল; প্রকৃতির বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে কেন? সহস্রধারে সমুদয় সঞ্চিত বারি নির্গমন করিল, বৃদ্ধা আসক্তিরও তদ্রূপ

দর্প চূর্ণ হইল। নরসমাজ বুঝিতে পারিল এই প্রবৃত্তি ও আসক্তি অণুমাত্রও ক্ষেমঙ্করী নহে, ইহারা আপাততঃ শুভদা বোধ হয় ফলতঃ সর্ব্বত্রই ইহারা অসার। তৎপর কলঙ্কিনী রাধা অগ্রসর হইলেন। সকলে বলে সংসারের প্রতি যাহার অণুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, সে কেমন করিয়া এই সতীর কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। ধীরে ধীরে শ্রীরাধা হৃৎকলস উত্তোলন করিলেন, জনসমাজ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল—দেখিল প্রবল সংযমবলে হৃদয় ছিদ্রশূন্য হইয়াছে, পুণ্য, ত্যাগ, পবিত্রতা, প্রীতি নরসেবায় হৃৎকলস পূর্ণ। এ পবিত্র বারির অবশেষ নাই, অবিরামধারায় জনসমাজ সুশীতল হইল; আনন্দ, শান্তি, সুখ, নরজগতে দেখা দিল, চারি দিকে প্রচারিত হইল"রাধাই প্রকৃত সতী,ইনি কলঙ্ক-শূন্যা,ইনিই সারময়ী, সকলেই ইঁহার অনুসরণ কর।" সমাজে জয়ধ্বনি হইল। রাধা লজ্জায় ভগবানের চরণে মস্তক অর্পণ করিলেন। মানবমণ্ডলী বার বার সাধুবাদ প্রদান করিল, জ্ঞানী বৈদ্য হাসিতে হাসিতে অন্তর্হিত হইলেন।

সংসার আয়ানের এখন বড় আনন্দ—রাধা রূপবতী, রাধা নিষ্কলঙ্ক সতী; রাধাকে মস্তকে রাখিবেন কি রাধার পদতলে পতিত হইবেন এই চিন্তা। সে ভাবে "কোন্ মূঢ় রাধাকে কলঙ্কিনী বলিয়াছিল? যে মহাভীমার অর্চ্চনা করে সে কি কখন অপূতা হইতে পারে?" তাই

রাধার উপর সংসারের এত অনুরাগ, শত সহস্র প্রবৃত্তির লোপ হয় কিন্তু এক রাধার অনুসরণ করিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে। এক মহাপরীক্ষায় এই অমূল্য সদ্ভাব ও প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু রাধার বাস হইবে ভগবানের প্রেম-কাননে—যোগ-সরোবরতীরে ; সংসারে তাঁহার চির বাসস্থান নিরূপিত হয় নাই। তাই ধীরে ধীরে একদিন সংসারের নিকট শ্রীরাধা বিদায় গ্রহণ করিলেন ; সময় হইয়াছে বুঝিয়া সংসার বলিল, "দেবি তুমি থাকিবে না ত পূর্ব্বেই জানিয়াছি, তবে আমাকে তৃপ্ত করিয়া যাও"—শ্রীরাধা দেবী অতি যত্নে সংসারের ক্ষুধা শান্তি করিতে লাগিলেন। প্যালেষ্টাইনে ভক্তশোণিতের প্রয়োজন হইল—সেখানে তাহাই প্রদান করিলেন ; হিন্দুস্থানে—ভক্তি-সন্ন্যাস অর্পণ করিলেন। নবদ্বীপে সংকীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল সুশীতল করিলেন। পশ্চিমে সহস্র ভক্ত-দেহ ভস্মীভূত হইল, বুদ্ধ, শঙ্কর, নির্ব্বাণতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, পৃথিবী ব্যাপিয়া ভক্তমণ্ডলী রাধা নামে ভক্তিগানে ভক্তিজীবনে, শান্তিপুণ্য বিতরণ করিতে লাগিল ; চিরকাল এইরূপ রাধার ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে চলিল। সংসারকে তৃপ্ত করিয়া ধীরে ধীরে রাধাদেবী প্রভাস তীরে উপনীত হইলেন ; এ পারে শ্রীরাধা, পর পারে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মধ্যে সমুদয় স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ-ব্যাপার সাধিত হইতেছে—প্রলয়নাদে চৈতন্যসংগীত গীত হইল,

মহালোক রাধার অঙ্গ হইতে উত্থিত হইল, ঘোর শূন্যে চৈতন্য দীপ্তি পাইতে লাগিল; সৃষ্টি ব্যাপার অতিক্রম করিয়া সমুদয় প্রকৃতি নির্ঘোষিত করিয়া শ্রীরাধার আলোক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মিলিত হইল। দিব্য জ্যোতিঃ দিব্য বিভা দিব্যানুরাগ সমুদায় দিব্য অকথনীয়—বিশ্ব চরাচর চাহিয়া চাহিয়া জয় গান করিয়া উঠিল ঃ—

"রাম রাম হরে হরে" !!!

হে সাধক, রাধাতত্ত্ব অসীম অপার; অনন্ত জীবন ব্যাপিয়া এই দেবীবৃত্তি সাধন করিতে করিতে মহাভূমা প্রেমময়ের অভিমুখে অগ্রসর হও। শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রাধা = (রাধ্ + ঙ) যিনি ভগবানের আরাধনা করেন—জীব।

আয়ান = (আ + যা-অনট) আগমন—ভগবান্ হইতে আয়ান করা, অর্থাৎ প্রস্থান করা বা আগমন করা = সংসার; কারণ—সংসার = (সং + সৃ-ঘঞ) সম্যক-রূপ সরিয়া আসা অর্থাৎ ভগবান্ হইতে প্রস্থান করা = আয়ান।

জটিলা = আসক্তি; কারণ আসক্তি বড়ই জটিলা, নতুবা এত বন্ধন কেন? ইনি আবার বৃদ্ধা ও আয়ানের জননী; কারণ আসক্তি হইতে সাংসারিকতা বৃদ্ধি হয়

ও অনিত্য বিষয়ে আসক্তিহেতু নিত্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া জীব সংসারচক্রে পতিত হয়, এই জন্যই ভাগবতকার ইঁহাকে সংসার বা আয়ানের জনয়িত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কুটিলা = প্রবৃত্তি—ইনি যুবতী ও আয়ানের ভগ্নী—কারণ প্রবৃত্তি সততই চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব প্রযুক্ত নিয়তই সংসার বা আয়ানের সহায়তা করিয়া থাকে। ইনি সর্ব্বদাই রাধার গতি পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত।

ব্রজ = (ব্রজ্ + অ) জগৎ।

গোপী = (গাং পাতি রক্ষতি ইতি গোপঃ ; ভগবান্ ; তস্যস্ত্রী গোপী জীব ইতি শেষঃ।)

রাজকন্যা = (রাজতে বিরাজতে এক এব ইতি রাজা ভগবান্ ইতি শেষঃ তস্য কন্যা, জীবাত্মা ইতি শেষঃ ভগবান্ হইতে জীবের উৎপত্তি—অথবা পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি—তথাচোক্তং গীতায়াং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"।

যশোদা = যশো মোহবিজয়াৎ খ্যাতিং দদাতি যা সা ভাগবতী শক্তিরিতি শেষঃ।

নন্দ = আনন্দ। নন্দনন্দন = পরমানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ।

বৈদ্য = জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ বা জ্ঞান।

প্রভাস = (প্র, প্রকৃষ্টং ভাসতে দ্যোততে ইতি ব্যক্তমিতি শেষঃ ইন্দ্রিয়-বিষয়ীভূতং জগৎ ইত্যর্থঃ।

অমৃত।

১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

দেহে যদি পীড়া প্রবিষ্ট হয়, জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আইসে; শরীরের বল সামর্থ্য ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়, উৎসাহ্ উদ্যম ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, পীড়ার বৃদ্ধি সহকারে এই সমুদয় উপসর্গ প্রবল হইতে থাকে, পরিশেষে ব্যাধি অসাবধানতা বশতঃ অসাধ্য হইয়া পড়ে, ও অসাধ্য রোগের পরিণাম মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করে। তখন চক্ষু দৃষ্টিহীন, অঙ্গ সমুদয় গতি হীন, বর্ণ শ্রীহীন হইয়া মৃত্যুর অধিকারের পরিচয় প্রদান করে। এত সৌন্দর্য্য এত বলবিক্রম শরীরে ছিল, সমুদয় মৃত্যুর আবির্ভাবে দুরীভূত হইয়াছে, একমাত্র মৃত্যুর আঘাতে সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে। জগতে প্রতিনিয়ত এই ব্যাপার দৃষ্ট হইতেছে। সৌন্দর্য্য ও সামর্থ্যের হেতু জীবন, যেখানে জীবন নাই সেইখানেই শ্রী শক্তি কিছুই নাই। জীবনীশক্তির যেখানে যত প্রভাব সেখানে সেই পরিমাণে, শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীর সম্বন্ধে ইহা যেমন সত্য—ধর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। হে সাধক, শরীরের মৃত্যুর ন্যায় আত্মারও একপ্রকার মৃত্যু আছে। মৃত্যুর যে সমুদয় লক্ষণ সে সমুদায়ই ইহাতে দৃষ্ট হয়, শ্রীহীনতা,

নির্জীবতা, শক্তির হ্রাস, সমুদয়ই ইহার সহচর—এই মৃত্যুর নাম মোহ ; কোন দুর্ভেদ্য কারণে জীব এই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে। সাধারণ মৃত্যুর ন্যায় ইহার ক্রিয়াও অতি বিস্ময়কর। যখনই কোন প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখনই আমরা বলিয়া থাকি "ইহার জীবন নষ্ট হইয়াছে"। মোহের ক্রিয়া ফলতঃ ঠিক এইরূপ ; কিন্তু এক অবাস্তব আবরণে সমুদয় অন্যরূপ প্রদর্শিত হয়—একত্ব আশ্রয় করিয়া জীব অবস্থিত ছিল, সমুদয় সৃষ্টি ব্যাপারের সূচনা ও ছিল না, মোহ মৃত্যু আসিয়া ক্রমে প্রবেশ করিতে লাগিল, একত্ব ভিন্ন হইয়া বহুত্বে পরিণত হইল। যখন শুধু একত্ব ছিল তখন চিন্তাও ছিল না চিন্তার বিষয়ও ছিল না ; সমুদয় যখন এক তখন কেই বা কাহার চিন্তা করিবে। এখন যাই মোহ আসিয়া প্রবেশ করিল, অমনই মহা-একত্ব অন্তর্হিত হইল, তৎপরিবর্ত্তে অন্তরে সংকীর্ণ একত্ব—ও বাহিরে বহুত্ব প্রকাশিত হইল।—দেশ কাল ও বিভিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন বস্তু আসিয়া উপস্থিত হইল।—বাহিরের এক অন্তঃসম্বন্ধ শূন্য সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, আকাশ পথে জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া নক্ষত্র ঘুরিতে লাগিল ; আহারের ইচ্ছা ভিতরে রহিল, আহার্য্য বস্তুর স্থান বাহিরে নির্দ্দিষ্ট হইল—ভোগীর আবাস অন্তরে, ভোজ্যবস্তুর প্রতিষ্ঠা বাহিরে,—ক্রমে ক্রমে অন্তর্ব্বহিঃ দুই মহাজগৎ সুদৃঢ় সৃষ্ট হইল। বাহিরে চন্দ্রমা শোভা বিস্তার করে—

বিহগের মধুর সংগীত উচ্চারিত হয়, কুসুম সৌরভ বিকীরণ করে, সুস্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোল প্রবাহিত হয়—অন্তরে ভোগী বসিয়া এই সমুদয় বহির্ব্যাপারের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। ক্রমে অন্তঃ ও বহিঃ সীমা রেখায় পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন হইয়া পড়ে, ক্রমে অভ্যাস বশতঃই হউক বা মোহ ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবি ফলমাত্রই হউক, অন্তর্জগৎ বহিঃদ্বারা বেষ্টিত হইল, "বাহিরের" ভিতরে "অন্তর" অবস্থিত হইল। মোহের অনুসরণ করিয়া জীব অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—ছিল কোন ঘোর শূন্যের দেশে, আসিয়া উপস্থিত হইল কোন চন্দ্র সূর্য্যের বহুত্ব-স্থিত জগতে। ফল হইল এই অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান প্রতিপন্ন হইল, অথবা জ্ঞানাখ্য অজ্ঞানতার উদয় হইল—ইহা হইল, মোহের প্রথম ক্রিয়া। প্রাণি-শরীরে মৃত্যু প্রবেশ করিলে অজ্ঞানতা আনয়ন করে; মোহ মৃত্যুও যখন প্রবিষ্ট হয় তখনও অজ্ঞানতা-জনিত হয়, কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ এই জ্ঞানাভাব জ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার পরই মোহের দ্বিতীয় ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। ভোগেচ্ছা মুহুর্মুহুঃ জাগরিত হয় ভিতরে, ভোগ্যবস্তু রহিল বাহিরে, ভোগ্যবস্তু নিকটস্থ প্রতীয়মান হয়; ভোগেচ্ছা ক্ষণমাত্র তৃপ্ত হইয়া পুনঃ আরও বৃদ্ধি পায়; এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভোগ হইতে ভোগেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। ভোগী ভোজ্যের সহিত আসক্তি বন্ধনে আবদ্ধ হয়; অসত্য ভোগ অসত্য

তৃপ্তি যতই সাধিত হইতে থাকে, ততই এই আসক্তি-বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়া উঠে, সুতরাং ভোগী জীবের গতির হ্রাস হয়, ক্রমে গতিশূন্য হইয়া জড় স্বভাব হইয়া উঠে। ভোগীর অস্তিত্ব সুধু ভোগ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে, এমনই হইয়া উঠে যেন ভোজ্য বস্তু আছে বলিয়াই ভোগীর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। দাস প্রভুপদে অভিষিক্ত হয়, প্রভু দাসে পরিণত হয়। কোথায় নির্বিকার একত্ব-ময় দেশে বসতি, আর কোথায় জড় অজড় প্রীতি অপ্রীতি, সুখ দুঃখের 'তোমার,' 'আমার' প্রভৃতির দেশে আসিয়া 'দাসত্ব' লাভ। এ দুর্গতি মোহের ক্রিয়া। কোথায় স্বাধীন স্বসত্বানিষ্ঠ, আর কোথায় পরাধীন পরসত্বা-নির্ভর —কোথায় আত্মময় দেশ, আর কোথায় জড় প্রকৃতি হইতে জীবন গ্রহণ—এ সমুদয় মোহের ক্রিয়া—এ দাসত্বের কি আর সংখ্যা হয়? অর্থ আসিয়া বলে 'জীব, আমি তোমার প্রভু, আমার সেবা কর, আমাতেই অনুরক্ত হও'। অন্তঃসারশূন্য রূপ আসিয়া বলে 'আমিই তোমার তৃপ্তি-বিধাতা, আমারই অনুসরণ কর'। পদ মর্য্যাদা আসিয়া বলে 'স্বাধীন হইতে চাও, আমার সেবা কর।' বিলাস আসিয়া বলে 'সুখ শান্তি চাও, আমার ভজনা কর।' বিদ্যা গৌরব যশঃ আসিয়া বলে 'প্রতিষ্ঠা চাও, আমারই অনুগত সেবক হও'—দাসত্বের, গতি হীনতার পরাকাষ্ঠা! অজ্ঞানতার উপর অজ্ঞানতা, দাসত্বের নাম

হইল স্বাধীনতা, গতি-হীনতার নাম গতি। অর্থ মন্তব্য প্রকাশ করে "আমার দাসত্ব করিয়া স্বাধীন হও"। বিলাস প্রবৃত্তি আসিয়া বলে "আমরা তোমাকে চালিত করি, তুমি গতিশালী হইবে, স্বাধীন হইবে"। মিথ্যা জগতের মিথ্যা প্রতিজ্ঞার, মিথ্যা প্রহেলিকার কি এই খানেই অবসান হইল; ধীরে ধীরে আর দুইজন প্রহরী হইয়া দাঁড়াইল, দুই জনে দৃষ্টিরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। "জন্ম" স্পর্দ্ধা করিয়া বলে "আমি তোমার উৎপত্তি।" মৃত্যু বলে "সাবধান এদিকে আসিও না।" ছায়ার পরিণাম ছায়া—জগৎ হইল ছায়া—ইহার সীমা রেখা জন্ম মৃত্যু ও ছায়া; ছায়ার দেশে জীব স্বাধীনতা হারাইল, চেতনা হারাইল, সংকীর্ণ জন্মমৃত্যুর মধ্যে আবদ্ধ হইল, দৃষ্টির লোপ হইল; জন্ম মৃত্যু ভেদ করিয়া আর কিছু দেখিতে পায় না—দুর্গতির ইয়ত্তা নাই। ইহা হইল মোহের অতি জটিল দ্বিতীয় ক্রিয়া—একত্ব—চ্যুতি তৎপর চেতনা লোপ, তৎপর গতিহীনতা ও জড়ত্ব-প্রাপ্তি মৃত্যুর লক্ষণ সন্দেহ নাই। তৃতীয় লক্ষণ শ্রীহীনতা ইহার আর অবধি রহিল না। চেতনাস্বভাবের চেতনালোপ সৌন্দর্য্যের মূল অংশ অপসৃত হইয়াছে, তাহার পর গতি-হীনতা দৃষ্টি-লোপ; সৌন্দর্য্য কোথায় অন্তর্হিত হইল, মৃত্যুর লক্ষণ সমুদয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অসার বর্ণহীন ধূলিস্তূপে পরিণত হইয়াছে;

মহালোকবাসী স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিতেছে; অমৃত দেশের স্বাধীন নাগরিক মৃতরাজ্যে মৃত্যু মধ্যে বিচরণ করিতেছে, মরীচিকা দেখিয়া ভীত হইতেছে, যেখানে কিছুই নাই সেখানে পর্ব্বত দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছে, রূপ দেখিয়া আকৃষ্ট হইতেছে। কোথায় অনন্ত দেশে বাস, আর কোথায় সান্ত (সসীম) দেশের কারাগার। এক কারাগার মৃত্যুময় ধনসম্পদে জলস্থলে গৃহে বনে—অন্য কারাগার মিথ্যাবাদী দেশে কালে—প্রাচীরের ভিতরে প্রাচীর—কারাবাসের উপর শৃঙ্খল—আসক্তি-কারাদ্বারে আবার প্রহরী—দেশকাল আশ্রয় করিয়া ছায়ার ন্যায় অমূলক জন্ম মৃত্যু শঙ্কিত করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করে সেই দিকে বন্ধন, সেই দিকে ছায়ার রাজত্ব—মৃত্যুর সঞ্চার। চারি দিকে অন্ধকার চারিদিকে ভীতি, জীব এখন যায় কোথায়? তাহার আশ্রয় কোথায়? এই কারাগার হইতে কে তাহাকে উদ্ধার করে? দুর্গতির যন্ত্রণায় মহাভয়ে জীব আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিল "কে আছ বিধাতা নিয়ন্তা, এই মৃত্যু-যন্ত্রণা এ দাসত্ব দূর করিয়া দাও, কে আছ প্রভু একবার এ দাসত্ব দেখিয়া যাও—এ বিদেশে—ভিন্ন রাজ্যে দাসত্ব যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না"—সংসার শুনিয়া খল খল করিয়া বিদ্রূপ হাস্য করিয়া বলে, "আমি ভিন্ন আর তোমার প্রভু কে?"—প্রবৃত্তি আসক্তি মহাক্রোধে

বন্ধনের উপর বন্ধন চড়াইতে লাগিল—জন্ম মৃত্যুর কণ্ঠস্বর আরও ভীষণ হইল—সর্ব্বত্র বিদ্রূপ, উপহাস, দাসত্বের উপর দাসত্ব—"কর্ত্তব্য" সময় পাইয়া বলে "কেরে তুই অকৃতজ্ঞ আমার অর্চ্চনা করিবি না!"—সমুদয় ছায়া-রাজ্য খড়্গহস্ত হইল। যাহার যন্ত্রণা সেই জানে; যন্ত্রণা কষ্ট যখন অধিক হয়, তখন কি আর বিদ্রূপ, শাসন গ্রাহ্য হয়? আর্ত্তনাদ করিয়া জীব বলে "কে আছ নাথ, কে আছ সখা, কে আছ জননি, কে আছ রাজ-রাজেশ্বর, কেহ কি আমার বলিতে আছ গো?" যাই এই আর্ত্ত-স্বর উচ্চারিত হইল, অমনি ছায়ামণ্ডলী ক্ষীণ করিয়া—জন্মমৃত্যু কবাট অতিক্রম করিয়া—আসক্তি-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া—মোহমৃত্যু-দুর্গ ভেদ করিয়া—অমৃতধ্বনি "ভয় নাই বাছা, আমি আছি" উত্থিত হইল—মৃত্যুনাদ স্তম্ভিত হইল—অন্ধকার বক্ষে সূক্ষ্ম জ্যোতিরেখা দেখা দিল—অমনি কেহ "হরের্নামৈব কেবলং" বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া গাহিতে লাগিলেন; কেহ বা বীরাসনে মহা যোগসাধন করিতে লাগিলেন; কেহ অরণ্যে, কেহ লোকালয়ে, কেহ তীর্থে, কেহ দেবমন্দিরে, কেহ নর-সেবায় ধাবিত হইলেন। সকলের মুখে মৃত্যুঞ্জয় অমৃত নাম; এক অমৃতধ্বনিতে শত শত জীবহৃদয়ে, অমৃতের আশা সঞ্চারিত হইল। প্রবল আশার তীব্র বিক্রমে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মুহুর্মুহুঃ হৃদাকাশে

"আমি আছি তোমার ভয় নাই" এই অমৃতধ্বনি উত্থিত হয়। এই অমৃতের সংবাদ পাইয়া জীব মোহমৃত্যুকে পরাস্ত করিতে যত্নশীল হয়। অমৃতের সহিত সংগ্রাম করিতে কেই বা সাহসী হয়? কেই বা সংগ্রামে স্থির থাকিতে পারে? একবার, দুইবার তিনবার উদ্যমে, একবার দুইবার, তিনবার অমৃত হুঙ্কারে—মোহ বিদূরিত হয়—জন্মমৃত্যু-কবাট উন্মুক্ত হইয়া পড়ে—ছায়া রাজ্য অন্তর্হিত হয়, দিব্যালোক অমৃতজ্যোতিঃ সমুদায় মৃত্যু-সংসার ছাইয়া ফেলে। বিস্মিতচিত্তে জীব দেখিতে পায়,—এত ছায়াবাজি,—এত ভয়,—এ সমুদয় কিছুই নহে। জন্মমৃত্যু, সংসারমোহ, সমুদয়ের যাহা কিছু সত্ত্বা আছে, তাহা ভগবানের অমৃত নামে অবস্থিত। তাঁহারই অমৃত স্নেহে চালিত, পালিত। আরও জীব দেখিতে পায় জন্মে অমৃত, মৃত্যুতে অমৃত, সংসারে অমৃত, পাপে অমৃত, পুণ্যে অমৃত, ভিতরে অমৃত, বাহিরে অমৃত, সূর্য্যে অমৃত, চন্দ্রে অমৃত, আকাশে বাতাসে অমৃত, গ্রহ নক্ষত্রে অমৃত, স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে অমৃত, গৃহ পরিবারে অমৃত, সুখে অমৃত, দুঃখে অমৃত, পুত্রে অমৃত, পুত্র-বিয়োগে অমৃত, ভেদে অমৃত, অভেদে অমৃত, শুভে অমৃত, অশুভে অমৃত,—সমুদয় অমৃতময় হইয়া গিয়াছে।—এ সমুদয় অমৃতে প্রবিষ্ট হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে; সর্ব্বত্র অমৃত সঙ্গীত উঠিতেছে—"আনন্দরূপমমৃতম্"—অমৃত-

প্রবেশ করিতেছে; শ্রীহীনতা, গতি হীনতা, অজ্ঞানতা ক্রমে অমৃতের মধ্যে অন্তর্হিত হইতেছে; ভেদজ্ঞান, দেশকাল, অমৃতের আকর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া, অমৃত রাজ্যে দ্রুতবেগে প্রবিষ্ট হইতেছে; মহানন্দে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া জীব ভগবানের অঙ্কে প্রবেশ করিতেছে; যাইতে যাইতে জীব সংসারকে জিজ্ঞাসা করে "অমৃতের দাস সংসার, তুমি কেন আমায় মিথ্যাভয় দেখাইলে?" সংসার বলে "তুমি জীব অমৃতের দাস তুমি কেন ভয় পাইলে?" ভগবান শুনিয়া বলেন "আইস তোমরা দুইজনেই আমার ক্রোড়ে আইস।" ভাবুক হাসিয়া বলেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া॥"

"ভগবান সমুদয় ভূতের মধ্যে বিরাজমান, তিনিই মহামায়া প্রভাবে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সমুদায় ভূতকে চালিত করিতেছেন।"

ভগবান বলেন বিস্মিত হইও না "আইস আমার মধ্যে আইস"—মোহ, সংসার, জীব আবার একত্বে মিলিত হইল, দ্বৈতভাব অন্তর্হিত হইল—প্রেমাদ্বৈত স্থাপিত হইল—নিত্যানন্দ জাগরিত হইল—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন—রাধাকৃষ্ণদিব্যমিলন সাধিত হইল-ভাগবতী প্রকৃতি গাহিতে লাগিল "নিত্যানন্দরূপমদ্বৈতম্।"

ঘরে ঘরে এই সংবাদ প্রচারিত হউক—পুত্রহীনের কাছে গিয়া বল "তোমার পুত্রবিয়োগ ছায়ামাত্র, অসত্য, ভগবানের প্রেমামৃত পান কর।" পুত্রবানের নিকট প্রচার কর "তোমার পুত্রলাভ ছায়ামাত্র, ছায়া লইয়া হৃষ্ট হইও না।" সম্পদার্থীর নিকটে গিয়া বল "ছায়া লইয়া কেন এত ব্যস্ত হও?" রোগীর নিকট সংবাদ দাও "রোগ ছায়ামাত্র ইহার কোন অস্তিত্ব নাই; প্রেমামৃত পান কর।" সুস্থকে গিয়া বল "তোমার শরীরই অসত্য ছায়ামাত্র, তুমি স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিও না।" মহাপাপী পাপের যন্ত্রণায় যে আকুল হইয়াছে, তাহাকে গিয়া বল "তুমি ভীত হইওনা, যন্ত্রণা পাপ কিছুরই অস্তিত্ব নাই, কেবল মাত্র এক অমৃত আছে, তাহাই পান কর কৃতার্থ হইবে।"

আইস উপাসকমণ্ডলি, সকলে মিলিয়া এই অমৃত লাভের জন্য ব্যগ্র হই।—শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

একাকী।

৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

যোগাশ্রম ভারতবর্ষে যুগে যুগে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, পূর্ব্ব পশ্চিমের যোগিসিদ্ধগণ এই বার্ত্তা বহন করিয়াছেন—বেদ উপনিষদের ঋষি মহাত্মারা ওঁকার সাধন করিয়া এই একাকীস্বরূপের অমৃত সংগীত গান করিয়াছেন; আইস উপাসকমণ্ডলি, আমরাও তাঁহাদের পদানুসরণ করি—ওঁকার সাধনে, অতীন্দ্রিয় ওঁকার উচ্চারণে সাধকের গতিবৃদ্ধি হউক, সর্ব্বমূল হরি আশীর্ব্বাদ করুন্।

বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রবৃত্তসাধক যোগনেত্রে সৃষ্টিব্যাপার দর্শন করিতেছেন—বিস্ময় আসিয়া চিত্তকে অভিভূত করিতেছে—চিন্তা উদ্দীপ্ত হইতেছে—অন্তরীক্ষ দেখিয়া ভাবিতেছেন "একি মহান্!" বিচিত্রা ধরিত্রী, নক্ষত্রশোভিত গগণমণ্ডল দেখিয়া ভাবিতেছেন "একি অদ্ভুত!" বালসূর্য্য দেখিয়া ভাবিতেছেন "একি ব্যাপার!" বিমলচন্দ্রমা দেখিয়া ভাবিতেছেন "একি মাধুরি!" দিবস রজনীর পর্য্যায় দেখিয়া মনে হইতেছে "একি কাণ্ড!" সমুদ্র ঘোষ দেখিয়া মনে করিতেছেন, "একি শক্তি!" নিশ্বাস প্রশ্বাস দেখিয়া ভাবিতেছেন "একি নিয়ম!" হৃদ্‌যন্ত্র

ধমনীমালা দেখিয়া ভাবিতেছেন "একি কৌশল!" বুদ্ধিশক্তি চিন্তাশক্তি দেখিয়া ভাবিতেছেন, "একি আশ্চর্য্য!" যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই অত্যদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার নয়নগোচর হয়—বাহিরে চাহিয়া দেখিতে পান সমুদয় জড় জগৎ অদ্ভুতময়—অন্তরে চাহিয়া দেখেন সমুদয় অন্তঃক্রিয়া বিস্ময়কর -ভিতরে বিস্ময়, বাহিরে বিস্ময়—বিস্ময় হইতে চিন্তা চালিত হইল, বিস্ময়ের মীমাংসার অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল—অনুসন্ধানে বিস্ময় বৃদ্ধি হইল—চিন্তা গভীর হইল—গভীর চিন্তার পর গভীরতর চিন্তার উদয় হইল; একবার বহির্জগতে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা বিস্মিত হইয়া প্রত্যাগত হয়—পুনরায় অন্তর্জগতের বিস্ময়ে অভিভূত হয়—প্রবল বিস্ময়ে চিন্তা প্রবল হইতে লাগিল—প্রবল চিন্তায় বিস্ময়ের বৃদ্ধি হইল—মহাবিস্ময়ে সাধকচিত্ত দেখিতে পাইলেন "কে এক মহাশক্তি অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ দুই হস্তে ধারণ করিয়া দেশকালপথে ধাবিত হইয়াছেন; তাঁহার এক হস্তের এক সঞ্চালনে অন্তরীক্ষ, ভূলোক, দ্যুলোক, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, দিবস রজনী, জল, বায়ু, মানবদেহ, একসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক নিয়মে পরিচালিত হইতেছে; আর হস্তে নিয়মিত হইয়া, বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি অন্তঃক্রিয়ানিচয় সংজনিত হইতেছে—মহতী তাঁহার শক্তি, মহান্ তাঁহার বিক্রম, আশ্চর্য্য তাঁহার কৌশল, অদ্ভুত তাঁহার ব্যাপকতা,

বিস্ময়কর তাঁহার অস্তিত্ব।" অন্তর্বহিঃ জগতই এক মহা বিস্ময়ের স্থল—ইহার নিয়ামক আর এক অতীব মহান্ বিস্ময়ের কারণ উপস্থিত হইলেন। জগৎ দেখিয়া সাধকচিত্ত বিস্মিত হইয়াছিল—জগৎনিয়ন্তাকে ভাবিয়া হৃদয় অতীব বিস্ময়ে অভিভূত হইল—বিস্ময়াকুলিত চিত্তে গায়ত্রী রচয়িতার সহিত স্বর মিলাইয়া গাহিত লাগিলেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ"—"যে দেব স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল সমুদয় বিশ্ব প্রসব করিতেছেন, যিনি আমাদের বুদ্ধিশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, সেই দেব দেবের মহাতেজ ধ্যান করি!" এই বেদগীতি সাধকহৃদয়ের স্বভাবসঙ্গীত, গাহিতে গাহিতে মহাসত্য উপলব্ধি হইল—ধ্যানের প্রথম সোপান অতিক্রান্ত প্রায় হইল—যোগমূলক ওঁকারের প্রথম মাত্রা "অ" সাধিত হইল। তাহার পর কি হইল! তাহার পর ন্যায়দর্শন শাস্ত্রের ক্রিয়ার আরম্ভ হইল। সাধক প্রথম মাত্রা 'অ' সাধন করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না—ধ্যানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—যোগনেত্র ক্রমে বিকসিত হইল—চিন্তাশক্তি প্রশস্ত হইল—ধ্যান ঘনীভূত হইল—অদ্ভুতের মীমাংসা নিকটস্থ হইল—সাধক দেখিতে পাইলেন—"সেই মহাশক্তি দিব্য তেজ, অন্তর্বহিঃ, জড়, অজড়, চিন্তা, চিন্তাবিষয়, দেশ কাল সমুদয় একহস্তে ধারণ করিয়া স্থির হইয়া

আছেন; তাঁহার দুই হস্ত মিলিত হইয়া এক হস্তে পরিণত হইয়াছে; মহাযোগে মগ্ন হইয়া সাধক দেখিতে লাগিলেন "অন্তর্বহিঃ ও জড় অজড়ের স্বাধীন সত্বা আর নাই—বহির্জগৎ বর্ত্তমান, অন্তরকে আশ্রয় করিয়া—অন্তর বর্ত্তমান বহিরাশ্রয় বশতঃ—জড়ের অস্তিত্ব অজড়কে লইয়া—অজড়ের সত্ত্বা জড়ের উপর নির্ভর করিতেছে—স্বাধীন, অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ, জড় অজড় সমুদয় তিরোহিত হইয়াছে—পূর্ব্বকার ন্যায় ভিতরে ইচ্ছা ও বাহিরে ইচ্ছার বিষয় আর নাই; এখন ইচ্ছা ও ইচ্ছার বিষয় জড় ও অজড়, অন্তঃ ও বহিঃ সমুদয় একসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া এক স্থির মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে সাধক দেখিতে ছিলেন মহাশক্তি, অন্তর্বহিঃ জগৎদ্বয়, দেশকাল পথে চালিত করিতে ছিলেন—এখন দেখিতেছেন দেশ কালের স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়াছে—তাহাদের অনিত্য সত্ত্বা একীভূত জগতকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। চক্ষু ও আলোক, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইচ্ছা ও ইচ্ছনীয় চিন্তা ও চিন্তনীয়, ইহাদের দ্বৈত পার্থক্য দূরীভূত হইয়া সমতা স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্য চন্দ্র, ইচ্ছা চিন্তা, এক শক্তিতে নিবদ্ধ হইয়াছে—আবার সকলে পরস্পরের অবলম্বন পর হইয়া—সেই মহাশক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া জীবকে বেষ্টন করিয়াছে। এই ব্যাপার যতই হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, ততই সাধক যোগের গভীর দেশে ধ্যানের

উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ছিল পূর্ব্বে দুই জগৎ, তাহাও আবার দেশ-কালে প্রতিষ্ঠিত—এখন হইল এক জগৎ—দেশ-কাল তাহাতে প্রতিষ্ঠিত। সাধক বিস্মিত হইয়া এই একীভূত জগতের আশ্রয়ভূমি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একবার সন্দেহ উপস্থিত হয়—তিনি দ্বৈতজগতে প্রত্যাগমন করেন—অতৃপ্ত-মনোরথ হইয়া পুনরায় একীভূত জগতে আগমন করেন—এইরূপ বার বার আগমন প্রত্যাগমন করিতে করিতে, আর এক মহাসত্য সাধকের নয়ন গোচর হইল; তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল—দেশ কালের আশ্রয় বিচ্যুত হইয়া একীভূত জগৎ কোথায় দণ্ডায়মান হইবে—সেই সন্দেহের মীমাংসা হইল—দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া দেখিতে লাগিলেন সেই প্রথম মাত্রা 'অ' রূপিণী মহাশক্তিই একীভূত জগতের ভূমি স্বরূপ বিরাজমান—চিন্তা ইচ্ছা তাঁহা হইতেই জাগরিত হইতেছে, জড় প্রকৃতি তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে—অন্তর্বহির সম্পর্ক তাঁহাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, দ্বৈতজগৎ তাঁহার সত্ত্বায় মিলিত হইয়া একীভূত হইয়াছে দেশকাল অতিক্রম করিয়া অতিদূরে এই সর্ব্বভূমি মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। যাই সাধক এই গভীর সত্য উপলব্ধি করিলেন—অমনই চিচ্ছক্তির অতি উজ্জ্বল বিকাশ হইল—ধ্যানের দ্বিতীয় সোপান অতিক্রান্ত প্রায় হইল—যোগ সাগরের গভীরতর প্রদেশে উপনীত

হইলেন। ওঁকারের দ্বিতীয়মাত্রা "উ" সাধিত হইল— উভয় জগতের মিলন স্থাপন নিবন্ধন ও উৎকৃষ্টতর মীমাংসা হেতু পণ্ডিত সাধুরা ইহার 'উ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা প্রাপ্ত হইয়া—ধ্যানের দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করিয়া—সাধক জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পান—দ্বৈতভাব অন্তর্হিত হইয়াছে ও আশার সহিত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন— মনে হয় বুঝিবা দ্বৈতভাব আর কোথাও নাই—সহসা জীবনের উপর দৃষ্টি পতিত হয়—সহসা সংসার আসিয়া মনঃক্ষেত্রে উপনীত হয়—সাধকের চিত্তে কালিমা রেখা দেখা যায়, হর্ষ লোপ পায়; সাধক দেখিতে পান—জীবনে প্রচণ্ড দ্বৈতভাবের সংগ্রাম চলিতেছে—সর্ব্বত্র ভীষণ দ্বৈতভাবের সমরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে—সংসারে দেখেন শুভাশুভের সংগ্রাম হইতেছে—কাহার জয় কাহার পরাজয় হয় স্থির নাই—জীবনে দেখিতে পান—পাপ পুণ্যের, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির, ধর্ম্মাধর্ম্মের, জন্মমৃত্যুর, মহাসমর প্রারব্ধ হইয়াছে—দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করিতে করিতে সাধক বিমর্ষ হইলেন—জীবন পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত হন—পাপ দেখিয়া ভীত হন—মৃত্যু দেখিয়া সন্দেহ হয়—মহাভয়ে মহাসন্দেহে, চিত্ত আলোড়িত হইতে থাকে—নিত্য ও পবিত্রতা আশ্রয় করিয়া একীভূত জগৎ

অবস্থিত হইল—জীবনে কেমন করিয়া পাপ আসিল? মৃত্যু দেখা দিল? আর সংসারেই বা অশুভ কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে?—এত শুধু পরোক্ষের চর্চ্চা নহে—ইহা প্রাণের পরীক্ষার বিষয়—মর্ম্মে আঘাত লাগিল—পাপ দেখিয়া প্রসন্নতা দূরীভূত হইল—মহাভয়ে আকুল চিত্তে সাধক যোগসমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন—পুনঃ পুনঃ আলোড়নে, পুনঃ পুনঃ ব্যাকুল আগ্রহে যোগ সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হইল—অমৃতের বিকাশে জীবন সঞ্চারিত হইল—অনিত্যতা পাপ তিরোহিত লইল—যোগোদ্ভব অমৃত চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। সাধক দেখিতে পাইলেন—পাপ তাপ যাহা কিছু আছে, সে সমুদায় ভগবানের অমৃত সত্ত্বা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে—ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁহারই অমৃতত্ত্বে পরিপূর্ণ—সংসারের শুভাশুভে সর্ব্বত্র নিত্য অমৃত দৃষ্ট হইতেছে। আর জন্ম মৃত্যু, জরাযৌবন, স্বাস্থ্যব্যাধিতে কোন প্রভেদ নাই। জন্মের মূল অমৃত, মৃত্যুর কারণও অমৃত—জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বৈত স্বভাব কিছুই নহে, সমুদয়ই অমৃত, জীবন, আনন্দ। জীবনে দ্বৈতভাব বিনষ্ট হইল, সংসারে দ্বৈত প্রকৃতির লয় হইল—সর্ব্বত্র অমৃত—সর্ব্বত্র মঙ্গল—সর্ব্বত্র শুভ—অশুভ আর কিছু নাই—অমঙ্গল, মৃত্যু আর কিছু নাই। মহোল্লাসে সাধক গাহিতে লাগিলেন "আনন্দরূপমমৃতম্"—সমুদয়

বিস্ময়, ভয়, সন্দেহ দূরীভূত হইল—বিশ্বজগতের অমৃত ব্যাখ্যা, অমৃত মীমাংসা প্রাপ্ত হইলেন—যোগের গভীরতর প্রদেশ আবিষ্কৃত হইল—ধ্যানের তৃতীয় সোপান অতিক্রান্তপ্রায় হইল—ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা "ম" সাধিত হইল। বিশ্বজগতের মীমাংসা নিবন্ধন ও সমগ্র জ্ঞানের নিলয়হেতু সাধু পণ্ডিতেরা ইহাকে 'ম' আখ্যা দিয়াছেন। যতই সাধক ইহাতে নিবিষ্ট হন, ততই তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইতে থাকে—আনন্দের উপর আনন্দ উত্থিত হয়—অমৃতের উপর অমৃত নির্গমন করে—পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হয়—সংকীর্ণতার অন্তর্ধান হয়—চিচ্ছক্তি অতীব উজ্জ্বল বিকশিত হয়—দৃষ্টি প্রশস্ত হয়—শক্তি বৃদ্ধি হয়—মহতী আশার সঞ্চার হয়—প্রবল বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়—ভক্তিবীজ রোপিত হয়—মহানন্দে, অটল বিশ্বাসে, গভীর আশায় সাধক "অ", "উ", "ম" "ওঁ" উচ্চারণ করেন। অতীন্দ্রিয় ওঁকার হৃদয় অধিকার করে—ওঁকারের অমৃত গীতি হৃদয় হইতে উত্থিত হয়—এতদূরে ওঁকার সাধিত হইল—এতক্ষণে ওঁকার বীজমন্ত্র উচ্চারিত হইল—কিছুই শব্দের নহে, কিছুই বাহিরের নহে—কিছুই কথার কথা নহে—সমুদয় পরীক্ষার বিষয়—সাধন ভিন্ন ওঁকারের উপলব্ধি হয় না—ইহার মর্ম্মার্থও অবগত হওয়া যায় না।

ওঁকার সাধিত হইল—বার বার ওঁকার উচ্চারিত

হইল—বার বার উচ্চারণে সাধকের গতি বৃদ্ধি হইল—যোগের গভীর গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন হইলেন—ধ্যানের অত্যদ্ভুত, মহাবিস্ময়কর, দুর্জ্ঞেয়, দুর্লভ্য—চতুর্থ সোপানে আরোহণ করিলেন—প্রলয় শঙ্খ নিনাদিত হইল—আলোক, আঁধার, পলায়ন করিল—অসীম, সসীম, বিদূরিত হইল। মৃত, অমৃত অন্তর্হিত হইল—দ্বৈতাদ্বৈত জগৎ তিরোভূত হইল—দেশ কাল বিনষ্ট হইল—জন্মমৃত্যু ছায়ার লোপ হইল; জ্ঞান অজ্ঞান প্রস্থান করিল—বিপর্য্যয় দেখিয়া চিন্তা ফিরিয়া আসিল—বুদ্ধি গতিহীন হইল—স্মৃতি বিলুপ্ত হইল—ঘোর শূন্যে মহাকাশ, পরব্যোম বিরাজিত হইল—সপ্রকাশ, অপ্রকাশ বিদায় গ্রহণ করিল—অস্তিত্বের লোপ হইল, নাস্তিত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হইল। পরব্যোমে ভাগবতী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া—ভগবদাত্মা একাকী বিরাজিত হইলেন—সমুদয় লয় হইয়া গিয়াছে—একাকী ভগবদাত্মা—সমস্ত ধ্বংস হইয়াছে—একাকী কূটস্থ চিদাত্মা অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য, অক্ষয়, অব্যয় হইয়া একাকী বিরাজিত রহিয়াছেন—মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়াছে—মায়ামোহের উপশম হইয়াছে—সমুদয় শান্ত, সমুদয় শিব, সমুদয় অদ্বৈত একাকী—অস্পৃষ্টভাবে একাকী ভগবদাত্মা অবস্থিত—কে ইহার বর্ণনা করিবে? কে ইহাকে অনুভব করিবে? দূর হইতে সাধক সম্ভ্রমে বারবার প্রণিপাত

করিলেন—বারবার প্রণাম করিয়া উপনিষদের সহিত সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন—"একান্তপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং; একমেবাদ্বৈতম্।"

এই মহাপ্রলয়ের ব্যাপারে পতিত হইয়া, সাধ্য কি আর সাধক ঊর্দ্ধে কূটস্থ একাকীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন—চিত্তক্রিয়া—ধ্যানক্রিয়া যোগ ব্যাপার বুঝিয়া এইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল—নিম্নে সাধক চাহিয়া দেখেন—ওঁকার অতীত হইয়া আসিয়াছেন। ওঁকারের কত নিম্নে মরজগৎ অবস্থিত—আর ইহার কত ঊর্দ্ধে কূটপ্রদেশ, একাকিত্ব প্রতিষ্ঠিত—মাত্রাত্রয় "অ", "উ," "ম" ইহার অভিমুখে প্রসৃত হইয়াছে—কতদূর আসিয়া একত্রে মিলিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধকের পক্ষে "মাত্রাত্রয়" একাকিত্বের এককেন্দ্রস্পর্শী তিন রেখাস্তম্ভস্বরূপ; মহাযোগবলে ওঁকার অতিক্রম করিয়া, সাধক এই বিস্ময়কর অত্যদ্ভুত একাকীত্বের আভাস পাইলেন,—সমগ্র ভাগবতী প্রকৃতি হইতে সংগীত উত্থিত হইল "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

আইস, উপাসকমণ্ডলি, ধ্যান ধারণাবলে ওঁকার অতিক্রম করিয়া ভগবানের চতুর্থ স্বরূপ একাকীত্বের আভাস পাইতে যত্নবান হই। শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন্। ভরসা "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুর্গা।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

অমৃতের আভাস পাইয়া বেদ হাসিয়া উঠিল। জ্ঞানালোক উপলব্ধি করিয়া উপনিষদ স্থির হইয়া আছে। কত দূরদেশের রসের বার্ত্তা, ভাগবত নর সমাজে প্রচার করিল। গীতা পুষ্পস্তবক রচনা করিয়া উপহার প্রদান করিল। বাইবেল মঙ্গল সংবাদ ঘরে ঘরে প্রচার করিতে বহির্গত হইল। কোরাণ নিষ্ঠা শিক্ষা প্রদান করিতে ছুটিয়া চলিল। যোগী নিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন; জ্ঞানী জ্ঞানাগ্নির মহাহোম আরম্ভ করিতেছেন; প্রেমিক ভক্ত নাচিয়া চলিয়াছেন; সুকণ্ঠ আবার হরিনামের কীর্ত্তন ধরিয়াছেন। আকাশ ধ্যান সাগরে নিমগ্ন। চন্দ্র সূর্য্য প্রেম বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। নক্ষত্রমণ্ডলী সংগীত ধরিয়াছে। জল স্থল সেই সংগীতে তাল দিতেছে—প্রবল মরুৎ উচ্চ হরি নাম করিতেছে—গিরি শৃঙ্গে ধাতা নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে—সমুদয় জড় প্রকৃতি মহাযোগ সাধন করিতেছে—দৈবী প্রকৃতি আসিয়া জড়ের হস্ত ধারণ করিয়াছে—চতুর্দ্দিকে মহাব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে—সকলে মিলিয়া ব্রহ্মোৎসবে মত্ত হইয়াছে—দিগ্দেশ উদ্ভাসিত করিয়া হরি নাম উত্থিত

হইতেছে, সকলেই আনন্দমগ্ন—সর্ব্বত্রই মহোল্লাস। এই মহা উৎসবের মধ্যে সকলেই হর্ষোৎফুল্ল—কেবল একজন বিমর্ষভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন—চতুর্দ্দিকে উৎসব চলিতেছে—মধ্যে সাধক নিরানন্দ চিত্তে দণ্ডায়মান—প্রকৃতি ডাকিতেছে—এস সাধক হরিনাম করি—ধর্ম্ম শাস্ত্র আহ্বান করিতেছে—এস সাধক উৎসবে মত্ত হই—সাধু মহাত্মাগণ আসিয়া হাত ধরিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলেন এস সাধক এস—জননীর উৎসব হইতেছে তুমি কেন আসিতেছনা? সাধক বলেন—যাও ভাই তোমরাই উৎসব কর, আমি যাইব না—সাধুরা বলেন "কি ভাই তুমি সাধক যে—তুমি ও কথা বলিতেছ কেন?" সাধক বলেন "কেন আমাকে লজ্জা দাও? তোমরাই সাধু—তোমরাই সাধক—আমি সাধুও নহি—সাধকও নহি—পাপী হইয়াছি বলিয়া কি মিথ্যাবাদী হইব? হৃদয়ে পাপ পোষণ করিতেছি বলিয়া মুখেও কি মিথ্যা কথা কহিব—তাহাত পারিব না—এ নিরানন্দ লইয়া পাপ লইয়া আমি উৎসবে যাইব না—তোমরা যাও—তোমাদের সময় অতিবাহিত হইতেছে—আমাকে আর সাধক বলিও না—পাপী বলিয়া সম্বোধন করিও উত্তর পাইবে।" সাধুরা বলেন "পাপী হও আর সাধকই হও আইস উৎসব করি—এমন অমৃত ধারা বহিতেছে—তুমি কেন বসিয়া আছ"?

পাপী বলে—"তোমরা সাধু—আমার হৃদয় তোমরা কি বুঝিবে? বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম—পাপীও তোমাদের ন্যায় জগজ্জনীর পূজা করিবে—তাহা ত হইল না। এ পাপ, এ অহঙ্কার—এ নিরানন্দ লইয়া কি পূজা হইতে পারে? যাও সাধুগণ, তোমরা মায়ের পূজা কর—পাপী এইখানেই থাক্—পাপীর উৎসব উৎসবই নহে"। সাধুরা বলেন—"এস ভাই এস—পাপী ভিন্ন কখন উৎসব হয়?" পাপী বলে—"বড় সাধ ছিল—তোমাদের ন্যায় অপাপ হইয়া দুর্গতির হস্ত হইতে ত্রাণ পাইব। তাহা আর হইল কৈ? কত আশা হইয়াছিল এবার পাপী উদ্ধার হইবে—তাহা বুঝি হইল না—এতদূর আসিয়া আবার প্রতিগমন করিতে হইল—সাধু প্রকৃতি পাপীর পাপ কি ধারণা করিতে পারেন? এ অন্ধকারের ইয়ত্তা করা কি সাধুদিগের সাধ্য—পূর্ব্বে ছিলাম সুধু পাপী, এখন হইলাম কপটাচারী পাপী—পূর্ব্বে পাপ বোধ হইত, এখন বুঝি সেটাও যায়—দেখ সাধুগণ দেখ—বাহিরে এক বৈরাগ্যের ধ্বজা উড়াইয়াছি ভিতরে কি বিপরীত কাণ্ড? প্রবল অর্থ তৃষ্ণা মজ্জায় মজ্জায় বদ্ধ রহিয়াছে—তোমরা চাহিতেছ হরিনাম—তোমরা চাহিতেছ উৎসব—আমি চাহিতেছি "অর্থ"—কত সৎকথা শুনাইলে—কত উপদেশ দিলে—এ তৃষ্ণা ত মিটিল না—পাপীর স্বভাবই এই—তোমরা ইহার কি

করিবে? অর্থ আমাকে চায়, আমি তাহাকে চাই—আমার প্রেম, আমার ভক্তি, অর্থের প্রতি—আমি পূজা করিব অর্থের—আমি উৎসব করিব অর্থের—তোমাদের কথা শুনিলে আমার চলে কৈ? আমার কি মান সম্ভ্রম নাই—পুত্র কন্যা নাই—আত্মীয় স্বজন নাই—সংসারের কর্ত্তব্য নাই—অর্থ ভিন্ন কি এ সমুদয় সাধিত হয়? যাও সাধুগণ বিদায় গ্রহণ কর - জননী দেবীর পূজা কর—আর আমি অর্থ দেবতার অর্চ্চনা করি—পাপহৃদয়ের মর্ম্ম যাতনা তোমরা কি কখনও বুঝিতে সক্ষম হইবে? তোমাদের কথা শুনিয়া বাহিরে নিরামিষ হইলাম—ভিতরে দেখ দেখ কি কুৎসিৎ ব্যাপার? রূপ আসিয়া আকর্ষণ করিতেছে—তোমরা বল জগজ্জনীই সুন্দরী—আমি দেখি রক্ত মাংসই সুন্দর—মৃত মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিলাম—জীবন্ত গতিবিশিষ্ট রক্ত মাংস ত আমাকে ছাড়িল না—বাহিরের রক্তমাংস আমায় বদ্ধ করে—আমার নিজের অস্থি মাংস আমার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করে—দেখ দেখ—ভিতরে আমিষের কি দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে—তাহার উপর বিদ্যা আসিয়া দাঁড়াইলেন—হাসিয়া হাসিয়া কেমন বন্ধুর ন্যায় বলেন—বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা ভিন্ন কি কিছু হয়?—তোমরা বিস্মিত হইও না—ইনি অর্থ ও রূপের সহচরী ও তাহাদেরই নিয়ন্ত্রিত। যশোলিপ্সা আসিয়া বলে "পরি-

শ্রম যখন করিতেছ—তখন অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে” দুরদৃষ্টের অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে—অন্য কেহ বা একটু সরিয়া দাঁড়ান—ইনি কখনও সঙ্গ ত্যাগ করেন না—ইঁহার কুটিল গতি কি ভীষণ—তাহা তোমরা কি বুঝিবে? দাসত্বের দুর্গতির কি আর সীমা আছে—দাসত্ব করিতে ত আর আরাম পাই না—দাসত্ব হইতে উদ্ধার ত হইতে পারি না—দুর্গতির উপর আবার দুর্গতি—ইহার উপর আবার এক নীচাশয়তা স্বার্থপরতা আসিয়া জুটিয়াছে—পূর্ব্বে ত ভালই হউক আর মন্দই হউক—কখনও কখনও অন্যের কথা চিন্তা করিতাম—অল্পই হউক আর অধিক হউক—মানবমণ্ডলী আমার সেবা পাত্র ছিল—এখন ত আর তাহা নাই—ঘোর স্বার্থপর হইয়া আপনারই চিন্তা করি—নিজের গতি কি হইবে তাহারই জন্য উদ্বিগ্ন হই—অপরের কথা ত আর মনে আইসে না—দুর্গতির কি এইখানেই বিরাম?—তোমরা সাধু—সাধু উপদেশ প্রদান কর—কত যত্ন কত উৎসাহ কত আশার কথা আমাকে বল—আর আমি ভাবি ইঁহাদের ন্যায় সাধু হইয়া সমশ্রেণী মানব-সমাজ হইতে শ্রেষ্ঠ হইব—নীচের নীচাশয়তা কোথায় যাইবে—সাধু হইয়াও অন্যের অপেক্ষা গুরুতর হইব ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্গতি—আর কি পাপ-বাসনা হইতে পারে? ধনসম্পদে পাপ ছিল—অহঙ্কার ছিল—এখন সাধুতায় ত পাপ অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছে—আমি হইলাম স্বভাবকৃষ্ণবর্ণ—আমি গৌরাঙ্গ কিরূপে হইব—এ দুর্গতি এ দাসত্ব আর কত করিব? এই নিরানন্দ লইয়া কি উৎসব হয়? না আমোদ হয়? না হরিনাম করিতে পারা যায়? যাও ভাই সাধু, তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া প্রস্থান কর—আমি আমার পাপ লইয়া অবস্থান করি—সাধুতে, অসাধুতে—পাপে, অপাপে আবার কথাবার্ত্তা কি? কপটাচারী আর কি করিয়া হইব—মিথ্যা কথাই বা ইহার উপর কি করিয়া বলি—এত পাপ লইয়া কি উৎসব হয়? যাও ভাই তোমরা বিদায় গ্রহণ কর।"

সাধুরা দেখিলেন ভয়ানক ব্যাপার,—সাধক ত ঘোর পাপী—কেহ বলেন "ওরে পাপী তুই পাপ পরিত্যাগ কর্"—কেহ বলেন "ওরে তুই কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ কর্।" কেহ বলেন "ওহে তুমি বৈরাগ্য গ্রহণ কর"—কেহবা বলেন "সর্ব্বদা হরিনাম কর"—কেহবা বলেন "ধনসম্পদের ইচ্ছা ত্যাগ কর—এ সমুদয় শ্রেয়স্কর নহে"—কেহ বলেন "রূপ—তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দাও—তোমার মঙ্গল হইবে"—পাপী চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলে "নতুবা কি মঙ্গল হইবে না? তোমরা কথাগুলি বেশ সহজে বলিলে, আমি ত সহজে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ নহি—তোমাদের পথে আমি চলিতে পারিলাম না—পদহীন কখন চলিতে সক্ষম হয়? তোমাদের পথ অনুসরণ করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ ও

সাধ্যাতীত”--পাপী যাই এই কথা বলিল—অমনি ধর্ম্ম-শাস্ত্র নানা ছন্দে নরক রচনা করিলেন—সাধুগণ অবাক্ হইয়া রহিলেন—পাপী রোষভরে জিজ্ঞাসা করে “কি হে সাধুগণ আর কিছু কি বলিবার আছে ? থাকে ত বল—আমাকে এখন অনেক পাপাচরণ করিতে হইবে, তোমাদের কথা শুনিবার আমার সময় নাই”—সাধুরা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলেন—“আমরা আর কি বলিব, যাই মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি”—ইহা শুনিবামাত্র পাপী ঘোর যন্ত্রণায় বিদ্রূপ করিয়া বলিল “অসার ধর্ম্মশাস্ত্র তুমি সাগর জলে নিমগ্ন হও—মূর্খ সাধুগণ অন্তর্হিত হও, ঈশা, চৈতন্য যোগী ঋষিগণ দূরীভূত হও—আমি তোমাদের চাহি না—তোমাদের কথায় আমি ভুলিব না—যাও তোমরা তোমাদের সেই অপাপময়ী শান্তিনিকেতন জননীর নিকট গমন কর—আর আমি এই ঘোর নরকে বসিয়া থাকিব—পাপ আমাকে চাহে—আমি পাপকে চাহিব, তোমাদের পবিত্রতা তোমাদের জ্ঞান, তোমাদের আলোক, তোমাদের অমৃত আমি চাহিনা—আমি সংসার নরকে পাপে রত থাকিব—অজ্ঞানতায় মোহিত রহিব—অন্ধকারে বাস করিব—মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব—তোমরা জনকতক সাধু জননীর নিকট অবস্থান কর—আর আমরা শত শত, সহস্র সহস্র মহাপাপী নরকে বাস করিব। তোমাদের উৎসবে আমরা যাইব

না—আমাদের উৎসবে ও তোমাদের আসিতে দিব না—শত সহস্র পাপী নরক পূর্ণ করিয়া রহিব—যাও তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে—জননীর ক্রোড়ে বাস কর—তোমরা বল তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা—তিনি দুর্গতির সময় আসিয়া উপস্থিত হন—আমরা বলি, তিনি সাধুদিগেরই পক্ষেই দুর্গতিহারিণী দুর্গা—অসাধুরপক্ষে নহে—আর আমরা অসাধু আমরা তাঁহাকে চাহি না। কঠোর কথা শুনিয়া সাধুরা প্রস্থান করিলেন—পাপী সাধক হৃদ্‌কপাট রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। মহা দুর্গার নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইল—জননীর সিংহাসন টলিয়া উঠিল—উৎসব বন্ধ হইল; জননী বলেন—"কেমন করিয়া আর উৎসব হইবে! আমার পাপী সন্তান ভিন্ন আর উৎসব হইবে না, পাপী ছেলে কোলে না এলে আমার কোল শূন্য থাকে—পাপী ছেলে ভিন্ন আর আমি থাকিতে পারি না—পাপী তাপী যতক্ষণ ক্রোড়ে না আসিবে, ততক্ষণ আর অমৃত ধারা বহিবে না—ছেলের গায়ে ময়লা বলিয়া কি তাহার বর্ণও ময়লা হইয়াছে? ছেলেরা আমাকে চাহে না, আমি তাহাদের ফেলিয়া কি থাকিতে পারি—আমার ছেলেকে আমি অমৃত পান করাইব—আমি কোলে লইব—পাপী ছেলে ভিন্ন সমুদয় উৎসব বৃথা! "চল্ রে সব চল্—ছেলেকে লইয়া আসি"—সাধুরা হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন—চন্দ্র,

সূর্য্য, হাসিয়া উঠিল, অমৃত ছুটিয়া চলিল ঃ—জননী আসিয়া হৃদয় কবাট আঘাত করিলেন—একবার দুইবার তিনবার—পাপীর উত্তর নাই—স্পন্দ নাই জননী আবার আঘাত করিলেন—পাপীর সংজ্ঞা নাই—আবার আঘাত করিলেন, পাপীর সংজ্ঞা হইল—আবারআঘাত করিলেন, পাপী জিজ্ঞাসা করে কে আঘাত করে? জননী বলেন "আমি তোমার মা আসিয়াছি দ্বার উদ্ঘাটন কর" পাপী বলে "আমার মা কেহ নাই তুমি দূর হও"—জননী বলেন "খোল্ বাছা দোর খোল্ আমার কোলে আয় আমার সুধা পান কর্" পাপী বলে "কেন আমায় বিরক্ত করিতেছ, আমি মার কোলে যাইব না, মার নাম করিব না, মার কথা শুনিব না, যেখানে যাইব বলিব আমাদের মা নাই—কতদিন হইল সে চক্ষু হীনা বৃদ্ধা মরিয়া গিয়াছে, যাও মা তুমি যাও আমি তোমাকে চাহিনা, আমি নাস্তিক হইয়াছি" মা বলেন "খোল্ বাছা দোর খোল দেখ্ তোর জন্য কত কি আনিয়াছি—কত অমৃত আনিয়াছি—ধর্ম্মশাস্ত্র তোকে ভয় দেখাইয়াছিল—এই দেখ তোর হৃদয় হইতে জীবন্ত শাস্ত্র নির্গত করিতেছি—কোলে করিয়া তোকে যোগ শিখাইব, বেদ পড়াইব—বেদান্তের অর্থ বুঝাইয়া দিব—তোর হৃদয়ে বাছা জীবন্ত সংগীত বিকশিত করিব—আয় বাছা তুই কোলে আয়"—পাপী বলে "এতদিন

মা কোথায় ছিলে ? যখন আমি পাপের দাসত্ব করিতেছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে ? তুমি মা ; আমাকে স্পর্শ করিও না—তুমি মা নির্ম্মল স্বরূপা এ মলিনহৃদয়ে আসিও না ; এ পাপ হৃদয় তোমার স্থান নহে—ছেলের ভিতরে পাপ—মা তুমি, হেথায় আসিও না—এ হৃদয় তোমার উপযুক্ত নহে—এখানে জননী তুমি আসিও না—আমি অমৃতের উপযুক্ত নহি—তুমি অমৃত আমায় দিও না—মা তুমি আমার এখানে আসিও না—মলিন আমি—আমার স্পর্শে তুমিও যদি মলিন হইয়া যাও—পাপ লইয়া মলিনতা লইয়া আমিই থাকি, তুমি আর এখানে আসিও না”—জগজ্জননী দুর্গতি নাশিনী দুর্গা বলেন “আরে পাগল ছেলে—তুই যেখানে আছিস্—আমি মা হইয়া সেখানে যাইব না—ইহা কেমন করিয়া হইবে—খোল্ বাছা দোর খোল্—তুই বড় শ্রান্ত হইয়াছিস্—বড় তোর পরিশ্রম হইয়াছে—আয় আমার কাছে আয়” ছেলে বলে “যদি আসিবে মা—তবে একাকী কেন আসিবে—কেন সুধু আমার হৃদয়েই আসিবে—কত শত শত সহস্র সহস্র আমার ন্যায় মাতৃহীনা মহাপাপী রহিয়াছে—যাও মা অগ্রে তাহাদের কাছে যাও—তাহাদের অমর কর—পরে আমার কাছে আসিও—এত তোমার পাপী ছেলে আছে—সকলকে লইয়া যদি আইস তাহা হইলে দোর্ খুলিব—নচেৎ নহে—ক্ষুদ্র হৃদয়ে যদি

তোমার স্থান হয়—তাহা হইলে তোমার পাপী সন্তানের হইবে না ?" জননী বলেন "আমার ছেলেদের আর পাপ তাপ কোথায় ? দুর্গতিই বা কোথায় ? যত পাপীকে কোলে লইয়া—যত পাপ তাপের বোঝা বহন করিয়া—অমৃতের উৎস উদ্ঘাটন করিয়া—তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিব"—"আমি দুর্গতিনাশিনী মহাদুর্গা মা তোর"—কাঁদিয়া পাপী হৃদয় খুলিয়া দিল—মা আসিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে লইলেন—অমৃত হিল্লোল প্রবাহিত হইল—মাতৃযোগ সাধিত হইল—দেবাকাশে আনন্দধ্বনি হইল—সাধুরা উচ্চ হরিনাম করিলেন—যোগ সমুদ্রে ওঁকার তরঙ্গ উত্থিত হইল—দেব দুন্দুভি নিনাদিত হইল—আবার উৎসব আরম্ভ হইল—জড় অজড়, জ্ঞান অজ্ঞান, আলোক, আধার, স্থূল, সূক্ষ্ম, বিশ্বাবিশ্ব ব্যাপিয়া মহা-দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল—সমগ্র প্রকৃতি গাহিয়া উঠিল "আনন্দদায়িনী অমৃতরূপিনী দুর্গতিনাশিনী বিশ্বজননী" আইস উপাসকমণ্ডলী আমরাও সকলে মিলিয়া এই মহা দুর্গার উৎসবে রত হই—দুর্গতি দূর হইবে—শ্রীভগবান্ হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

ধী।

২২ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

ম্লানহৃদয়ে সাধক ভাবিতেছেন "বুঝিবা আর হইল না, বড় আশা করিয়াছিলাম এক দিন না এক দিন স্বাধীন সবল হইয়া ভগবানের কীর্ত্তন করিব, বড় ভরসা হইয়াছিল, জড় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একদিন জীবন প্রদেশে গমন করিব, অদৃষ্টে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? সাধন পথে যাত্রা করিয়া মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, বুঝি অনেক দূর আসিয়াছি—চেতন রাজ্য সন্নিকট আসিয়াছে; এখন দেখিতেছি একপদও অগ্রসর হই নাই; যেখানে ছিলাম সেই স্থলেই দণ্ডায়মান আছি; এক হস্ত পরিমিত স্থলও অতিক্রম করিতে পারি নাই; কত আয়াস কত পরিশ্রম হইল, একপদ ভূমিও অধিকৃত হয় নাই। দৃঢ়চেতা সৌভাগ্যশালীর কথা শুনিয়া মনে হইত, পথ অতি সুপ্রশস্ত, অতি সুগম, ভাগ্যবল তাঁহাদের বড় অধিক—দুস্তর পথও তাঁহাদের নিকট সহজ হইয়াছে, তাঁহাদের চলিবার শক্তি আছে তাঁহারা অনেক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন, আমি গতি-শক্তি-বিহীন, তাহাতে আবার সূত্রে সূত্রে আবদ্ধ, আমি কি করিয়া চলিতে সমর্থ হইব। অত্যল্প পথ অতিক্রম করাও আমার পক্ষে অসম্ভব বলিতে হইবে—দেখিয়া

শুনিয়া বড় ঘৃণা হয়—তাই বা বলি কেন—পঙ্গু ব্যক্তির আবার ঘৃণা বোধ বা আত্মগ্লানিতে প্রয়োজন কি? সাধু সখারা বলিলেন যশোলিপ্সা ত্যাগ কর, আমার ও বোধ হইল ত্যাগ করাই উচিত, ক্ষণকাল প্রতীয়মান হইল, যশোলিপ্সা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; যাহার কোন শক্তি নাই তাহার আশাও মিথ্যা; কল্পনা ও মিথ্যা; পরিত্যাগ আমি অণুমাত্রও করি নাই, যশোলিপ্সা বিন্দুমাত্রও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই; আমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল, তাই বুঝিতে পারি নাই; এখন দেখিতেছি কেবলমাত্র রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া, যশোলিপ্সা সমভাবেই অবস্থিতি করিতেছে; যেখানে লিপ্সা, ইচ্ছা—সেইখানেই ধীশক্তির ক্রিয়া; মিথ্যা যশের সহিত আমার বুদ্ধি জড়িত রহিয়াছে; বুদ্ধি যদি জড়িত হইল, ধীশক্তির স্বাধীন ক্রিয়ারও লোপ হইল; চিন্তা ও মন তাহাতেই নিবদ্ধ হইল; চিন্তা, মন, বুদ্ধি, যদি যশে বাস করিতেছে—তাহা হইলে আমি আর কোথায় রহিলাম? যশোলিপ্সায় আমিও বাস করিতেছি, যশোলিপ্সাও আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; চিন্তা আর সুদূরে প্রসারিত হইতে পারিতেছে না; ধীশক্তিও সত্যের অনুগমনে অসমর্থ হইয়াছে।

যেখানে যাই সর্ব্বত্রই ভ্রমে জড়িত হই—সাধু সুহৃদেরা বলিলেন অনর্থকর অর্থরাজ্য ত্যাগ কর; আমি ভাবিলাম

বুঝি করিয়াছি; তাঁহাদের উজ্জ্বল চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবি—বুঝি আমিও উঁহাদের মধ্যে একজন হইয়াছি; মূর্খের নানা ভ্রম—ইহা সে বুঝিতে পারে না যে, গৌরকান্তি দেখিতেছে বলিয়া, কৃষ্ণবর্ণ কখনও গৌরাঙ্গ হয় না। অর্থলিপ্সা তিলার্দ্ধও পরিত্যক্ত হয় নাই। সর্ব্বৈব ভ্রম! উপরান্ত এই হইয়াছে—সত্যের পরিমাণ অর্থ দিয়া করিয়া থাকি; সত্যের লঘুত্ব গুরুত্ব অর্থদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; সত্য অপেক্ষা অর্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে; অর্থকে ধরিয়া আমি রহিয়াছি; অর্থের ভিতরে বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছি; চেতনরাজ্যে আর যাওয়া হইল কই? অর্থ রাজ্যেই যদি থাকিলাম, এইখানেই যদি মনোবুদ্ধি সংযুক্ত থাকিল, তবে আর উচ্চ প্রদেশে কি করিয়া যাইব? অর্থ মিশ্রিত হইয়াছে আমার সহিত, আমি মিলিত হইয়াছি অর্থের সহিত; অর্থ আছে বলিয়াই আমি আছি; এত পরাধীন হইয়া আর স্বাধীন হইবার আশা কেন?

ইন্দ্রিয়গ্রাম আবার আর এক দাসত্ব সৃজন করিয়াছে—চক্ষুদ্বয় যাহাতে পতিত হয়, তাহাতেই আকৃষ্ট হয়, তাহারই অনিত্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়। স্পর্শ যাহাতে লিপ্ত হয় তাহারই সহিত আমাকে সংবদ্ধ করে। নেত্রদ্বয় অনিত্যকে নিত্য করিয়া, কুরূপকে সুরূপ করিয়া আমার নিকট ধারণ করে; স্পর্শ কঠিনকে কোমল সাজাইয়া, নীরসকে

সরস করিয়া,অতৃপ্তিকে তৃপ্তি করিয়া আমার নিকট চিত্রিত করে। আমার ধীশক্তির স্বাধীনতা লোপ হইয়াছে; সত্যাসত্য আমি বিচার করিতে পারি না; বিচার করিতে পারিলেও গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই। বুদ্ধি আমার ইন্দ্রিয় বিষয়ে আবদ্ধ রহিয়াছে; মন আমার ইন্দ্রিয় বিষয় অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে অসমর্থ। এত সদ্‌-কথা, এত সদুপদেশ শুনিলাম; ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলাম; ধর্ম্মশ্লোক ব্যাখ্যা করিলাম; সাধু চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম; কই সদ্‌বুদ্ধিত বিকসিত হইল না? সেই সমভাবে ধীশক্তি শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া, ক্রিয়াশূন্য হইয়া রহিয়াছে। এত বন্ধনে বুদ্ধি জড়িত কি প্রকারে বন্ধন-মুক্ত হইবে? কি প্রকারেই বা চেতনমার্গে অগ্রসর হইবে? ধীশক্তি অগ্রযায়িণী না হইলে, চিন্তা যাইবে না, সমগ্র মনও তাহাদের অনুসরণ করিবে না। বুদ্ধি চিন্তা ও মনের গতি রহিত হইলে, আমারও গতি অসম্ভব। তাই এই জড় দেশে জড়ের সহিত মিশাইয়া, জড় ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। এই রূপ করিয়াই কি চিরকাল থাকিতে হইবে? সাধুরা শুনিয়া হয়ত বলিবেন ভগবানকে প্রার্থনা কর, তাঁহারই উপাসনা কর; মঙ্গল হইবে; কিন্তু কি বলিয়া আমি প্রার্থনা করিব? ভগবানের নিকট আমার চাহিবার কি আছে? আমার বুদ্ধি বিকৃত; কিসে আমার মঙ্গল হইবে, তাহাও আমি

কি প্রকারে জানিব? বিকৃত বুদ্ধিতে আবার বিকৃত প্রার্থনা করিব? মূর্খের, নির্ব্বোধের, অনেক দোষ—তাই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছাও হয় না সাহস ও হয় না"।

ধীশক্তির অভাব ও গতিশক্তির লোপ অনুভব করিয়া সাধক নীরব হইয়াছেন। বুদ্ধি অল্প বলিয়া যন্ত্রণা ত অল্প নহে। আর্ত্তের মর্ম্ম যাতনা কেই বা বুঝিতে না পারেন? বড় আশায় নিরাশ হইতে হইয়াছে। চেষ্টার যৎসামান্য অংশ ও সফল হয় নাই; বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়, অবস্থান্তর প্রাপ্তির কোন উপায়ও নাই; কেনই বা যন্ত্রণাবোধ না হইবে? মলিন হৃদয়ে ক্ষুদ্রবুদ্ধি লইয়া সাধুসঙ্গই বা ফলদায়ক হইবে কেন? সৎপ্রসঙ্গ সদুপদেশই বা প্রীতিপ্রদ হইবে কেন? কেই বা এখন উপায় বিধান করিবে? কেই বা স্বয়ং আসিয়া সাধককে শুভবুদ্ধি প্রদান করিবে?

হে ধর্ম্মরাজ্যের পথিক, এ ঘোর নিরাশার অন্ধকারে আর কেই বা সাধককে সান্ত্বনা দিতে সমর্থ? কেই বা তাঁহার উপায় বিধানে সক্ষম? কেই বা আর শুভবুদ্ধিপ্রদান করিতে অগ্রসর হইবে? সাধক যাঁহার স্নেহের সামগ্রী, সাধক যাঁহার চরণপ্রার্থী তিনিই স্বয়ং আসিয়া বলেন;—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

"আমাতেই চিত্ত আরোপ কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহাহইলে আমাতেই বাস করিতে পারিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই"। "আয় রে সাধক, তোর বুদ্ধি চিন্তা লইয়া আমার ক্রোড়ে আয়, আমি চেতনরাজ্যে লইয়া যাইব"। সাধক চমকিয়া উঠেন, কাঁদিয়া বলেন, "জননি গো, বুদ্ধি চিন্তা যদি তোমাকেই অর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর তোমার ক্রোড়ে যাইবার বাকি কি থাকিত? বুদ্ধি চিন্তা দিবার, মা, আমার সাধ্য নাই; তাই গতি হীন হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছি; তোমার নিকট যাইবার সামর্থ্য থাকিলে, কি আর এই জড় দেশে থাকিতাম? তোমার চিন্ময় ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইতাম; চলিবার মা আমার ক্ষমতা নাই; কিছু করিবারও সাধ্য নাই, চক্ষু আমাকে পীড়া দেয় আমি দণ্ড দিতে পারি না; প্রবৃত্তি বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে দমন করি এমন বলও নাই, তাই মা নিরুপায় হইয়া রহিয়াছি।"

সাধন রাজ্যের অতি রহস্যময় ব্যাপার—ভগবতী শুনিয়া বলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামিমাশুচঃ॥"

"সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্মের উপর নির্ভর ত্যাগ করিয়া এক

মাত্র আমারই শরণাগত হও, আমিই তোমাকে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, পাপের জন্য তুমি আর শোক করিও না।”

সাধক শুনিয়া বলেন “কিছু করিবার বা না করিবার সাধ্য আমার কিছু নাই—তোমারই চরণতলে আমাকে রাখিয়া দেও—যাহা হয়, তুমিই বিধান কর—আমি আর কি করিব? যাহা পরিত্যাগ করিতে হয় তুমিই করাও ;—যাহা গ্রহণ করিতে হয় তুমিই করাও, তোমারই যাহা ইচ্ছা—তাহাই হউক—আমার কর্তৃত্বে আর প্রয়োজন কি ?”

সাধক যাই এই কথা বলিলেন, তাহার পর কি একটা ব্যাপার হইয়া গেল! ভগবতী আসিয়া কিছু করিয়া থাকিবেন, নতুবা এমন বিস্ময়কর ব্যাপার হইবে কেন ? সাধকের চলিবার সামর্থ্য ছিল না ; ধীশক্তি জড়ে নিবদ্ধ হইয়া স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে ছিল না ; চিন্তা জড়ত্বের ভিতর সংবদ্ধ ছিল ; আর এখন সাধকের গতি কে রোধ করে? মহাদ্রুতবেগে চেতনরাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন, বুদ্ধিশক্তি বিকসিত হইয়াছে; চিন্তা সুদূর স্পর্শ করিয়াছে; ভগবতীর কৃপায় বুঝি অসম্ভব সম্ভব হয়—অত্যদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়—পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করে—নির্জীব সাধক চেতন প্রাপ্ত হয়—মূর্খ পণ্ডিত হয়—পাপী পরিত্রাণ পায়—ভগবতীর কৃপায় অলৌকিক ক্রিয়া সাধিত

হয়। এই সব কারণে—জগতে তাঁহার বড় নাম রটিয়াছে; সাধুরা হাসিয়া হাসিয়া তাঁহার দয়ার কথা বলেন; পাপীরাও আশার সহিত স্বর্গরাজ্যের প্রতি চাহিয়া থাকে। গৃহী গৃহকর্ম্মের মধ্যে তাঁহারই নাম দুই এক বার উচ্চারণ করেন। আর নরসেবক তাঁহারই নাম লইয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হন।—সেই ভগবতীর কৃপায় সাধকের ধীশক্তি এখন বিকসিত হইয়াছে; জাগরিত বুদ্ধির আশ্চর্য্য ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে; সাধক বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিতেছেন—"অজড় অমর যিনি, ভগবান যিনি, তাঁহা হইতে জড়ত্বের উৎপত্তি কি রূপে হইল? চেতনা হইতে অচেতন কি প্রকারে উদ্ভূত হইল? চৈতন্যস্বরূপ হইতে কেমন করিয়া জড় জগৎ প্রসূত হইল? এমন শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে গতিহীন, প্রাণহীন জড়বিকাশ কি প্রকারে সাধিত হইল? চৈতন্য হইতে যখন সমুদয় উৎপন্ন, তখন চৈতন্যই সমগ্র ব্যাপারের কর্ত্তা সন্দেহ নাই; যদি তাহাই হইল, তবে জড়ের স্বাধীনতাই বা কোথায় রহিল? কর্ত্তা হইলেন চিৎস্বরূপ, প্রভব হইলেন চিৎস্বরূপ, তবে জড়ের জড়ত্ব কোথা হইতে আসিল? প্রথমতঃ বিচার্য্য—জড়ের জড়ত্ব যাহা বলিতেছি তাহা বাস্তবিক জড়ত্ব কিনা, পরে বিচার্য্য সেই জড়ত্ব কোথা হইতে আসিল?" সর্ব্বনাশের কথা! জড়ের জড়ত্ব ধরিয়া আকর্ষণ পড়িল, তবে সুরূপ কুরূপ

ঘাত প্রতিঘাত, কোথায় থাকিবে? সাধক ভাবিতেছেন, "বাস্তবিক অজড় চেতনা হইতে জড় সমাগত হইতে পারে কি না? যদি তাহা হইয়া থাকে—তাহা হইলে যখন জড়ের বিধাতা ও উৎপাদয়িতা অজড় চৈতন্য হইলেন—তখন আর জড়ের জড়ত্ব কোথায় রহিল? আমার সম্বন্ধে তাহারত কোন সত্তাই নাই; আর এক কথা, অতি বিস্ময়-কর কথা, অজড় চৈতন্য হইতে কখন কি জড় আসিতে পারে? শাশ্বতপূর্ণ ভগবান হইতে, কখনও অপূর্ণ অশা-শ্বত জগৎ উদ্ভব হইতে পারে? দৈবী প্রকৃতি হইতে জড় প্রকৃতি কি করিয়া আসিবে? আম্র বৃক্ষে কখনও কদলী ফল দেখা যায়? আম্র বৃক্ষের ফল আম্র, দৈবী প্রকৃতি হইতে দৈবী প্রকৃতিই উৎপন্ন হইবে—জড় আসিতে পারে না, শাশ্বত হইতে শাশ্বতই উদ্ভূত হইবে—অশাশ্বত উৎপন্ন হইতে পারে না, চৈতন্য হইতে চৈতন্যই আসিবে অচৈতন্য কখনও আসিতে পারে না—ইহা যুক্তিসঙ্গত ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বিচার—সন্দেহ নাই। তবে কি এই জড়জগৎ জড় নহে! অতি বিস্ময়কর কথা! তবে কি সমু-দয়ই চেতনা!! অদ্ভুত রহস্য! সত্যই তো! ভগবান সর্ব্ব-ত্রই আছেন, আর যাহা কিছু আছে তাহা ভগবান আছেন বলিয়া আছে—ইহা ত সাধুরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সাধকের বুদ্ধি চৈতন্য রাজ্যে প্রবেশ করিল, চিন্তা সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া চলিল!

ধীশক্তির প্রভায় সাধক দেখিতে পাইলেন—"দেশ কাল হরিময় হইয়া গিয়াছে; সূর্য্য চন্দ্রে হরি বিরাজিত, মহা-সাগরের জলরাশি লুক্কায়িত হইয়াছে, তথায় ভগবান হরি সিংহাসন পাতিয়াছেন; ভূস্তর প্রস্তর হরির নিকেতন হইয়াছে, জড়ের জড়ত্ব আর নাই, সমস্ত হরিময় হইয়া গিয়াছে; তৃণের ক্ষুদ্রত্ব আর দৃষ্ট হয় না তথায় ভগবান হরি রহিয়াছেন; যাহা কিছু আছে, সমুদয় হরিভাব পাইয়া, হরিকে ধারণ করিয়া অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; রক্তমাংস দিয়া অনন্তভূমা হরি সঞ্চলিত হইতেছেন, চক্ষু কর্ণ দিয়া প্রভু ভগবান নির্গত হইতেছেন, রসনা দিয়া হরি উচ্চারিত হইতেছেন; স্পর্শে হরি রহিয়াছেন, সর্ব্বত্র হরির অস্তিত্ব! সাধক কৃতার্থ হইলেন বুদ্ধিযোগ স্থাপিত হইল।

আইস উপাসকমণ্ডলি, ধীশক্তির সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যস্বরূপকে সর্ব্বত্র দর্শন করি। শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

যশ।

১ লা মার্চ ১৮৯১।

সাধুগণ জয়গান করিতেছেন, আকাশ জয়শব্দ বহন করিতেছে, কালস্রোতে ভগবতীর যশোগীতি উত্থিত হইতেছে—সমগ্র প্রকৃতি যশোময়ীর স্তুতি করিতেছেন; নিখিল বিশ্ব যশোবার্ত্তা প্রচার করিতেছে; সর্ব্বত্র ভগবতীর মহিমা, ভগবতীর গৌরব, ভগবতীর যশোকীর্ত্তন হইতেছে; যশস্বতী হাসিতেছেন; মধুর হাস্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। জীবন, জয়, যশ বিকীর্ণ হইতেছে। সহসা ভগবতী বলিয়া উঠিলেন—"সর্ব্বত্র যশ ব্যাপৃত হইয়াছে, চরাচর হইতে যশোগান উত্থিত হইতেছে, কিন্তু আমি আবার যশোপ্রদায়িনী যশোদা, আমার সন্তানকেও যশোমণ্ডিত করিব; গৌরবের কীরিট তাহার মস্তকে পরাইব, আমি যশোময়ী আমার সন্তানও তদ্রূপ হইবে; অত্যদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইবে।" যেমনই ভগবতীর এই লীলাময়ী বাণী নিসৃত হইল, অমনি এক মহা বিস্ময়কর কাণ্ড সংসাধিত হইল—সাধকের দুর্গ আক্রান্ত হইল; জ্ঞানের দুর্গে বসিয়া সাধক চরাচর পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন—সহসা চিরবৈরি অজ্ঞানতা মোহ আসিয়া

আক্রমণ করিল; আক্রমণকারীর কৌশল অতি ভয়ঙ্কর। সাধকের অজ্ঞাত সারে কোন দুর্লক্ষ্য-সূত্র পাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল; বাহিরের আক্রমণের গর্জ্জন হইল, ভিতরে তাহার প্রতিশব্দ হইল, সাধক চমকিত হইলেন—ভিতর বাহিরে আক্রমণ দেখিয়া ভীত হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"একি ব্যাপার? মনে করিয়া ছিলাম সমুদয় শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, সংসারকে প্রপঞ্চ বলিয়া উড়াইয়া দিলাম, কিন্তু তাহারাত আমাকে ছাড়িল না, পুনরায় বল সঞ্চয় করিয়া উপস্থিত হইয়াছে; এ আক্রমণের কি কখনও বিরাম হইবে না? এ সমর কি কখনও শান্ত হইবে না? অবশেষে কি পরাজিতই হইতে হইবে—যতক্ষণ সাধ্য থাকে—সংগ্রাম করি।" পুনরায় মহাসমর আরম্ভ হইল—মোহ অনেক যুদ্ধ জয় করিয়াছে; যুদ্ধকৌশল তাহার সমস্ত বিদিত আছে; ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সেনানীকে প্রেরণ করিল; চক্ষু দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া রূপ আসিয়া আক্রমণ করিল; চক্ষু দ্বার অতি প্রশস্ত, আক্রমণ অতি ভীষণ হইল; সাধক প্রতি-রোধ করিতে চেষ্টা করিলেন; সমুদয় ব্যর্থ হইয়া গেল; চক্ষু অধিকৃত হইল; চক্ষু দিয়া শত্রু প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; স্পর্শ আসিয়া তাহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল; রসনা, শ্রুতি, স্পর্শের অনুগমন করিল; স্পর্শ প্রভৃতি বিশ্বাস-ঘাতক, অতি ক্ষীণ দ্বার; চক্ষুতে মহাসমর প্রজ্বলিত

হইয়াছে; স্পর্শ রসনা কেন রোধ হইয়া আসুক না; তাহাত হইল না একবার যদি চক্ষু অধিকৃত হয়, অমনি স্পর্শ বশ্যতা স্বীকার করিতে ধাবিত হয়। সাধকের মহাভীতির কারণ হইল; চক্ষুতে পরাজয় হইলে যদি স্পর্শে পরাজয় না হয়, তবেত অনেক আশা থাকে। স্পর্শে পরাজিত হইলে শুধু পরাজয় নহে, তাহার উপর আবার বন্ধনগ্রস্ত হইতে হইবে। সাধক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, আক্রমণকারীর বল অতি ভীষণ; আক্রমণ ও চতুর্দ্দিক হইতে হইতেছে; প্রাণপণে সাধক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কোথায় জ্ঞানের শান্তি অন্তর্হিত হইল; সর্ব্বত্র অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইল; সাধক মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত; জ্ঞানাস্ত্র নিক্ষেপ করেন ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে; সংযম ধনু আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইলেন; ধনুর গুণাকর্ষণই করিতে পারেন না; তাহার উপর রূপজ মোহের শাণিত অস্ত্র আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল, সাধক ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন; সদ্-কথা, সদালাপ নিক্ষেপ করেন, সমুদয় বিফল হইয়া যায়; সাধকের অস্ত্র ব্যর্থ হইতেছে, শক্তি ক্ষীণ হইতেছে, শত্রুবল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে; রূপ গর্জ্জন করিয়া বলে "সাধক, আর সমরে প্রয়োজন কি? অনেক সংগ্রাম করিয়াছ, আইস সন্ধি করিয়া সখ্য-স্থাপন করি, তুমি বিশ্রাম করিতে পাইবে আমার অধীনতা স্বীকার কর।" স্পর্শ প্রভৃতি বলে "রূপের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেই

আমরা তোমাকে সখ্য-বন্ধনে নিবদ্ধ করিব, অতএব সমরে প্রয়োজন কি? তুমি একাকী ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছ সন্ধি কর”—মোহদলের কথা গুলি সন্ধি-সূচক কিন্তু কার্য্য বিপরীত—আক্রমণের ত বিরাম হয় না; সমরের ত অবসান নাই; সাধকের ত নিষ্কৃতি নাই; এক এক করিয়া সমস্ত অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল; এক এক করিয়া সমুদয় উপায় গ্রহণ করা হইল; সমুদয় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; সাধক ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন; এইবার বুঝি পরাজিত হইতে হয়; এইবার বুঝি শত্রুপদাশ্রিত হইতে হইবে; এইবার বোধ হয় স্বাধীনতার নাম লোপ হইবে—রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সাধক হতবল হইয়া পড়িয়াছেন; শত্রুদল আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে—সাধক আর্ত্তস্বরে বলেন—“চক্ষু কর্ণ কেন বিনষ্ট হইল না? কেন উহারা দ্বার-স্বরূপ হইয়া আমার বিনাশের কারণ হইতেছে? আমি একাকী, শত্রু অনেক, কত সংগ্রাম করিব? শরীর কেন বিনষ্ট হউক না। আমি কেন পরাজিত হইব?” এই বিপন্ন অবস্থায় যেমনই এই বীরস্বর উচ্চারিত হইল, অমনি সহসা এক দিব্যাস্ত্র সাধকের সহায়ার্থ উপনীত হইল। সাধক জিজ্ঞাসা করেন “কে তুমি অসময়ে উপস্থিত হইলে?” অস্ত্র কথা কহিয়া বলে “তোমার যুদ্ধের সংবাদ তোমার জননীর নিকট উপস্থিত হইয়াছে; তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমাকে লইয়া

যুদ্ধ কর ; আমাকে নিক্ষেপ কর, জয়ী হইয়া যশোলাভ করিবে,—আমার নাম হরিনাম—মোহযুদ্ধে আমি জীবের মহাস্ত্র—আমার সন্ধান অমোঘ—অব্যর্থ—একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিলেই তুমি জয়লাভ করিবে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কত জীব, কত আর্ত্ত, আমার সহায়ে শত্রু দমন করিয়াছেন, তুমিও আমার শরণ গ্রহণ কর, তোমার জননী এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন।” সাধক বলেন জননীর কথা অবহেলা করিবার নহে, কিন্তু আমি হীনবল, তুমি হরিনাম,—অতি গুরু গম্ভীর—তোমাকে বহন করিয়া নিক্ষেপ করি সাধ্য কি ? তোমার শরণ গ্রহণ করি, এ শক্তি ও আমার লোপ হইয়াছে।” হরিনাম বলে “সাধক ভীত হইও না, তোমার জননীই বল, শক্তি, প্রদান করিবেন, রসনায় তুমি আমাকে গ্রহণ কর”। বন্ধু-বাক্য শুনিয়া সাধক মুখে বলেন “হরের্নামৈব কেবলং” —রসনা পরবশ হইয়াছে—এ মধুর নাম কি সহসা লইতে চায় ? একবার দুইবার তিনবার প্রয়াসে, রসনা পুনরায় বলিল হরের্নামৈব কেবলং—এক একবার হরিনাম উচ্চারিত হয়, আর সাধক হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চিত হয় ; মোহ দলের উপর তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়। সাধক দেখিয়া অবাক্, হরিনাম অমোঘ অস্ত্র—আবার হরিনাম অমোঘ ঔষধি—এক বস্তু দ্বিস্বভাব সম্পন্ন ; সাধক পুনঃ হরিনাম উচ্চারণ করেন ; হরিনাম রসনা হইতে কর্ণ স্পর্শ করে ; রসনায়

হরিনামের অধিকার; কর্ণে হরিনামের অধিকার, মোহ সেনা, রসনাশ্রুতি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। নূতন শক্তি পাইয়া পুনঃ পুনঃ সাধক হরিনাম উচ্চারণ করেন—ক্রমে হরিনাম হৃদয় স্পর্শ করে—জননীর হরিচরিত্র হৃদয়ে জাগরিত হয়; হরিলীলা হরিশক্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হয়—হৃদয় হরিনামে পূর্ণ হইয়া যায়। মহাস্ত্র প্রভাবে রসনা কর্ণ ও হৃদয় হইতে মোহদল বিদূরিত হয়। মহাবিক্রমে হরিনাম তখন চক্ষুদ্বারে দণ্ডায়মান হয়। মোহদল চক্ষু দিয়া প্রবেশ করিতে যায়, হরিনাম দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে—চক্ষু অধিকার করিয়া—স্পর্শ ব্যাপিয়া হরিনাম বিরাজ করে, তখন রসনার হরিধ্বনি কর্ণে, কর্ণের হরিসুধা হৃদয়ে, হৃদয়ের হরিনাম চক্ষুদ্বয়ে, চক্ষুর হরিলীলা স্পর্শে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে মোহসেনা বিদূরিত করিয়া সৃষ্টিব্যাপার আচ্ছাদন করিয়া ফেলে—তখন অন্তরের হরিনাম বাহিরে দীপ্তি পায়—বাহিরের হরিনাম অন্তরে প্রবিষ্ট হয়—অন্তর্বহিঃ হরিনামের শক্তিতে পূর্ণ হইয়া যায়—অজ্ঞানমোহ সুদূরে পলায়ন করে—জ্ঞানজ্যোতি বিকসিত হয়—হরিনাম, হরিলীলা হৃদয় প্রাণ স্নিগ্ধ করে। সাধক পুলকিত কলেবরে গাহিতে থাকেন "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং"। যুদ্ধে সাধক জয়ী হইলেন; হরিনামাস্ত্র ধারণ করিয়া যশোলাভ করিলেন—তাই বুঝি একদিন পর্ব্বতশৃঙ্গে

উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎসন্তান "পাপ তুই দূরহ" বলিয়া হরিনামবলে, পাপকে দূরীভূত করিয়া দিলেন; তাই আবার আর একদিন হরিভক্ত সাধু গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত নিশা হরিনাম করিতে করিতে মায়াকে বিফলমনোরথ করিলেন। যখনই সাধুচিত্তে মোহ-মেঘ উদিত হইয়া জ্ঞানসূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে—সমুদয় অন্ধকারময় হইয়া যায়—তখনই হরিনামের প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া, মোহমেঘদলকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে অপসৃত করিয়া দেয়। পুত্রকে যশস্বী করিবার নিমিত্ত ভগবতী মোহকে প্রেরণ করেন। তাঁহারই আজ্ঞায় মোহ আসিয়া চির সমর ঘোষণা করে; সাধক যুদ্ধে জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ হইয়া পড়েন; আবার সেই ভগবতীর আদেশেই হরিনামাস্ত্র অসময়ে আসিয়া দেখা দেয়—হরিনামের বলে সমুদয় মোহ পাপ দূর হইয়া যায়—সাধক যশোলাভ করেন—সমুদয়ই ভগবতীর কৃপায়, জগজ্জননীর ইচ্ছায়, সাধিত হয়। নিজে যশস্বতী হইয়া পুত্রকে যশে অলঙ্কৃত করেন—নিজে মহিমান্বিতা হইয়া পুত্রকে গৌরবের ছটা পরাইয়া দেন—সর্প হইয়া দংশন করিতেও ভগবতী, বৈদ্যরাজ হইয়া ঔষধ প্রদান করিতেও সেই ভগবতী, মধ্য হইতে জীব কেবল যশোন্বিত হয়, কে তাঁহার এই লীলা বুঝিতে সক্ষম হইবে? কে তাঁহার এই লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সার্থকজন্মা হইবে?

যুদ্ধে ত জয় হইল—সাধক জয়ী হইলেন—মোহ পরাভূত হইল—এখন সাধক কি করিবেন ? মাতার আশীর্ব্বাদে যুদ্ধ জয় করিয়া কোন্ সন্তানের মাতার ক্রোড়ে যাইতে ইচ্ছা না হয় ?জয়ীপুত্র অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যেমন মাতার উদ্দেশে ধাবিত হয়, তেমনই সাধক সেই মোহবিজয়ি-হরিনামে ভূষিত হইয়া মাতার উদ্দেশে ধাবিত হন—মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইতেছে,কর্ণ হইতে হরিনাম নির্গত হইতেছে, হৃদয় হইতে হরিনাম উত্থিত হইতেছে। হরিনামের চারু বেশ পরিধান করিয়া সগর্ব্বে নৃত্য করিতে করিতে মাতার সেই হরিময় ক্রোড়ে সাধক যাত্রা করিলেন,—চন্দ্রসূর্য্য হরিনাম করিয়া মঙ্গলাচরণ করিল ; প্রকৃতি হরিনাম করিয়া মঙ্গল গীত গাহিয়া উঠিল ; সাধু সখাগণ হরিধ্বনি করিয়া জয় ঘোষণা করিতে করিতে সহযাত্রী হইলেন। হরিনামের বিজয়সেনা—হরিতে বিশ্ব চরাচর পূর্ণ করিয়া হরিরাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইল ; কে আর তাঁহাদের গতিরোধ করে ? কোথায় মোহ পাপ পলায়ন করিয়াছে, আর কি তাহারা হরিনামের নিকট উপস্থিত হইতে পারে ? হরিনামের অমৃতলহরী তুলিতে তুলিতে সাধুগণ সাধককে জননীর ক্রোড়ে লইয়া যান—বিজয়ী পুত্র পাইয়া ভগবতী বলেন "ওরে সন্তান অনেক যুদ্ধ করিয়াছিস্, জয়ী হইয়াছিস্, আমার অমৃত ক্রোড়ে আয়"—সাধক আর্দ্র হৃদয়ে বলেন "তুমি লীলাময়ী মা,

তুমিই সমুদয় করিলে আমি কেবল যশের অংশী হইলাম; তুমিই হরিনাম পাঠাইলে তোমার হরিনামই সমুদয় সাধন করিল; আমিত ক্ষীণ হইয়া পতিত ছিলাম তুমিই ত জয় করিলে"। জননী বলেন "আর তোকে জয় পরাজয়ের ভার বহন করিতে হইবে না, আমার ক্রোড় হইতে চাহিয়া দেখ"—জননীর আজ্ঞা কে উল্লঙ্ঘন করিবে? সাধক চাহিয়া দেখেন—মোহের জীর্ণ কঙ্কাল কোন দূরে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, জীবদেহ কোন দেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ইন্দ্রিয়েই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, অস্থি মজ্জা শুষ্ক হইয়া কোথায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, রক্ত মাংসের অসুর বিনষ্ট হইয়াছে; আর সাধক জননীর অমৃত ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া জননীর যশ অনুভব করিয়া জননীর যশোগীতি গাহিতেছেন। যিনি সুসন্তান তাঁহার গীত, জননীর যশোগীত—তাঁহার চিন্তা জননীর যশঃ-চিন্তা—তাঁহার বুদ্ধি জননীর যশে পূর্ণ—তাঁহার গতি, তাঁহার ক্রিয়া, জননীর যশের অনুযায়িনী—তাঁহার অস্তিত্ব ভগবতীর যশোব্যঞ্জক—তাঁহার প্রকৃতির একমাত্র গীতি হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং"। আইস উপাসকমণ্ডলি, আমরাও হরিনামাস্ত্র বলে মোহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া যশোলাভার্থে যত্নবান হই। শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

মঙ্গল।

৮ই মার্চ্চ ১৮৯১।

বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইল, চন্দ্রসূর্য্য হইতে দেবদেবী পলায়ন করিলেন। মানবচিত্তের বাল্যাবস্থায় যখন জগৎব্যাপারের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তখন এইরূপ ধারণা হয়—দেববিশেষকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হইতেছে; আবার অন্যদেবের অধীনতা স্বীকার করিয়া সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে—তখন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন দেবকর্ত্তৃক নিয়মিত হইতে থাকে; এক এক ব্যাপারকে এক এক দেব স্বইচ্ছায় পরিচালিত করিতেছেন; ইচ্ছার পরিবর্ত্তন অনুসারে জগৎকাণ্ডও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপ জীবচিত্তের কিশোরাবস্থায় যাবতীয় জগৎক্রিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হয়, ও সর্ব্বত্র দেবের আবির্ভাবহেতু অদ্বিতীয় নিয়ম দৃষ্ট হয় না। জগতের সহিত পরিচয় হইতে হইতে দেবকর্ত্তৃত্বের জ্ঞান অধিক দিন স্থায়ী হয় না। মানবজাতির ইতিহাস ও ব্যক্তিমাত্রের জীবনই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বারম্বার এক ক্রিয়া দেখিতে দেখিতে স্বতঃই তাহার পৌনঃপুনের উপর দৃষ্টি পতিত হয়; স্বতঃই মনে হয়—“কি বিস্ময়কর!

একপ্রকার ব্যাপারই বারম্বার দৃষ্ট হইতেছে; যাহা কিছু হইতেছে, সে সমুদয় বারম্বার হইতেছে, ও পুনরায় বোধ হয় যথাসময়ে এইরূপ হইবার সম্ভব; যাহা কিছু গোচরীভূত হয় সমুদয়ই এই পৌনঃপুনঃ-বিশিষ্ট, ও সমুদয়েরই পুনরায় সংঘটন সম্ভব”—তাই শত সহস্র বিভিন্ন কাণ্ডের মধ্যে, এই পৌনঃপুনেঃর মিলন ভূমি দেখিয়া, মানবচিত্ত একমাত্র দেবের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকে—তখন আর সূর্য্যে একদেবতা, চন্দ্রে ভিন্নদেবতা দেখিতে পায় না—মনে হয় সর্ব্বত্রই একই দেবের ইচ্ছা ক্রিয়া করিতেছে; মনে হয় একই দেবতা ইচ্ছা করিতেছেন—অমনি সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, নক্ষত্রমালা স্থিরগতিতে গগনপথে ধাবিত হইতেছে। এই একদেবের অধিকার, একেশের কর্ত্তৃত্ব, দেখিয়া হৃদয় বিস্ময়ান্বিত হয়, বিস্ময় হইতে স্তবস্তুতি আইসে, জড়প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি মন্দীভূত হয়। কিন্তু কালক্রিয়ার ফলই হউক বা শাশ্বতপ্রকৃতির নিয়মবশতঃই হউক, দিন দিন জড়প্রকৃতির পর্য্যায় দেখিতে দেখিতে তাহার নিয়মপ্রণালীর প্রতি চিত্ত দৃঢ়তর আকৃষ্ট হয় ও দেবকর্ত্তৃত্বজনিত বিস্ময় ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসে; বারম্বার সমগ্রজগতে একই নিয়ম একই ক্রিয়া দেখিতে দেখিতে, জগৎপ্রণালীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয়; এই বিশ্বাস বহুদিন পরিদর্শনের ফল

সন্দেহ নাই। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবচিত্ত সূর্য্যোদয়ের ঘটা দেখিয়া সূর্য্যদেবের স্তব করিয়াছিল, মরুতের বিক্রম দেখিয়া পবনদেবের আরাধনা করিয়াছিল, সমুদ্রনির্ঘোষ শুনিয়া জলাধিপের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল;—বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই পৃথক দেবত্ব অন্তর্হিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে একদেব স্থিরীকৃত হইল—তখন সূর্য্যোদয় ও মরুচ্ছক্তির, সমুদ্রতরঙ্গ ও বহ্নিজ্বালার হ্রাসবৃদ্ধি, উদয় বা বিলয়ের নিমিত্ত একই দেবের নিকট মানবহৃদয় উপনীত হইত; সূর্য্যোদয়প্রভৃতি সৃষ্টিক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবিত্বের প্রতি তখনও বিশ্বাস স্থাপিত হয় নাই; সুতরাং তাহাদের রোধ বা প্রকাশহেতু মানব আত্মা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিমুখে অগ্রসর হইত। যতই সময়স্রোত সুদূর প্রবাহিত হইতে লাগিল, ততই অবিশ্বাস হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ আর কেহ—কল্য আবার প্রভাত হইবে কিনা, শীতের পর আবার বসন্ত আসিবে কিনা—এইরূপ সন্দেহ করিত না। কাহারও মনে আর সন্দেহ হইত না দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পূর্ব্ব ভিন্ন অন্যদিকে হইতে পারে বা শীতের পর বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতু আসিতে পারে। এইরূপে সর্ব্বত্র অবশ্যম্ভাবিত্ব ও অলংঘ্যপ্রণালী ও অকাট্য নিয়মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয়; তখন আবার বিস্ময় তিরোভূত হইয়া এইরূপ মনে হয়—সূর্য্যোদয় প্রত্যহই হইয়া থাকে, প্রত্যহই হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কিছুই নাই;

বার তিথি মাসের পর্য্যায় ও বিস্ময়কর নহে, এ সমুদয় হওয়াই স্বভাব ও অবশ্যম্ভাবি। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে মানবচিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তার আশ্রয়ের উপর আর বড় নির্ভর করে না; শনিবারের পর রবিবার সমাগত হউক বলিয়া আর কেহ জগৎনিয়ন্তার নিকট করজোড়ে স্তব করে না। সকলেই মনে ভাবে শনির পর রবি, এক আর এক দুই, এ সমুদয় স্বাভাবিক ও বৈচিত্র্যশূন্য। এই পর্য্যায় ও এই অবশ্যম্ভাবিত্বে প্রতীতিহেতু চিত্ত ক্রমশঃ কঠোরতা আশ্রয় করে, কিন্তু এক নিয়ম এক প্রণালী সর্ব্বত্র ক্রিয়া করিতেছে দেখিতে পায়।—কুসুম-কোরক বিকসিত হইবে, সুগন্ধ বিস্তার করিবে, কিছু-দিনের পর শুষ্ক হইয়া ভূমে পতিত হইয়া অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইবে, এ সমুদয় স্বাভাবিক, ইহাতে অত্যাশ্চর্য্য কিছুই নাই—অমাবস্যার একপক্ষ অন্তরে পূর্ণিমা আসিবে, ইহা স্বভাবের ক্রিয়া, অদ্ভুত কিছুই নহে—মানবদেহ বাল্য-যৌবন জরার বশবর্ত্তী হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইবে ইহাও অণুমাত্র অলৌকিক নহে;—এইরূপ সমুদয় ব্যাপারই প্রকৃতির বশীভূত প্রতীয়মান হয়। জড়জগতে যাহা কিছু হইতেছে, এক অপরিবর্ত্তনীয়, অলংঘনীয় নিয়মে সংসাধিত হইতেছে; কাহারও ইহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিবার সাধ্য নাই; সুতরাং কঠোর স্বভাবের কর্ত্তৃত্ব আসিয়া সমুদয় ব্যাপ্ত করে; কিন্তু স্বভাবনিয়মের একত্ব

ও ইহার ক্রিয়ার পারম্পর্য্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, ও তাহার উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপিত হয়। ইহা ত হইল জগতের নিত্যদৃষ্ট ব্যাপার, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে, মানবজীবন ইহার সমর্থন করিতেছে।

এ সমুদয় হইল বিজ্ঞানের কথা। এমন সময় জ্ঞান আসিয়া মানবচিত্তকে ধীরে ধীরে বলিতে থাকে "জড়-জগতে ত এক নিয়ম এক প্রণালী দৃষ্টিগোচর করিলে, অন্তর্জগতেও এইরূপ আছে কি না অনুধাবন করিয়া দেখ দেখি; অন্তর্জগৎ সৃষ্টিব্যাপারের বহির্ভূত ত নহে; সুতরাং ইহাতে নিয়মপ্রণালীর সম্ভাবনাই আছে।—অদ্য যে প্রস্ফুটিত কুসুম দেখিতেছ, কত শত বৎসর হইতে জড়-প্রকৃতি ইহার আয়োজন করিয়া আসিতেছে; আবার এই কুসুম হইতে কত বৎসর পরে, ভবিষ্যতের কোন যুগে, আবার কোন্ কুসুম উৎপন্ন হইবে, প্রকৃতি এখন হইতেই তাহার আয়োজন করিতেছে—বহির্জগতে যখন এমন পরম্পরা, এমন নিয়ম, এমন আয়োজন, তখন অন্তঃপ্রকৃতিতে এতাদৃশ কোন নিয়মের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। সৃষ্টির এক অংশ সুন্দর নিয়মে নিয়মিত, অপর অংশ নিয়মশূন্য, শৃঙ্খলাশূন্য, ইহা কি কখনও হইতে পারে? বাহিরে যখন নিয়ম দেখা যায় তখন ভিতরেও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহাতে সন্দেহ না থাকিতে পারে।" জ্ঞানের এই কথা শুনিয়া মানবচিত্ত অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট

হয় ;—প্রথমতঃ কোনই নিয়ম দেখিতে পায় না, সহসা চিন্তার ক্রিয়া আরম্ভ হইল ; সহসা ইচ্ছা উদ্দীপ্ত হইল ; এইরূপ সমস্ত চিত্তক্রিয়া সম্বন্ধশূন্য বলিয়া বোধ হয় ; আজি যাহা ভাবিতেছি, আর বৎসর পূর্ব্বে যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ প্রতীয়মান হয়—। নিয়ম দৃষ্টিগোচর করা এক মুহূর্ত্তে কখন হয় না ; তাই দুই একবার স্থিরভাবে অবলোকন করিতে করিতে মানবচিত্ত দেখিতে পায়—জড়জগতের ন্যায় সমস্ত অন্তর্জগতের ক্রিয়াও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট—। আজি যাহা ভাবিতেছি, বৎসর পূর্ব্বে চিন্তার সহিত তাহা নিবদ্ধ ; বর্ত্তমানের বিষাদ, অতীতের ইচ্ছার সহিত সম্বন্ধ ; অদ্যকার বুদ্ধিক্রিয়া কল্যকার বুদ্ধিচালনার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট ; চিন্তার ভিতরে নিয়ম, ইচ্ছার মধ্যে নিয়ম, ও বুদ্ধির কার্য্যেও নিয়মের আভাস পাওয়া যায়। এই চিন্তা ইচ্ছা-বুদ্ধি সমুদয় দুই সূক্ষ্ম সূত্রে আবদ্ধ— স্মৃতি ও অভ্যাস। আবার অভ্যাসের মূল স্মৃতি। তাই অদ্যকার ইচ্ছা অদ্যকার কামনা, স্মৃতি ও অভ্যাসবশতঃ, ভবিষ্যতের ইচ্ছা কামনার কারণ হয় ; অতীতের আচরিত পাপ স্মৃতি ও অভ্যাসের সহায়ে বর্ত্তমানের দুর্নিবার্য্য পাপাচরণের হেতুস্বরূপ হয় ; অদ্যকার পাপের সহিত সংগ্রাম ভবিষ্যতের পাপজয়ের মূলীভূত হয়। এইরূপ যাহা আমরা চিন্তা করি বা ইচ্ছা করি, তাহা তখনি

চিন্তা ও ইচ্ছার সহিত বিলোপপ্রাপ্ত হয় না; বরং তোমার আমার অজ্ঞাতসারে, স্মৃতি ও অভ্যাসের কুটীরে, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহার আর ব্যতিক্রম হইবার নহে। তাই বর্ত্তমানে পাপ করিয়া ভবিষ্যতে পাপাচার সহজ করিয়া রাখি। তাই সাধকেরা অনুষ্ঠিত পাপের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, ভবিষ্যৎ পাপানুষ্ঠানের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হন। আর সাধুপ্রকৃতি একদিন হরিনাম করিয়া ভবিষ্যৎ হরিনামের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখেন। স্মৃতি ও অভ্যাসজনিত, অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে এই চিত্তক্রিয়ার সম্বন্ধস্থাপনই পণ্ডিতদিগের দ্বারা কর্ম্মসূত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। জড়প্রকৃতিতে যেমন একই নিয়ম বিরাজমান, অন্তঃপ্রকৃতিতেও সেইরূপ একমাত্র কর্ম্মসূত্র দ্বারা সমস্ত চিত্তব্যাপার নিয়মিত হইতেছে। বহির্জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম যেরূপ রহস্যময়, অন্তর্জগতেও এই কর্ম্মসূত্র সেইরূপ রহস্যময়, নিগূঢ় ব্যাপার। প্রাকৃতিক নিয়মের গতিরোধ করা অসাধ্য, কর্ম্মসূত্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াও দুঃসাধ্য। এই ব্যাপার দেখিয়া মানবচিত্ত জিজ্ঞাসা করে—"আমার শরীর জড়প্রকৃতির বশীভূত, চিত্তক্রিয়া কর্ম্মসূত্রের অধীনস্থ, দুইই অলংঘ্য, দুইই কঠোর; এই উভয়বিধ নিয়মের বশীভূত থাকা দাসত্ব ভিন্ন আর কি?"—জ্ঞান শুনিয়া বলে "একই সৃষ্টির দুই অংশ, অন্তঃ ও বহিঃ এক নিয়মে চালিত না

হইয়া দুই নিয়মে চালিত হইবার কারণ কি? পূর্ব্বে বিচার করা কর্ত্তব্য কর্ম্মসূত্র ও জড়প্রকৃতির নিয়ম বস্তুতঃ বিভিন্ন কি না, পরে তাহাদের দাসত্ব করা কর্ত্তব্য কিনা বিচার্য্য।" জ্ঞানের উপদেশ শুনিয়া মানবচিত্ত যুগপৎ অন্তর্ব্বহিঃ আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ অনুভূত হইল অন্তঃ ও বহিঃ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ, ও মানবশরীর ইহাদের মধ্যে যোজকের ক্রিয়া সাধন করিতেছে। জড়প্রকৃতির ক্রিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর সাধিত হয়; চিত্তক্রিয়াদ্বারা আবার ইন্দ্রিয়গ্রাম চালিত হয়। এই ইন্দ্রিয়ভূমিতে অন্তঃ ও বহিঃ দুইজগৎ এককালীন কার্য্য করিতে থাকে—এই ইন্দ্রিয়গ্রাম সুতরাং দুই জগৎ দ্বারা একসময়েই নিয়মিত হয়। ইন্দ্রিয় ক্রিয়ায় কখনও পরস্পরবিরুদ্ধনিয়মফল দৃষ্ট হয় না;—সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে,অন্তর্নিয়মও বহির্নিয়ম পরস্পর সম্বন্ধবিহীন ও বিরুদ্ধ নহে। আবার অন্তঃ বহিঃ একই জগতের মধ্যস্থিত; অতএব অন্তঃ ও বহিঃ একই নিয়মে পরিচালিত ইহাও যুক্তিসঙ্গত।

এই কর্ম্মসূত্রের সহিত জড়প্রকৃতির সামঞ্জস্য দেখিয়া মানবাত্মা জিজ্ঞাসা করে "দুই নিয়মের পরিবর্ত্তে এক নিয়ম হইল, তাহাতে লাভ বিশেষ কি হইল? দাসত্ব ত দূর হইল না।" জ্ঞান শুনিয়া বলে "তুমি আমার সহায়তা গ্রহণ কর, আমাকে অবলম্বন করিয়া দেখ দেখি, এই

এক সূত্র, অখণ্ড নিয়ম অখণ্ড জগৎ কোন ভূমিতে অবস্থিত ও কোন উপাদানে রচিত; ইহাই দেখ, আর দেখ তোমার সহিত সেই ভূমি ও উপাদানের কি সম্বন্ধ, তাহা হইলে আর দাসত্ব থাকিবে না।" জ্ঞানের আজ্ঞায়, জ্ঞানের মহিমায় মানবাত্মা দেখিতে পায়—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে অবলম্বন করিয়া জীব অবস্থিতি করিতেছে; তাহাকেই বেষ্টন করিয়া এক অখণ্ডমণ্ডল বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহার এক অংশ অন্তঃ ও এক অংশ বহিঃ; স্বয়ং ভগবানই মণ্ডলের-কেন্দ্রীভূত-জীবের জীবত্ব বিধান করিতেছেন; স্বয়ং সৎস্বরূপই চিদাভাস হইয়া মণ্ডলরূপে বিস্তৃত হইয়াছেন; স্বয়ংই কর্ত্তা হইয়া কর্ম্মসূত্র ও জড়নিয়মরূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন; একমাত্র ভগবানই জীব মণ্ডল ও অখণ্ড নিয়মের উপাদানস্বরূপ; তিনিই একমাত্র সৎস্বরূপ; তিনি আবার অন্য উপাদান কোথায় পাইবেন? তাই নিজের উপাদানে, জীব, দেহ, কর্ম্মসূত্র, রচনা করিয়া রহস্য সৃজন করিয়াছেন; ভগবানের বিভা মানবাত্মার মধ্য দিয়া জড়জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; ভগবানের উপাদানে সমগ্র প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। যখনই এমন হয় তখন আর চন্দ্রসূর্য্যে পার্থক্য থাকে না, পুষ্পকণ্টকে ভেদ দূরীভূত হয়, সমুদয়ে ভগবানের সত্তা বিরাজ করে। যখন কর্ম্মসূত্র প্রভৃতি ভগবানের প্রেম-সত্তায় অবস্থিত, তখন আর দাসত্ব কোথায় রহিল?

খণ্ডভাবই বা কোথায় রহিল—সমগ্রমণ্ডল ভগবানে পূর্ণ হইয়া জীবকে বেষ্টন করিয়া আছে। জীব ভগবানকে অবলম্বন করিয়া মণ্ডলের কেন্দ্রস্থান হইয়াছে; মহা-শক্তির প্রেমলীলায় জীবের জীবত্ব ও মণ্ডলের মণ্ডলত্ব সাধিত হইয়াছে; তখন আর বিরোধই বা কোথায়? সন্দেহই বা কোথায়?—জীবও সামান্য নহে, কর্ম্মসূত্রও বিরোধি নহে। শরীরের অসত্য অজ্ঞানতা, কর্ম্মসূত্রের মিথ্যা বিরোধিতা নিম্নে পতিত থাকে; জীব ঊর্দ্ধগামী হইয়া ভগবানের প্রতি চাহিয়া থাকে,—ভগবানের নাম করিতে কখিতে অখণ্ডমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়—মণ্ডলের অখণ্ড-প্রেম, অখণ্ডসত্তা, জীবকে গম্ভীর আলিঙ্গন করে—জীবের দীনতাবোধ দূর হয়।

হে সাধক, তুমি কখনও আপনাকে আর দীনহীন মনে করিও না; তাহা হইলে ভগবানের নামে কলঙ্ক আরোপ করা হইবে। শুদ্ধ-সত্ব মহাশক্তিশালী ভগবান হইতে উৎপন্ন, তাঁহার প্রেমে রক্ষিত ও পালিত হইয়া সদাসর্ব্বদা অখণ্ডমণ্ডলে বিরাজ করিতেছ, তবে আর কোন্ মুখে আপনাকে দীনহীন পাপী মনে করিয়া ভগবানের নামে মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা কর? দীনতা, হীনতা, পাপ, জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না; ভগবানের ইহা অমৃত বিধান; তাঁহারই প্রেমে ইহা মহাসত্য।

আইস উপাসকমণ্ডলি, ভগবানের কৃপায়, জ্ঞানের

প্রভায়, কর্ম্মসূত্র ও প্রকৃতির জীর্ণ পিঞ্জর ভূমিতে পরিত্যাগ করিয়া, অখণ্ডমণ্ডলবিহারী মহাভূমার সন্নিধানে উপনীত হই। শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

১৫ই মার্চ্চ—১৮৯১।

সাগরজলে অমূল্য রত্ন নিমগ্ন হইয়াছে; ঘোর অন্ধকারে উজ্জ্বল রূপরাশি অপ্রকাশ রহিয়াছে;—জগৎ-তলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বিরাজমান—তাই বুঝিরে জগতের এত সৌন্দর্য্য—নতুবা জগৎ সৌন্দর্য্য কোথায় পাইল? শ্রীরূপিণীকে গর্ভে ধারণ করিয়া জগতের এত শোভা হইয়াছে—নতুবা শোভা আর কোথা হইতে আসিবে? শুদ্ধ, সত্ত্ব হইতে জীবের বিকাশ হইয়াছে—কেবল মাত্র শুদ্ধ সত্ত্বের পরম শ্রীরই সহিত তাহার সম্বন্ধ—তাহারই রূপে কেবল মাত্র জীব আকর্ষণীয়; নতুবা যাহার সহিত সম্বন্ধ নাই, তাহার রূপে কখনও জীব আকৃষ্ট হইতে পারে না।—ভগবানই জীবের একমাত্র সম্বন্ধ স্থল—কেন তবে জগতের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল? কেন তবে জীব জগৎ লইয়া ব্যাকুল হইল?—কেনরে চক্ষু জগতের

প্রপঞ্চে জীবকে নিক্ষেপ করে? কেনরে কর্ণ জগতের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করে? স্পর্শই বা কেন আসিয়া বন্ধন দৃঢ়ীভূত করে? কোথা হইতে এই নূতন সম্পর্ক আসিল?—কেনই বা এই ঘোর প্রপঞ্চময় জগৎ জীবের প্রত্যক্ষপ্রতীয়মান হইল? কোথা হইতে এই ঘোর বিশ্বব্যাপি আকর্ষণ উত্থিত হইতেছে? কে এই আকর্ষণের মূলে উপবিষ্ট আছেন? কাহাকে জীব এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে? কেই বা ইহার মীমাংসা করিবে?—প্রবল অনুসন্ধান আরম্ভ হইল; সুগন্ধাকৃষ্ট হরিণীর ন্যায় জীব এই আকর্ষণের মূল অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কত স্থানে অন্বেষণ করিল, কত বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিল "কে এই রূপ রাশির বলে সতত আকর্ষণ করিতেছেন?"—কেহ কোন উত্তর প্রদান করিল না; অথচ জগতের বিভক্তরূপ আরও জ্বলিয়া উঠিল। জগতের এ সুঘ্রাণ কোথা হইতে আসিতেছে, কত দিগেদশ ভ্রমণ করিয়া তত্ত্ব পাওয়া গেল না। যতই অনুসন্ধানের বৃদ্ধি হয়, ততই সুঘ্রাণ বৃদ্ধি হয়; ততই আকর্ষণ প্রবল হয়, ততই বিচ্ছিন্নরূপ উজ্জ্বল হয়। আকাশ পাতাল, জলস্থল, জীব অন্বেষণ করে —সর্ব্বত্রই সুগন্ধ সর্ব্বত্রই রূপের আভাস, কিন্তু গন্ধের আকর, রূপবিকাশের স্বরূপ ত কোথাও পাওয়া যায় না। কত দিন যায়, কত দেশ অতিক্রম করে—দিব্য সৌরভে সমুদয় পূর্ণ, দিব্য জ্যোতি-ছটা সর্ব্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে প্রক্ষিপ্ত।

—কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে? কোথা হইতে জ্যোতিরেখা দেখা দিতেছে? প্রলুব্ধজীব, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে আপনাতে প্রত্যাগমন করে; মনে ভাবে "সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসিলাম, কোথাও ত এই সুগন্ধের কারণ খুজিয়া মিলিল না—কোথা হইতে এই রূপের বিকাশ হইতেছে—কোথা হইতে এই আকর্ষণ উত্থিত হইতেছে—তাহাত প্রাপ্ত হওয়া গেল না।" তাই সে আপনাতে বসিয়া, সুঘ্রাণ সেবন করে, রূপের আভাস ধারণ করে, আকর্ষণের গতি নির্ণয় করে। অতি মাত্র সুগন্ধ সেবনে ক্রমে বাহ্য চৈতন্য লোপ হইয়া যায়—জগতের বিভিন্নত্ব ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে। সহসা জীব চাহিয়া দেখে, আকর্ষণের গতি অন্তঃপ্রদেশে ধাবিত হইতেছে—জগতের সুগন্ধ, জগতের জ্যোতি, ভিতর হইতে আসিতেছে। সবিস্ময়ে জীব জিজ্ঞাসা করে—"কেন তবে বাহিরে বাহিরে, এতদিন সুঘ্রাণের কারণ অন্বেষণ করিয়াছি? আমারই ভিতরে বুঝি সুগন্ধি পুষ্প বিকসিত হইয়াছে—তাহারই গন্ধে জগৎ আমোদিত হইতেছে—তাহারই প্রভায় জগৎ প্রভান্বিত—তাহারই মাধুরিতে জগৎ মধুময়—অন্তররাজ্যের কোন প্রদেশে এই কুসুম বিকশিত হইয়াছে? এই সৌন্দর্য্যের খনি রহিয়াছে—কে আমাকে প্রদর্শন করাইবে? কে আমার সঙ্গে যাইবে?—বাহিরের রাজ্যে চক্ষুকর্ণপ্রভৃতি

ইন্দ্রিয়গ্রাম আমার সঙ্গে সঙ্গে পথ প্রদর্শন করিয়া ভ্রমণ করিত, অন্তর্দ্দেশে কে আমার সহযাত্রী হইবে ?”

এই কথা বলিতে বলিতে দিব্য দুই সহচর আসিয়া জীবের হাত ধরিল—“যোগ ও জ্ঞান”; আর এক দেবী “অপার করুণা” অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিলেন। “করুণা” বলেন, “আইস জীব, বিকশিত সুগন্ধি কুসুম দেখাইয়া দিব, তুমি তাহার মধু পান করিও ;” সহচরদ্বয় “যোগ ও জ্ঞান” আশ্বাস বাক্যে বলে “ভয় নাই জীব, তোমাকে শ্রান্ত হইতে হইবে না, আমরা তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইব”—প্রবল উৎসাহে যাত্রিগণ হরিধ্বনি করিয়া, শ্রীরাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইল। কত দেশ কত রাজ্য অতিক্রম করিয়া চলিল—কত বিঘ্ন বাধা উত্তীর্ণ হইয়া গেল—কত বন উপবন পশ্চাতে ফেলিয়া গেল। যতদূর গমন করে, স্বর্গের গন্ধ তত আরও মধুরতর হইয়া আইসে, জ্যোতি-রেখা স্পষ্টতর হইয়া আইসে—ক্রমে ক্রমে আনন্দরব শ্রুত হওয়া যায়—মঙ্গলধ্বনি আসিয়া উপস্থিত হয়। “করুণা” দেবী দ্রুতপদনিক্ষেপ করেন; মহাবিক্রমে “যোগ জ্ঞান” জীবকে লইয়া ধাবিত হয়—মঙ্গলের মণ্ডল অতিক্রম করিয়া আনন্দের মণ্ডলে উপস্থিত হয়—মণ্ডলের পর মণ্ডল, বেষ্টনের পর বেষ্টন পরিধির পর পরিধি, অতিক্রান্ত হইয়া যায়, লহরীর উপর লহরী উঠিতে থাকে

—অমৃতের লহরী হইতে অমৃতত্ব ব্যপ্ত হয়—স্নেহ জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে ;—শুভাদৃষ্ট উদ্ঘাটিত হয় ; চিৎসরোবর প্রকাশিত হয় ; সেই সরোবরের মধ্য স্থলে, জীব দেখিতে পায়, অমৃতরূপিণী শ্রী বিরাজমান। কোথায় জগতের প্রভা কোথায় বিশ্বের সৌন্দর্য্য ?—কোটী সূর্য্য সেই রূপ-প্রভায় নিমগ্ন রহিয়াছে—অনন্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য তাহার বিভায় লুক্কায়িত রহিয়াছে—দেশ কালের দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্য তাঁহারই রূপে ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে—অনন্তশ্রী অনন্তরূপ বিস্তার করিয়া, অন্তরের অন্তর্দ্দেশে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতমরূপে, সমগ্র কান্তিবিকাশের কেন্দ্রীভূত হইয়া বিরাজিত। তাঁহারই রূপরাশি জীবহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া, জগৎ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারই শ্রী, তাঁহারই প্রভা জগতের স্তরে স্তরে উঠিয়া জীবকে আকৃষ্ট করিতেছে। নতুবা জগৎ আবার কোথায় সৌন্দর্য্য, শ্রী, রূপ, পাইবে ? যেখানে রূপ যেখানে রূপের ভোক্তা, সেই খানেই আকর্ষণ—সমস্ত শ্রীর নিকেতন হইয়া, স্বয়ং ভগবান চিৎসরোবরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন—রূপাবিষ্ট জীবকে মুহুর্মুহুঃ কর্ষণ করিতেছেন—এই শ্রীরূপে মোহিত হইয়া, এই কর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া—জীব ভগবান "শ্রীকৃষ্ণকে" প্রণাম করিয়া, তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হয়। তখন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে জীব দেখিতে পায়—ভগবানের শ্রী লইয়া জগতের শ্রী হইয়াছে—

ভগবানের রূপ-সৌন্দর্য্য কান্তি লইয়া বিশ্বের বিভিন্নরূপ সংজনিত হইয়াছে—আর ভগবানের কর্ষণী শক্তির আভাস পাইয়া জগতের আকর্ষণ-প্রভাব হইয়াছে। তাই—সূর্য্যোদয় এত সুন্দর, এত মনোগ্রাহী, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার অন্তরে রহিয়াছেন; নক্ষত্রমালার বিচিত্র কান্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় হইয়াছে। কুসুমের শোভা ভগবানের শোভা লইয়া হইয়াছে; পুত্রমুখ বড় সুন্দর কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপবিষ্ট আছেন; বন্ধুসহবাস এত প্রীতিপ্রদ—কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার মূলে রহিয়াছেন; বালকের সুন্দরছবি এত রমণীয় কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় বসিয়া আকর্ষণ বিস্তার করিতেছেন। যেখানে আকর্ষণ সেই খানেই শ্রী, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; জগতের সর্ব্বত্রই আকর্ষণ, অতএব জগতের সর্ব্বত্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।—সমগ্র জগৎকাণ্ড শ্রীকৃষ্ণময় হইয়া গেল—চন্দ্র সূর্য্য শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইল; দেশ কাল শ্রীকৃষ্ণে শয়ন করিল; বৃক্ষ প্রস্তর শ্রীকৃষ্ণের রূপ গ্রহণ করিল; শব্দ, বর্ণ, আলোক, আভা, সমুদয় শ্রীকৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইল; ইন্দ্রিয়গ্রাম শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হইল; অর্দ্ধভুক্ত আহার শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া গেল; স্পৃষ্ট, স্প্রষ্টা, সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে মিশ্রিত হইল; মানবমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিল; চক্ষুর বিষয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; কর্ণের শ্রবণীয় এখন শ্রীকৃষ্ণ; ভোজ্য ভোক্তা, সমুদয় শ্রীকৃষ্ণ,

চিন্তা প্রণালী সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে, ইচ্ছাশক্তি শ্রীকৃষ্ণে, বুদ্ধি ক্রিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমাহিত হইল। বিচিত্র কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে? যাহা কিছু আকৃষ্ট হইল, সমুদয় কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইল। তাই বুঝি ভক্তমণি প্রহ্লাদ একমাত্র কৃষ্ণ ধাতুতে জগত নির্ম্মাণ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন; তাই বুঝি তিনি একমাত্র কৃষ্ণ বর্ণে বিশ্ব রচনা দেখিয়া একমাত্র কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু শিক্ষা করেন নাই। তাই বুঝি শিশু ভক্ত, ধ্রুবযোগী, বিজন অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া, ব্যাঘ্রকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। তাই বুঝি বালক জটিল, পত্রমর্ম্মরে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া, অগ্রজ দীনবন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই রে নিগাই সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বৃক্ষ প্রস্তর, আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জলে জঙ্গলে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া জগতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; চক্ষু কর্ণে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া উন্মাদের ন্যায় বিশ্বে বিচরণ করিয়াছেন। আর কি কেহ এরূপ উন্মাদ হইবে?— জড়জগতকে শ্রীকৃষ্ণে পরিণত করিবে, অন্তর্জগৎ শ্রীকৃষ্ণময় হইয়া যাইবে? আর কি কেহ ইন্দ্রিয়কম্পনে, চক্ষুবিক্ষেপে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিবে? আর কি কেহ "জগদেব হরিঃ" বলিয়া জগতকে আলিঙ্গন করিবে, আর "হরিরেব জগৎ" বলিয়া হরিকে আলিঙ্গন

করিবে? কে আর এমন হইবে? কে আর কৃষ্ণতত্ত্ব সাধন করিবে? মূর্খ লেখক, লেখকের লেখকত্ব কৃষ্ণে লীন হয় নাই; লেখনী শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হয় নাই;—মূর্খ সাধক, সাধন যদ্যপি কৃষ্ণে পরিণত না হইয়া থাকে,—মূর্খ শ্রোতা, শ্রুতি যদ্যপি কৃষ্ণে মিলিত না হইয়া থাকে। জগতে এক বস্তু ভিন্ন আর বস্তু নাই, এক পদার্থ ভিন্ন আর পদার্থ নাই; এক বর্ণ ভিন্ন আর বর্ণ নাই; এক শ্রী ভিন্ন আর শ্রী নাই; এক রূপ ভিন্ন আর রূপ নাই; সেই একরূপ, একশ্রী, এক বস্তু, এক পদার্থ, এক বর্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আইস ভাই সকলে মিলিয়া, কৃষ্ণতত্ত্ব সাধন করি;—শ্রোতা আশীর্ব্বাদ করুন বক্তাকে "তাঁহার কৃষ্ণে মতি হউক"; বক্তা ডাকুন কৃষ্ণকে "শ্রোতার কৃষ্ণে মতি হউক"; শ্রোতা, বক্তা, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া এক হইয়া যাউন; "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে সকলে কৃষ্ণময় হইয়া যাউন। শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণ-তত্ত্ব জীব-প্রাণ মোহিত করুক—কৃষ্ণের জগৎ কৃষ্ণে প্রবেশ করুক।

ওহে কৃষ্ণভক্ত, তুমি বুঝি কৃষ্ণতত্ত্ব সাধন করিয়াছ? নতুবা তাঁহার ভক্ত কি করিয়া হইলে? বল দেখি ভাই, কৃষ্ণের শ্রী দেখিলে, কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব দেখিলে, তাহার পর কি দেখিলে; তোমরা ভাই সাধু, তোমাদিগের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব শুনিয়া আমরা জীবন ধন্য জ্ঞান করি; বল কৃষ্ণভক্ত বল, তাহার পর কি দেখিলে? সাধু কৃষ্ণভক্তবলেন—"শুন সাধক,

কি দেখিলাম—কৃষ্ণের কৃপায় যাহা দেখিলাম তাহা বলিবার আমার সাধ্য নাই—জগৎ ছিল জড়ময় মোহে আচ্ছন্ন, সহসা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদিত হইল, সমুদয় আলোকিত হইল, ঘটে ঘটে, পাত্রে পাত্রে, কৃষ্ণমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পাইল; জড়ের জড়ত্ব দূর হইল, চৈতন্য আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল; সর্ব্বত্র চৈতন্য ব্যাপ্ত হইল; সর্ব্বত্র কৃষ্ণ; যেখানে কৃষ্ণ সেইখানে চৈতন্য—সমগ্র জগৎ কৃষ্ণময়, সমগ্র জগৎ চৈতন্য-ময়—কৃষ্ণের কৃপায় ইন্দ্রিয়ের চেতনা হইল; কৃষ্ণের কৃপায় চিন্তা চৈতন্যময়ী হইল; কৃষ্ণের ইচ্ছায়, ইচ্ছা চৈতন্যময়ী হইল; বুদ্ধি চৈতন্যে জড়িত হইল; শ্রীকৃষ্ণের প্রভায় মনপ্রাণ চৈতন্যে মিলিত হইল; অভ্যাস, স্মৃতি, কর্ম্মসূত্র চৈতন্যময় হইয়া গেল। পূর্ব্বে কি ছিল এখন বা কি হইল! কোথায় ছিল জগৎ ও জীব, কোথায় শ্রী আসিয়া জগতে প্রবেশ করিল; কোথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সমগ্র জগৎ গ্রাস করিয়া আপনি তাহার স্থানে উপ-বেশন করিলেন; কোথা হইতে আবার চৈতন্য আসিয়া জীবহৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন,—কৃষ্ণের কৃপায় জীব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে লাভ করিল; জগতের পরমতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব সাধিত হইল; কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়া জীব গায়িতে লাগিল—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে—"

আইস উপাসক-মণ্ডলি, আমরাও সকলে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ

হরে হরে” বলিতে বলিতে কৃষ্ণের কৃপায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পূজা করি ; শ্রীভগবান হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন ; ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

মোক্ষ ।

২২শে মার্চ্চ—১৮৯১

কি ছিল আর কি হইল ! অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইল ! কত বর্ণে জগৎরচনা, এক মাত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল ; কত ধাতুতে জগৎসৃষ্টি, এক মাত্র কৃষ্ণধাতুতে সমুদয়ের অবসান হইল ; কত অক্ষরে বিশ্বগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সমুদয় এক কৃষ্ণাক্ষরে লুপ্ত হইল ; বিভিন্ন ধাতু বিভিন্ন অক্ষর, সমুদয় একীভূত হইল ; শত, সহস্র, কোটী, একত্বে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল ; স্বর্ণ রৌপ্য, শুভ্র লোহিত, কৃষ্ণঅঙ্গে প্রবেশ করিল ; অ, ম, ক বর্ণে বিলীন হইল। অদ্ভুত ব্যাপার ! বিস্ময়কর কাণ্ড ! কোথায় এক দিন জীবহৃদয়, জগতে দ্বৈতভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল—শুভাশুভ দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের দ্বৈতত্বের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল ; বোধ হইল জীবচিত্ত দুই বিরোধি উপাদানে গঠিত,—পাপ ও পুণ্য ; চিত্ত পুণ্যের প্রতি ধাবিত হয়, পাপ আসিয়া তাহার গতি রোধ করে ; জ্ঞানালোকের আভাস পাইয়া চিত্ত আলোকের অভিমুখে

অগ্রসর হয়, অমনি অজ্ঞানতা আসিয়া সমুদয় অন্ধকার করিয়া ফেলে নিবৃত্তি শান্ত দেশে যাইবার প্রস্তাব করে, প্রবৃত্তি আসিয়া সমুদয় অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। জীবের মানসক্ষেত্রে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হয়—এক পক্ষ সহায়, আর পক্ষ বৈরি। শত্রু-দলের আক্রমণে চিত্ত ক্ষত বিক্ষত হয়; পরাজয়ের পর পরাভূত হইয়া জীব লজ্জিত ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে জীবের কাতরতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আপনার নিষ্ঠা, চেষ্টা, যত্ন,সমুদয় বিফল হইল দেখিয়া আর্ত্তস্বরে জীব ভগবানকে ডাকিতে থাকে;—ডাকিতে ডাকিতে সহসা হৃদয়াকাশে দৈববাণী উচ্চারিত হয়—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।"

"সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের উপর নির্ভর পরিত্যাগ করিয়া, এক মাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি পাপের জন্য শোক করিওনা"—বারম্বার সমরবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে এই ধ্বনি উত্থিত হয়, জীব শুনিয়া চমকিত হয়—বলে তাইত এ কাহার শব্দ? এত সংগ্রাম করিলাম শত্রুবল ক্ষয় হইল না, এখন অসময়ে কে এমন আশার সংবাদ প্রচার করিতেছেন?

আমার পাপের জন্য কত নরক রহিয়াছে, পুণ্যের কত পুরস্কার রহিয়াছে, অভ্যাসও স্মৃতি কর্ম্মসূত্রের শৃঙ্খল রচনা করিয়াছে—কত বিরোধিব্যাপার হৃদয়কে বিধ্বস্ত করিতেছে, এমন সময়ে কোন্ বলবান্ পুরুষ এমন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছেন।—তাঁহার বল বিক্রম অতি বিশাল হইবে, নতুবা "আমি তোমাকে মুক্তি প্রদান করিব" এমন কথা বারম্বার বলিতেছেন কেন?—জীবের মনে আশা হয়, পাপের সহিত সংগ্রাম ঘোরতর হইয়া উঠে, এক এক বার বোধ হয়—বুঝি পাপ পরাস্ত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্ব্ববৎ বলশালী হইয়া উঠে; জীব ভাবিতে থাকে—"কই পাপত পরাজিত হইল না? ভগবান্ যে প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহাও পূর্ণ হইল না, সত্যস্বরূপের কথাত মিথ্যা হইবার নহে—তবে কেন পাপের পরাজয় হইতেছে না?" এই ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় আবার সেই আশার বাণী শুনিতে পায়; জীব ক্রমে নির্ভর করিতে শিক্ষা করে; সমরবিজয়ী সাধুগণ দেখিয়া মৃদুমন্দ হাসিয়া হরিনাম করিতে থাকেন; দিবস রজনী অতিবাহিত হয়, তিথি মাস চলিয়া যায়, সংগ্রাম চলিতে থাকে; সাধুমুখনিঃসৃত হরিনামসুধা জীবকে উৎসাহিত করে; সমরতরঙ্গ উচ্ছ্বলিত হয়; দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশিত হয়—লীলাময়ের লীলা কে বুঝিতে সমর্থ হইবে? বিচিত্র হরি-

লীলা আসিয়া উপনীত হয়; জীবের জ্ঞান-বিকাশ আরব্ধ হয়; জীব চিত্তে উদিত হয়—"চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার আকর্ষণ বলিয়াইত হৃদয়ে এত পাপ আসিয়াছে; এত আকর্ষণের কি কারণ সম্ভব হইতে পারে?" জগতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পায়, সর্ব্বত্রই আকর্ষণ —সর্ব্বত্রই বিভিন্ন সৌন্দর্য্য—বিভিন্ন শ্রী—জগতের এই বিভিন্ন সৌন্দর্য্যই পাপের কারণ; সুতরাং স্বতঃই জগতের শ্রীর মূল অনুসন্ধানে জীব প্রবৃত্ত হয়; "যোগ ও জ্ঞান" আসিয়া শক্তি সঞ্চার করে; ভগবানের "করুণা" পথ প্রদর্শন করে। শুভাদৃষ্টক্রমে জীবের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়—জীব দেখিতে পায়—জগতের শ্রীর এক মাত্র আকর, এক মাত্র বিধাতা হৃদ্‌বিহারী ভগবান্; ভগবান্ শ্রীযুক্ত বলিয়া জগতে এত সৌন্দর্য্য; ভগবানের অনন্ত রূপরাশি বলিয়া জগতের রূপ প্রতীত হইতেছে, নতুবা আর ভিন্ন রূপ, ভিন্ন শ্রী, জগৎ কোথায় পাইবে?—আর ভগবানই বা কোথায় জগৎ রচনার্থ ইতর উপাদান প্রাপ্ত হইবেন?—নিজের রূপের—নিজের শ্রীর—আভাস দিয়া জগৎ রচনা করিয়াছেন—আবার এই মোহিনী প্রভায় জগতের মধ্য দিয়া ভগবান জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন—আর অন্তরের অন্তঃপ্রদেশ হইতে সমগ্র-শ্রীসমন্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভগবান্ জীবকে কর্ষণ করিতেছেন; আর স্বরূপের উপাদান দিয়া জগৎ বিরচিত

করিতেছেন।—জীব দেখিয়া অবাক্ হয়—কোথায় পাপ রহিল, কোথায় বা জগৎ রহিল—পাপের কারণ, জগতীয় আকর্ষণের মূল শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং পাপের বিধাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—আবার কৃষ্ণউপাদানে জগৎরচনা হইয়াছে—বিশ্বের উপাদান কৃষ্ণত্ব; সৌন্দর্য্য শ্রীকৃষ্ণ, কর্ত্তা বিধাতা গতি কৃষ্ণ—সুতরাং কৃষ্ণেতরজগৎ অসম্ভব। বিস্ময়াকুলিতচিত্তে জীব ধ্যানস্থ হয়—ধ্যাননেত্রে জ্ঞানালোকে দেখিতে পায়—"পাপ আর নাই, পাপের পাপত্ব কৃষ্ণে মিলিত হইয়াছে; জগত আর নাই—জগতের অস্তিত্ব ও স্বভাব কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছে। পুণ্যের মূলে শ্রীকৃষ্ণ—পাপের মূলে শ্রীকৃষ্ণ—পাপ পুণ্যের সত্তা, শ্রীকৃষ্ণসত্তায় বিলীন হইয়াছে। কোথায় বিরোধভাব তিরোহিত হইয়াছে; এক উপাদান—এক কারণ—এক শ্রী—সমুদয় যখন এক, তখন বিরোধ অসম্ভব—ধ্যান জ্ঞান ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আইসে—কৃষ্ণতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, ক্রমে স্পষ্ট প্রকটিত হয়—সর্ব্বত্র কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়—সর্ব্বত্র চৈতন্যের বিকাশ হয়—জগৎ চেতনাময় হইয়া যায়—জগৎপ্রতীতির কারণভূত ইন্দ্রিয়সমন্বিতশরীর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে বিলুপ্ত হইয়া জীবিত হইয়া উঠে—ইচ্ছা চিন্তা গতি চৈতন্যময়ী হইয়া যায়—সর্ব্বত্র চৈতন্য, সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি দীপ্তি পায়। ভগবানের করুণায় তীব্র ধ্যান জ্ঞান বলে যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব সাধিত হইল,

তবে আর পাপই বা কোথায় রহিল? ইন্দ্রিয়গ্রাম ও দেহবন্ধনই বা কোথায় রহিল? সুতরাং পাপমুক্তি বা মোক্ষই বা কোথায় রহিল? মোক্ষের প্রয়োজন বা কি হইল? যখন পাপের অস্তিত্ব নাই, তখন বন্ধনও নাই, অগত্যা মুক্তির প্রয়োজনও নাই; ও মোক্ষও নাই—শ্রীকৃষ্ণের জগতে পাপ, বন্ধন ও তন্নিরাকরণ মোক্ষ সমুদয়ের নিবাস অসম্ভব। সমুদয় আকর্ষণের কেন্দ্র স্বয়ং ভগবান—দ্বিতীয় আকর্ষণ, অন্য বন্ধন, জীবে অসম্ভব—কারণ একমাত্র প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।—পাপের প্রহেলিকা তিরোহিত হইল, জীবের সংগ্রাম অবসান হইল, ভগবানের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, পাপপুণ্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমভাবে দীপ্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাপের সঙ্গে সঙ্গে দেহের প্রপঞ্চও দূরীভূত হইল, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব, দেহের দেহত্ব, যদি শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইল, তবে আর দেহের পিঞ্জরত্ব কোথায় রহিল?—বন্ধনস্বভাবই বা কোথায় রহিল? রক্তমাংসের আবরণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবরণে পরিবর্ত্তিত হইল; জগৎপ্রপঞ্চ, দেহপ্রপঞ্চ, পাপপ্রহেলিকা সমুদয় অন্তর্ধান করিল; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরিবেষ্টিত হইয়া, মুক্তজীব বিরাজমান রহিল—চৈতন্যময় মণ্ডলে, চৈতন্যের আশ্রয় অনুভূত হইল—মহাজ্ঞান সাধিত হইল—দেহবন্ধন, কর্ম্মসূত্রবন্ধন, পাপবন্ধন, সমুদয় স্খলিত হইল—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ

সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিল—কৃষ্ণাকৃষ্ট জীব মোক্ষপ্রাপ্ত হইল—জগৎ-প্রহেলিকা, বিশ্বদ্বৈতত্ব, সংখ্যা-বহুত্ব, সমুদয় নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইল—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রজ্বলিত রহিলেন।

জীবের ইচ্ছা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইল। যখন সংগ্রামের সূত্রপাত হয়, তখন পাপের ভীষণতা দূরীকরণার্থ কতই উপায় অবলম্বন করিতে হইত; আর এখন কি হইয়াছে? দেহ ও জীব বিভিন্ন থাকিয়াও পরস্পর সম্বন্ধে নিবদ্ধ ছিল; আর এখন জীব দেহমুক্ত হইয়াছে; পাপের পাপত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্থান ভগবান হরি অধিকার করিয়াছেন; বৃত্তিবিশেষ হৃদয়ে উত্থিত হইলে, পূর্ব্বে জীব পাপ বলিয়া ভীত হইত—এখন তথায় ভগবানকে দেখিতে পায়; শরীরের কার্য্যে পূর্ব্বে কত দোষ দৃষ্ট হইত, এখন নিষ্কলঙ্কস্বরূপকে দেহব্যাপারে দর্শন করিতে হয়; পাপ আসিতেছে দেখিয়া জীব বলে "আইস তুমি আমার ভগবানের প্রেরিত"; পুণ্যকে সম্ভাষণ করে "আইস তুমি আমার ভগবানের সেবক; যিনি আমার ভগবানের প্রেরিত তিনি কখনও উপেক্ষণীয় হইতে পারেন না। উপেক্ষার সামগ্রী, ভগবান হইতে, আসিতে পারে না; পাপ পুণ্য, তোমরা উভয়েই ভগবদাদিষ্ট; সুতরাং তোমাদের উভয়ের প্রভেদ নাই; আইস তোমাদের আলিঙ্গন করি।" এই পাপপুণ্যে ভগবদ্দর্শনহেতু হৃদয়ের বিষাদ অপনীত হয়; হর্ষের

ইচ্ছাও উদিত হয় না; অতএব পাপমুক্তি অথবা মোক্ষের ইচ্ছা পর্য্যন্তও পোষিত হয় না। মুক্তচিত্তে, মোক্ষাশ্রিত জীবে মুক্তির ইচ্ছা অসম্ভব; কারণ অপ্রাপ্ত-বিষয়ের জন্যই ইচ্ছা হইয়া থাকে; যতক্ষণ মুক্তির ইচ্ছা থাকিবে ততক্ষণ মোক্ষলাভ হয় নাই, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; মোক্ষলাভ হইয়াছে কি না স্থিরীকরণের ইহাই একমাত্র উপায়; সমগ্র ইচ্ছাবিহীনতা, মুক্তির ইচ্ছা পর্য্যন্তও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগই মোক্ষলাভ পরীক্ষার উপায়। মোক্ষপ্রাপ্তজীব হাসিতে হাসিতে স্বর্গ নরকে সমভাবে ভগবানকে দর্শন করে; যেখানে ভগবান সেখানে যাইতে আবার ভীতির কারণ কি? নরকেও ভগবান, স্বর্গেও ভগবান—অতএব স্বর্গনরকে তাঁহার গতি সংকোচশূন্যা। এই মোক্ষ যখন জীব আশ্রয় করে, তখন হৃদয়ের বিরোধভাব সমুদয় সমন্বয়ে উপনীত হয়; সমুদয় বিশৃঙ্খলতা অপনীত হয়; দ্বৈতভাব নির্ব্বাপিত হইয়া অদ্বৈত সংশয়শূন্য ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়; বিভিন্ন, বিরোধিবর্ণ, বিরোধিধাতু অবিরোধি সমতাপূর্ণ শান্ত একবর্ণে এক ধাতুতে পরিণত হয়। যেখানে একত্ব, যেখানে বিরোধাভাব, যেখানে ভগবন্নিবাসহেতু সংশয়রাহিত্য, সেইখানেই সমতা সেইখানেই নির্ম্মলতা, অতএব সেই খানেই সৌন্দর্য্য। ভগবানের শ্রীহেতু জীব আকৃষ্ট হয়, সেই আকর্ষণনিবন্ধন মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া জীব যৌবন

সৌন্দয্যপ্রাপ্ত হয়। ভগবানের সৌন্দর্য্য অপরূপ শ্রী--আর জীবের সৌন্দর্য্য মোক্ষাবস্থা—যেখানে সৌন্দর্য্য সেই-খানেই আকর্ষণ,শ্রীবশতঃ ভগবান্ জীবকে আকর্ষণ করেন, জীব সেইরূপ মোক্ষশ্রী পাইয়া ভগবান্‌কে আকর্ষণ করে। জীবের গতি শিবের প্রতি, শিবের গতি জীবের প্রতি; বিজন বিশ্বে আর এখনত কেহ নাই; জীবশিবের মিলনে বাধা দিবার জন্য আর কেহ অন্তরায় হইবে না; সুবিধা পাইয়া জীব ছুটিল শিবের প্রতি—শ্রীকৃষ্ণ ধাবিত হইলেন রূপমুগ্ধ জীবের অভিমুখে—কর্ষণে কর্ষণে জীবচিত্ত মন্থিত হইতে লাগিল; মন্থনে মন্থনে অমৃততরঙ্গ উত্থিত হইল; অমৃ-তের হিল্লোলে—কর্ষণের বেগে—কৃষ্ণশ্রীর প্রভায় জীব লজ্জিত হইল। সুন্দরে সুন্দর মিলিত হইল—স্বাধীনে মুক্ত প্রবেশ করিল—মহিমায় যৌবনসংযুক্তহইল—বৈষ্ণবের রসালাপ আরম্ভ হইল—ভক্তের পূর্ব্বরাগ প্রতিষ্ঠিত হইল—ধর্ম্মের সূত্রপাত হইল –ভক্তিমার্গের সূচনা হইল—এক সৃষ্টি অপসৃত হইয়া নূতন সৃষ্টির বিকাশ হইল—রাধা অঙ্গ কৃষ্ণে জড়িত হইল। অমৃতবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল নিগম মো-ক্ষের বর্ণনা করিল; ভাগবত রসালাপ জগতে প্রচার করিল।

আইস উপাসক মণ্ডলি, মোক্ষই ভক্তিমার্গের হেতু-স্বরূপ জানিয়া মোক্ষেচ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-রসাস্বাদনের উপযুক্ত হই; শ্রীভগবান্ হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

শান্তি।

২৯শে মার্চ্চ ১৮৯১।

সখা বলেন সখাকে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ", উপদেষ্টা বলিলেন উপদিষ্টকে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ", ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন নরসমাজকে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ", সাধু বলিলেন পৃথিবীকে "ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" পৃথিবী সাধুকে জিজ্ঞাসা করে "তোমাদের মুখে শান্তির বড় প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই, আমি যৎকিঞ্চিৎ শান্তি কেমন করিয়া পাই বলিতে পার? আমার শান্তির বড় অভাব।" হৃষ্টচিত্তে সাধু বলেন "কেন পৃথিবী, তোমার কোন অশান্তি আছে নাকি?" পৃথিবী চিন্তা করে "সাধু প্রকৃতি সর্ব্বদাই স্বপ্রকৃতিতেই নিমগ্ন থাকেন, জগতের অসাধু, দুঃখময় অশান্তিকর ব্যাপারে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয় না; তাই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন—কোনরূপ অশান্তি আছে কিনা।" পৃথিবীর মনের কথা বুঝি সাধুর অবগত হইবার ক্ষমতা আছে; সাধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন "পৃথিবীর দুঃখ-মূল অশান্তির কোন বস্তুত্ব আছে না কি?" পৃথিবী চিন্তা করে "সংসারে এত জরা, মৃত্যু, পাপ, তাপ, শোক, বিয়োগ, মোহ, নীচতা, এত দুঃখ, এত অশান্তি রহিয়াছে তথাপি সাধু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "দুঃখের ও অশান্তির

কোন বস্তুত্ব আছে নাকি?" সাধু বলেন "যাহাকে অশান্তি বলা যায়, তাহার কারণ দুঃখবোধ, অতএব এই দুঃখের প্রকৃতস্বরূপ কি তাহাই বিচার্য্য। এই দুঃখের নিগূঢ়স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক ওঁকার উচ্চারণ প্রয়োজন। এই ওঁকার উচ্চারণ জিহ্বা বা বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নহে; ইহা হৃদয়ে সাধনের ব্যাপার ও ধ্যানের অঙ্গ বিশেষ। ধ্যানযোগে জগতীয় ব্যাপার ও তত্ত্বের বিচার আরম্ভ হয়; সর্ব্বপ্রথম সংসারের সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন, সর্ব্বত্র অনিত্যতা অসারতা লক্ষিত হওয়ায়, ধ্যানলিপ্সু চিত্ত সহজেই নিত্য বস্তুর তত্ত্বান্বেষণে ব্যগ্র হয়। নিত্য বস্তু নিত্য অবস্থা অন্বেষণ করিতে করিতে জীবহৃদয় বহির্জ্জগতের পদার্থ বাহুল্যে ও অন্তর্জ্জগতের চিত্তক্রিয়া বাহুল্যে ভগবানের বিধান দর্শন করে। তৎপরে ধ্যানের বৃদ্ধি সহকারে অন্তঃ ও বহিঃর পার্থক্য দূরীভূত হয়, ও এই ভিন্ন জগদ্বয় সম্বন্ধবিশিষ্ট এক জগতে পরিণত হয়, ও এই একীভূত জগতের নিয়ন্তা বিধাতা ভগবানকে নির্দ্দেশ করিয়া ধ্যানমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে, ও ক্রমশঃ সৎবস্তুর আভাস নির্ণীত হয়। ধ্যানের এই অবস্থায় অনুভূত হয় যে জগতের বহুবিধ পরিবর্ত্তন, গতি, অবস্থা সমুদায় এক পরম সত্তা ভাগবতী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আর এই জগৎ বৈচিত্রের একমাত্র কারণ এই সৎস্বরূপ। অসংখ্য রূপভেদ অবস্থা-

ভেদের অভ্যন্তরে ইনি লক্ষণশূন্যভাবে বিরাজমান। ধ্যানের গভীরতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া আইসে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান জীবহৃদয়ে উদিত হয়। পদার্থবিজ্ঞান মীমাংসা করে,—ভিন্ন ভিন্ন সুন্দর ও কুৎসিত পদার্থের বড় অধিক প্রভেদ নাই; স্বাস্থ্য ও ব্যাধিতে প্রকৃতির একইরূপ ক্রিয়া; কুষ্ঠরোগ ও কান্তরূপ দুইই প্রকৃতির কার্য্য—সংসারবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে—সংসারের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ, আর ভগবানের সহিত সম্পর্কনিবদ্ধ জীব ও সংসারের কিরূপ সংযোগ, কোথাই বা বিয়োগ, বিয়োগ সম্ভব কি না—এবম্বিধ বিচারের সময় জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়—সমুদয় সংশয়, সমুদয় তত্ত্বের মীমাংসা হয়। একমাত্র সত্যস্বরূপ অমৃতভূমি ভগবান হইতে সমগ্র নিঃসৃত হইয়াছে; তিনিই যখন সমুদয় শুভাশুভের কারণ তখন শুভঙ্কর হইতে অশুভের উৎপত্তি বিরোধভাবাপন্ন প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানের এই অবস্থাতে ব্যাধির ব্যাধিত্ব, শোকের শোকত্ব, অশান্তির অশান্তিত্ব, দুঃখের দুঃখত্ব দূরীভূত হয়; তখন দুঃখ আছে কি না—দুঃখের অস্তিত্ব প্রকৃত বা স্বপ্নবৎ কল্পনামাত্র,—এইরূপ অনুদর্শন আরম্ভ হয় ও ক্রমেই দুঃখ অশান্তি বিদায় গ্রহণ করে। তাহার পর জ্ঞান, আরও ঘনীভূত হইয়া আইসে। শোক, দুঃখ, সুখ হর্ষ, শ্বেত কৃষ্ণ, শত সহস্র, সমুদয় আবার সমুদিত হয়; কিন্তু এবার তাহাদের বেশ অন্যরূপ, সকলেরই

পরিধান মঙ্গলবেশ, সকলেরই সত্তা ভগবৎসত্ত্বা, সকলেরই ধাতু ভগবদ্ধাতু। তখন দুঃখের দুঃখত্ব প্রস্থান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভগবান অবস্থিতি করেন; আর অশান্তির পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র শান্ত ভগবান লক্ষিত হন। জ্ঞান যতই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, ধ্যান ততই গাঢ়, গাঢ়তর হইয়া আইসে,—এই দুঃখাভাবজ্ঞান ও দুঃখের অসম্ভাবিত্ব-বোধ হৃদয়ে ক্রমে দৃঢ়তর হয়, ও জীবহৃদয় সর্ব্বত্র অমৃতত্ব দর্শন করিয়া সুস্থ হয়। যখন দুঃখই অসম্ভব হইল ও দুঃখের সম্ভবও সত্ত্বা ভগবানে লীন হইল, তখন দুঃখজনিত অভাববোধ রহিল না; সুতরাং সুখের ইচ্ছা আসিয়া হৃদয়ে অশান্তির আর বীজ বপন করিবে না। যেখানে সুখেচ্ছা সেইখানেই সুখের বিষয়ের চিন্তা; ও ঘন ঘন বস্তুবিশেষের চিন্তা বশতঃ তাহার উপর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়—অনুরাগ বৃদ্ধি হেতু অশান্তির মাত্রাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখন দুঃখবোধ রহিত হইয়াছে, ভগবদ্বোধ সাধিত হইয়াছে, তখন সুখেচ্ছাও নাই ও অশান্তিকর অনুরাগও নাই। আবার অনুরাগবার্দ্ধক্য হেতু তীব্র অশান্তিকর ভয় বা ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিআশঙ্কা হৃদয় পূর্ণ করে। কিন্তু জ্ঞানবলে যখন এই অনুরাগ দূর হয়, তখন আর আসক্তি-সম্ভূত ভয় আসিয়া জীবের অশান্তি উৎপাদন করেন। বস্তুবিশেষ লাভার্থে যখন অতিমাত্র আশঙ্কা হয়, তখন আশঙ্কাজনিত ব্যগ্রতা ও ক্রোধ

আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, ও বুদ্ধির স্থৈর্য্য বিনষ্ট করে। কিন্তু দুঃখবোধ-রাহিত্য হেতু, অথবা দুঃখেও ভগবানের অমৃতবিধান ও অমৃতসত্ত্বা উপলব্ধি হেতু. যখন সুখেচ্ছা, আসক্তি, আশঙ্কা ও ক্রোধ দূরীভূত হয়; তখন বুদ্ধির স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধ্যান ও জ্ঞানের প্রাবল্য হেতু এই স্থৈর্য্য স্থায়ি হয়, ও জীব মুনিভাব প্রাপ্ত হইয়া অশান্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে,—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

"দুঃখে যাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, সুখের জন্য যিনি স্পৃহা করেন না, যাঁহার অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ কিছুই নাই আর যিনি স্থিরবুদ্ধি তিনিই মুনি।"

মুনির এই স্থৈর্য্য বা শান্তির প্রধান লক্ষণ—সর্ব্বত্র সমদর্শন। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, পাপ পুণ্যে, ধর্ম্মাধর্ম্মে, জন্মমৃত্যুতে, সমানভাব সমান প্রকৃতি দর্শন করেন বলিয়াই মুনির শান্তির ভঙ্গ হয় না। তিনি যখন সর্ব্বত্র সমতা অবলোকন করেন, তখন বিভিন্ন ব্যাপার-নিচয়ের সমতা বা সমভাব কোথায় অবশ্যই বিচার্য্য। ধ্যানপরায়ণ মুনি জগতের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে নিঃসম্বল হইয়াছেন; গৃহসংসার ত্যক্ত হইয়াছে; তাহার

উপর আবার জগতের বোধ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিতে হইয়াছে। তত্ত্বদর্শন করিতে করিতে মুনি পরম-তত্ত্বে উপনীত হইয়া দেখিলেন—জগতে ভগবান ভিন্ন আর কর্ত্তাও নাই বস্তুও নাই; সুতরাং এক বস্তু ভগবানই তাঁহার জগৎ তত্ত্ব। ভগবানের একবস্তুত্ব যখন নিরূপিত হইল, তখন আর জন্ম মৃত্যু, নিদ্রা জাগরণ, পাপপুণ্যপ্রভৃতিতে দ্বৈতভাব লক্ষিত হইল না; সমুদয় বিরোধী স্বভাব ভগবানে সমতা প্রাপ্ত হইল। অতএব মহামুনির বিভিন্ন বস্তুতে সমদর্শনের কারণ ভগবান, ও সমভাবই স্বয়ং ভগবদুপাদান। যখন ভগবৎসত্তানিবন্ধন সর্ব্বত্র সমতা সাধিত হইল, তখন সুখে দুঃখে, শোকে তাপে, আকাশ পাতালে, অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে শান্তি বিরাজ করিল। মহামুনি সর্ব্বত্র সমশান্তি দর্শন করিলেন; তাঁহার শত্রুর কঠোরতা সুখশান্তিময়; তাঁহার সুহৃদ্‌ মিত্রের ব্যবহার শান্তিময়, হর্ষবিষাদ সমুদয় শান্তিময়, ক্ষুধা তৃষ্ণা অশন উপবাস সমুদয় শান্তিময় সর্ব্বত্র সমতা সর্ব্বত্র সমদর্শন—

"সমশত্রৌ চ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥"

"শত্রু মিত্র, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ সমুদয়ে ভগবদ্‌ভক্ত সমদর্শী, ও সর্ব্বত্র আসক্তিশূন্য।" এই সমদর্শনই

শান্তির প্রধান লক্ষণ। "সমত্বং যোগউচ্যতে" আর এই সমদর্শনের হেতু সর্ব্বত্র ভগবানের প্রধান অস্তিত্ব-উপলব্ধি। মহামুনির সমুদয় অশান্তির কারণ অপনীত হইয়াছে ও বুদ্ধি সম্যক স্থির হওয়ায় শান্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এই বুদ্ধি স্থৈর্য্যের কারণ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বিষয়ের সহিত আসক্তিবন্ধনছেদন তাহা নহে; এই আসক্তি ছেদন একটি কারণ সন্দেহ নাই। ঐ আসক্তি লোপ হইতে বুদ্ধির চাঞ্চল্য দূর হয়, কিন্তু ইহার স্থিতি সম্যক স্থির হয় না; বুদ্ধির দৃঢ় স্থিতির জন্য চঞ্চল আসক্তির গ্রাস হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া, আর এক স্থিতিময়ী মহতী আসক্তির সহিত ইহার সংযোগ স্থাপন করিতে হয়। যেমন স্বল্প-তোয় নদনদী, পর্ব্বত শিখর হইতে উচ্ছৃঙ্খল স্রোতবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, কিন্তু যখন সাগর সঙ্গমে বিস্তীর্ণ সীমাশূন্য জলরাশির সহিত মিলিত হয়, তখন আর স্রোত থাকে না, উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব ও দৃষ্ট হয় না—তদ্রূপ জীব-চিত্ত প্রপঞ্চমুক্ত হইয়া ধ্যানের গভীর, গভীরতর প্রদেশ আশ্রয় করতঃ স্থির অবিচল হইয়া উঠে; মোহমায়া, পাপতাপ, আসিয়া আর চিত্তের ধৈর্য্যচ্যুতিসাধনে সক্ষম হয় না; নীরব নিস্পন্দ ভাবে জীব ধ্যানসাগরে নিমগ্ন হইয়া মহাভূমা ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া মোহ ও অশান্তির হস্ত হইতে ত্রাণ পায়। "এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।" "ভগবানে অবস্থান করিয়া

জীব আর মোহে জড়িত হয় না, ধ্যান জ্ঞান ও যোগবলে যতই জীব বুদ্ধিকে ব্রাহ্মী স্থিতি নিবদ্ধ করে, ততই ভাগবতী স্থিতি অতি বিস্তীর্ণ হইয়া সমুদয় গ্রাস করিয়া ফেলে; ইন্দ্রিয়বিষয়প্রভৃতি সমুদয় সেই স্থিতিতে নিমগ্ন হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তি হইয়া যায়।—প্রবৃত্তি নিবৃত্তির একই মূর্ত্তি হয়, সুতরাং বাসনাপ্রভৃতি হৃদয়ে আসিয়া আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ভাগবতী-স্থিতি অবলম্বন করিয়া জীব চির শান্তি লাভ করে—

"আপূর্য্যমানং অচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

"প্রবহমান নদীর স্রোত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া যেরূপ তাহার স্থৈর্য্য নষ্ট করে না, সেইরূপ কামনা সকল যাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার স্থৈর্য্য নাশে অসমর্থ, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, নতুবা অস্থিরচেতা কামনা-তৃপ্তিপ্রয়াসী কখনই শান্তি লাভ করিতে পারে না।"

অতএব এই শান্তি লাভ করিতে হইলে, ওঁকার সাধন-

করিয়া, দুঃখের মূল অন্বেষণ করতঃ দুঃখকে তিরোহিত করিতে হইবে ; আর এই শান্তির প্রধান লক্ষণ—সর্ব্বত্র সমদর্শন ; ও শান্তির স্থৈর্য্যের হেতু—সর্ব্বত্র ভগবানের সত্তার উপলব্ধি এবং তন্নিবন্ধন ভগবানে অবস্থিতি। আর ভগবানের কৃপায় পৃথিবীর আসক্তি প্রপঞ্চমাত্র, শান্তিই প্রকৃত অবস্থা,এবং ভাগবতী প্রকৃতির বিস্তার হেতু ও ব্রাহ্মী স্থিতির নিত্য অবস্থান হেতু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আইস উপাসকমণ্ডলি, আমরা সকলে কায়মনোবাক্যে এই শান্তি লাভে প্রযত্নশীল হই। শ্রীভগবান্ হরি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

